Contents

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৭তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০১৪

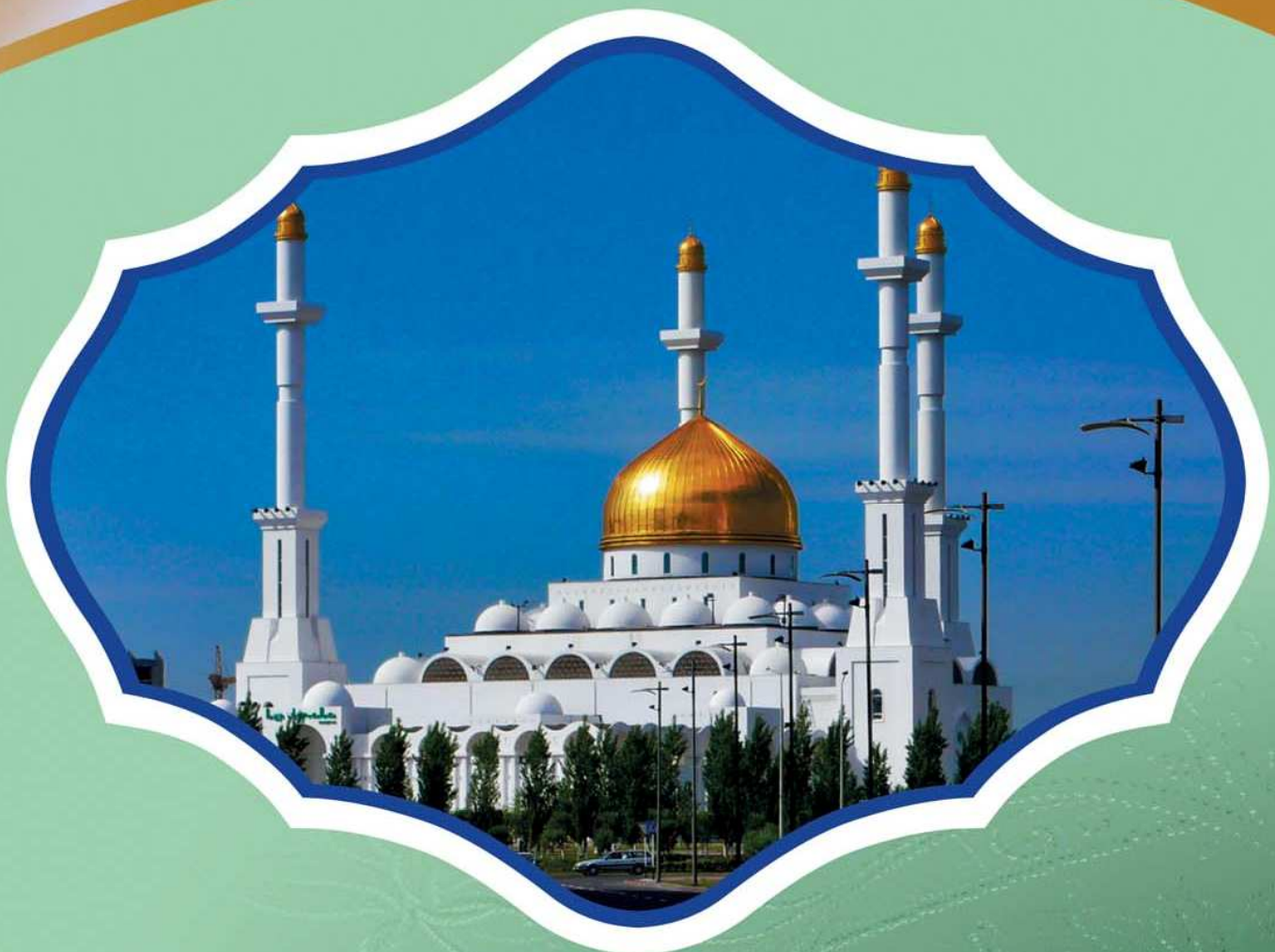

Contents

মাসিক
আত-তাহরীক
১৭তম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **প্রবন্ধ :**
♦ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ : একটি পর্যালোচনা *(জানু.-ফেব্রু. সংখ্যার পর)* ০৩
-কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
♦ মানবাধিকার ও ইসলাম *(১৪তম কিস্তি)* ০৭
-শামসুল আলম
♦ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ১২
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
♦ লাইলাতুল মি'রাজে করণীয় ও বর্জনীয় ১৮
-আত-তাহরীক ডেস্ক
♦ শবেবরাত ২১
-আত-তাহরীক ডেস্ক
♦ ১৬ই ডিসেম্বর সারেন্ডার অনুষ্ঠানে জে. ওসমানী কেন উপস্থিত ছিলেন না? চাঞ্চল্যকর তথ্য ২৩
-মোবায়েদুর রহমান
✡ **স্মৃতিকথা :** ২৪
জেল-যুলুমের ইতিহাস *(৩য় কিস্তি)*
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।
✡ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ২৭
রহস্যাবৃত নিখোঁজ মালয়েশিয়ান বিমান
-শেখ আব্দুছ ছামাদ।
✡ **নবীনদের পাতা :** ২৯
হারাম উপার্জন
-ইহসান ইলাহী যহীর
✡ **হাদীছের গল্প :** ৩৫
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এক যুবকের অদ্ভুত আবেদন
✡ **অমর বাণী :** *-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* ৩৬
✡ **চিকিৎসা জগৎ :** মৌসুমি ফল তরমুজ ৩৮
✡ **কবিতা :** ৩৯
♦ রক্ত দিয়ে গড়া এদেশ ♦ নামে আহলেহাদীছ
♦ করুণাময় তুমি ♦ পাবে পরিত্রাণ
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪০
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
✡ **মুসলিম জাহান** ৪২
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

উপযেলা নির্বাচন

সদ্য সমাপ্ত উপযেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনে 'সীল মারার মহোৎসব' বেলা ৮-টায় ভোটদান শুরুর আগেই ভোর ৪-টায় ভোটের বাক্স ভর্তি ইত্যাদি নানা চটকদার শিরোনাম পত্রিকা সমূহে এসেছে। বস্তুতঃ বিগত সময়ে প্রায় সকল নির্বাচনে কমবেশী এটাই হয়ে এসেছে। তবে অনেকের মতে এবার কোন কোন ভোট কেন্দ্রে দৃষ্টিকটুভাবে একটু বেশী হয়েছে। যদিও বিজয়ী সরকারী দলের পক্ষ থেকে পূর্বের সরকারগুলির ন্যায় একইভাবে বলা হয়েছে যে, নির্বাচন খুবই সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে সমাপ্ত হয়েছে। জনগণ বিপুল উৎসাহে ভোট দিয়েছে। শতকরা ৭০-৮০ ভাগ ভোট পড়েছে ইত্যাদি। সেজন্য সরকারী দল জনগণকে ধন্যবাদও জানিয়েছে। কিন্তু আসলে সবই শুভংকরের ফাঁকি। যা সবার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। যুগ যুগ ধরে নির্বাচনের নামে এভাবেই প্রতারণা হয়ে আসছে। মাঝে মধ্যে অনেকের কাছ থেকে এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শোনা যায়। যেমন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলী খান কিছুদিন আগে বলেছেন, নির্বাচন ব্যবস্থা নতুনভাবে ঢেলে সাজাবার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। কোন কোন জাতীয় পত্রিকায় বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা হয়েছে। যদিও কোন প্রস্তাব তারা দেননি বা দিতে পারেননি। পার্শ্ববর্তী ভারতেও এখন এই নির্বাচনী খেলা চলছে। বলা চলে যে, বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই এই প্রথার মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন হচ্ছে। প্রধানতঃ দল ও প্রার্থী ভিত্তিক এই নির্বাচনী ব্যবস্থার কুফল হিসাবে সামাজিক দ্বন্দ্ব, রেষারেষি ও খুন-খারাবি কমবেশী সব দেশেই সমান। এমনকি এর ফলে সমাজের সর্বনিম্ন ইউনিট পারিবারিক ব্যবস্থা পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ছে। সুশাসনের নামে ও নেতৃত্বের সুঁড়সুড়ি দিয়ে মানুষকে একাজে নামানো হলেও পরিণামে জনগণই শোষিত ও বঞ্চিত হয়। কিন্তু তখন তাদের আর কিছুই করার থাকে না।

এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তাব হ'ল, উপযেলা হৌক বা জাতীয় সংসদ হৌক কোন স্তরেই কোন নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। কেননা এগুলিতে স্রেফ জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি, পারস্পরিক হানাহানি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় ব্যতীত কিছুই লাভ হয় না। তাছাড়া এই সকল জনপ্রতিনিধি জনকল্যাণে তেমন

কোন ভূমিকা রাখেন না। উল্টা তারা প্রশাসনকে অহেতুক বাধাগ্রস্ত করেন মাত্র। আর এটাই বাস্তব ও সঠিক কথা যে, বিচক্ষণ নির্বাচক ব্যতীত বিচক্ষণ নেতা নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্র বিধান এই যে, দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ পরামর্শের মাধ্যমে রাষ্ট্রের একজন 'আমীর' নিযুক্ত হবেন। প্রয়োজনে দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে তিনি নির্বাচিত হবেন। কেননা ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া, নেতৃত্বের লোভ করা বা আকাংখা করা এবং নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ *(বুখারী, মুসলিম)*। এভাবে 'আমীর' নির্বাচনের পর জনগণ তাঁকে সমর্থন দিবেন ও আনুগত্যের বায়'আত বা অঙ্গীকার করবেন। কেউ আমীরকে দলীয়ভাবে চিন্তা করবে না এবং তিনিও কারু প্রতি দলীয় আবেগ বা বিদ্বেষ পোষণ করবেন না। কারণ তিনি প্রার্থী হননি। কোন দলের হয়ে ভোট চাননি এবং তিনি জানতে পারেন না, কারা তাঁকে ভোট দিয়েছে বা দেয়নি। ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সকলের প্রতি উদার হবে এবং তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন। 'আমীর' রাষ্ট্রের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের মধ্য হতে নিজের জন্য একটি মজলিসে শূরা মনোনয়ন দিবেন। প্রয়োজনে অন্যান্য যোগ্য ও গুণী ব্যক্তিদের নিকট থেকেও তিনি পরামর্শ গ্রহণ করবেন। রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ। এ তিনটির মধ্যে বর্তমানে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের প্রধান পদগুলি দেশের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হয়। ইসলামী শাসনে উপরোক্ত দু'টি বিভাগ ছাড়াও আইন সভার সদস্যগণও 'আমীর' কর্তৃক মনোনীত হবেন। অথচ গণতন্ত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটিকে জনগণের হাতে সোপর্দ করা হয়। ফলে অদক্ষ বা অযোগ্য ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ এখানে নির্বাচিত হয়ে আসেন এবং সেই সাথে সমাজে সৃষ্টি হয় অনাকাংখিত ভাবে দলাদলি, হিংসা-হানাহানি ও চরম অশান্তি । আর নির্বাচনগুলি মেয়াদ ভিত্তিক হওয়ার কারণে মানুষ সর্বদা ক্ষমতা লাভের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ আর গীবত-তোহমত এমনকি গুম-খুন ও অপহরণের মত নোংরা কাজের মধ্য দিয়ে তাদের মেয়াদ কাটে।

অতএব নির্বাচন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হ'ল, আমরা মুসলমান। আমাদের নেতা নির্বাচিত হবেন ইসলামী বিধান মতে দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে বিচক্ষণ নির্বাচকদের মাধ্যমে। ইহূদী-নাছারা বা অন্য কারু মনগড়া বিধান মতে নেতৃত্ব নির্বাচনে আমাদের ইহকালে ও পরকালে কোন কল্যাণ নেই। আর সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হবেন আল্লাহ। কুরআন ও সুন্নাহ হবে দেশের আইন রচনার মানদণ্ড। যা মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর। যেমন আল্লাহ্র দেওয়া আলো-বাতাস সবার জন্য কল্যাণকর। আর আল্লাহ্র চাইতে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে? 'আমীর' স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারেন না। তিনি সর্বদা আল্লাহ ও মজলিসে শূরার নিকটে এবং জনগণের নিকটে দায়বদ্ধ থাকেন। যা ঈযবপশ ইধষধহপব-এর সর্বোত্তম নমুনা হিসাবে কাজ করে। দেশের বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকবে। যা ইসলামী বিধান মতে বিচার করবে। 'আমীর' বা যেকোন সরকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেখানে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। আমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে এবং তা ইমারতের অযোগ্যতা প্রমাণ করলে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে এবং মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে তিনি যেকোন সময় অপসারিত হবেন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ইমারত-এর যোগ্য থাকা পর্যন্ত বা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ দায়িত্বে বহাল থাকবেন।

এই নির্বাচনের ফল দাঁড়াবে এই যে, জাতি সর্বদা একদল দক্ষ, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রশাসনের সর্বত্র দেখতে পাবে। ৪, ৫, ৬ বছর অন্তর নেতৃত্ব নির্বাচনের অন্যায় ঝামেলা, অহেতুক অপচয় ও জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি থেকে দেশ বেঁচে যাবে। সামাজিক অনৈক্য ও রাজনৈতিক হানাহানি থেকে জাতি রক্ষা পাবে। এর ফলে প্রশাসন ও জনগণ একাগ্রচিত্তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারবে। সর্বোপরি আল্লাহ্র বিধান মেনে চলার কারণে দেশে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ : একটি পর্যালোচনা

*কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

(জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী সংখ্যার পর)

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন অনুচ্ছেদের ২য় ও ৩য় লাইনে বলা হয়েছে, 'পঞ্চম শ্রেণী শেষে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে'। ইতিমধ্যে এ পদ্ধতি চালু হয়ে গেছে। বাস্তবে দেখা গেছে, মাদরাসা শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ বিষয় আরবী ও ধর্মীয় শিক্ষার নম্বর থাকছে মাত্র ২০। আর বাকিটা থাকছে সাধারণ বিষয় থেকে। যার কারণে অধিকাংশ মাদরাসা ছাত্র সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হচ্ছে। এটা মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বৈ কিছু নয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে বলা হয়েছে, 'নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে'। অন্যদিকে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'দশম শ্রেণী শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এর নাম হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা'।

উপরোক্ত পয়েন্ট দু'টো স্ববিরোধী ও পরস্পর সাংঘর্ষিক। কেননা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে বলা হ'ল, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর হিসাবে বিবেচিত হবে। অথচ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন অনুচ্ছেদে বলা হ'ল, দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, এর নাম হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাধ্যমিক স্তরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয় কিভাবে? এটা একটি হাস্যকর বিষয় নয় কি? আর পরীক্ষা যদি বর্তমান ধারার মত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক দু'টোই হয় তাহ'লে এই হযবরল অবস্থার উদ্দেশ্যটা কি? বা এতে নতুনত্বের কারিশমাই বা কি?

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক :

অত্র অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিনটি ধারা থাকবে, সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি'। শিক্ষা ধারা বিভক্ত করা এটা আমাদের রীতি নয়, বৃটিশদের রেখে যাওয়া রীতি। এদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থা সবই চলছে বৃটিশদের নীতি ও রীতির অনুসরণে। তাদের মূলনীতি ছিল 'বিভক্ত কর ও শাসন কর'। এ লক্ষ্যে তারা সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা নামে প্রথমে শিক্ষাকে দু'ভাগ করে। সাধারণ শিক্ষাকে তারা পুরোপুরি সেক্যুলার অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ করে ঢেলে সাজায়। এতে তাদের চিন্তা-চেতনায় এমনকি চেহারায় ও পোশাকে আমূল পরিবর্তন আসে। ইসলামের নাম নেওয়া এমনকি নিজেদের 'মুসলিম' পরিচয়কেও তারা সংকীর্ণতা বলে ভাবতে থাকে। এই অবস্থা আজও অব্যাহত আছে বৈকি? তারপর ধর্মীয় শিক্ষিতরা যাতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হ'তে না পারে সেজন্য মাদরাসা শিক্ষাকে দু'ভাগে ভাগ করে। একটি হ'ল, সরকারী সিলেবাসভুক্ত ও সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত আলিয়া মাদরাসা এবং আরেকটি জনগণের স্বেচ্ছাকৃত দানে প্রতিষ্ঠিত কওমী মাদরাসা। দু'ধরনের মাদরাসায় শিক্ষাদান পদ্ধতি ভিন্ন হওয়ায় তাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হ'তে থাকে। এভাবে একই পিতার তিনটি ছেলে তিনমুখী হয়ে পড়ে। যা মুসলিম সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে এবং তা ইংরেজদের উদ্দেশ্য হাছিলে সহায়ক হয়। এই বিভক্তিকে হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত করে দেওয়ার জন্য তারা মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাসে কুরআন ও হাদীছকে গৌণ রেখে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের ফিকহকে পাঠ্যসূচীভুক্ত করে দেয়। যার এমন পৃষ্ঠা পাওয়া যাবে না, যেখানে একই বিষয়ে বিভিন্ন মাযহাবের বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ না আছে। ফলে ছাত্রদের তরুণ মনে এগুলো দারুণ প্রভাব বিস্তার করে এবং ইসলামকে তারা একটি ঝগড়ার ধর্ম বলে ভাবতে থাকে। ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা আলিয়া মাদরাসা (পরবর্তীতে সেটি হয় ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদরাসা)। হাস্যকর হ'লেও সত্য যে, এ মাদরাসার পর পর ২৬ জন অধ্যক্ষ ছিলেন ইংরেজ নাছারা। এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ড. এ স্প্রেঙ্গার (১৮৫০-৫৭)। সর্বশেষ ইংরেজ অধ্যক্ষ ছিলেন আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লি (১৯১১-২৩ ও ১৯২৫-২৭)। ১৮৫০ সালে প্রথম অধ্যক্ষ নিয়োগের পূর্বে (১৭৮০-১৮৫০) ক্যালকাটা মাদরাসার প্রধান নির্বাহীর পদবী ছিল সেক্রেটারী। সেক্রেটারীও হ'তেন ইংরেজ। ক্যাপ্টেন আয়রন ছিলেন প্রথম সেক্রেটারী। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসার নির্বাহী প্রধান ইংরেজ নাছারা। এখান থেকেই বুঝা যায় যে, তারা শিক্ষা ব্যবস্থা বিভক্ত করেছিল তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে। ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে গেলেও আজও আমরা তাদের রেখে যাওয়া শিক্ষানীতি অনুসরণ করে তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছি। মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক হিসাবে যে সকল বিষয়ের নামোল্লেখ করা হয়েছে, তাতে ধর্মীয় শিক্ষার কোন বিষয় নেই। এতে বুঝা যাচ্ছে, পুরো মাধ্যমিক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে থাকবে না। যার ফলে এ স্তর থেকে ধর্ম বিবর্জিত নাস্তিক প্রজন্মেরই আগমন ঘটবে। কোন আস্তিক ধার্মিক প্রজন্ম নয়।

মাদরাসা শিক্ষা

মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে শুরু থেকে তৃতীয় পয়েন্ট পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা মোটামুটি ইতিবাচক। তাই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিকে এ বিষয়ে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু চতুর্থ পয়েন্টে বলা হয়েছে, 'শিক্ষার বিভিন্ন স্ত

* *প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

রে অন্যান্য ধারার সঙ্গে মাদরাসা শিক্ষায় সাধারণ আবশ্যিক বিষয় সমূহে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা'। এটি খুবই আপত্তিজনক। কেননা এতে মাদরাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বিনষ্ট হবে। ফলে মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না এবং মাদরাসাগুলো কালক্রমে স্কুলে পরিণত হবে। মাদরাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হ'লে ইসলামী ভাবধারায় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে।

মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা বলা হ'লেও কর্মকৌশলের ৩নং পয়েন্টে বলা হয়েছে, শিক্ষার অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমন্বয় রেখে ইবতেদায়ী পর্যায়ে নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয় সমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা হবে। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে। দাখিল পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান, বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয় বাধ্যতামূলক থাকবে। এখানে আবশ্যিক বিষয় সমূহের যে ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে তাতে মাদরাসা শিক্ষার মূল বিষয় সমূহ যথা- কুরআন, হাদীছ, আরবী, ফিকহ-আকাইদ ইত্যাদির নাম নেই। এসব মূল বিষয়গুলো যদি আবশ্যিক না থাকে তাহ'লে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মাদরাসা শিক্ষা ধ্বংসের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র পাকাপাকি করা হয়েছে।

২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতির মাদরাসা শিক্ষা অধ্যায়ের ২নং কর্মকৌশলে বর্তমান ফাযিল দুই বছর মেয়াদী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট ২০০৬-এর ৬-এর ২২A (4) ধারা মোতাবেক ২৭.০৩.২০০৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে ১৯৩ সভায় অনুমোদিত হয়ে ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ হ'তে ফাযিল তিন বছরের কোর্স চালু হয়েছে। অথচ আঠার সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কোন সদস্যই এ বিষয়ে কোনই খবর রাখেন না বলেই মনে হয়। আরোও আশ্চর্য লাগে এজন্য যে, উক্ত কমিটির মধ্যে একজন মাওলানা ছাহেব আছেন, যিনি সিলেট ও ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিও কি বিষয়টি অবগত নন? নাকি জাতীয় শিক্ষানীতিতে কি প্রণীত হচ্ছে এ বিষয়ে তিনি আদৌ অবগত ছিলেন না? নাকি এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য তাকে নাম সর্বস্ব সদস্য করা হয়েছিল? নাকি তিন বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ফাযিলকে আবারো দুই বছর মেয়াদী করে স্নাতকের সমমান বিলুপ্তির পায়তারা হচ্ছে?

মাদরাসা শিক্ষার কর্মকৌশলের ১নং পয়েন্টে বলা হয়েছে, বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরোও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে যাতে এ শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

নিঃসন্দেহে এটি একটি ইতিবাচক ভূমিকা। তবে ইতিবাচক ভূমিকার অন্তরালে যদি নেতিবাচক মানসিকতায় মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার কথা বলে মাদরাসার মৌলিক বিষয় সমূহের মান কমিয়ে দিয়ে আরো সাধারণ বিষয় চাপিয়ে দেয়া হয়, তবে মাদরাসা শিক্ষার স্বতন্ত্রতা ব্যাহত হবে। যা আদৌ কাম্য নয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য মাদরাসা শিক্ষার্থীগণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও খোড়া অজুহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরেজিসহ কিছু ডিসিপ্লিনের কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকেন। অথচ 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজিতে ১০০ নম্বরের প্রশ্ন তোলা হয় না। মাদরাসা শিক্ষাধারার ক্ষেত্রেও একই নীতি হওয়া উচিত। কেননা এটা দেখা গেছে যে, মাদরাসা শিক্ষার্থীরা কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'লে তারা অন্যান্য ধারার শিক্ষার্থীদের চেয়ে পিছিয়ে থাকছে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা শীর্ষস্থান অধিকার করে আসছে। আমরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাস বাণী ('সবরকম বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্য শিক্ষানীতির মৌলিক ভিত্তি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে')-এর যথাযথ বাস্তবায়ন কামনা করি।

সম্প্রতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল ও কামিলকে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমমান দেয়া হয়েছে। তার পরেও ফাযিল ও কামিল পাশ করে এম.ফিল, পিএইচ.ডি, বিসিএস সহ গবেষণামূলক উচ্চ শিক্ষার কোন সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ এ ব্যাপারে কোনই দিকনির্দেশনা দেয়া হয়নি। অতি সম্প্রতি ৩১টি মাদরাসায় ফাযিল অনার্স খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর পরেও তারা এম.ফিল, পিএইচ.ডি, বিসিএস করার সুযোগ পাবে কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' নামে জাতীয় শিক্ষানীতিতে একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি কোন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য রাখা হয়েছে এবং তার পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী কি হবে এ ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা নেই। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা নামে আলাদা অধ্যায় সংযোজন করার রহস্যটা কি এ ব্যাপারেও কিছু উল্লেখ করা হয়নি। যে স্তরে এ বিষয়টি পাঠ্য করা হবে ঐ স্তরের অধ্যায়ে এটি উল্লেখ করলেই তো যথেষ্ট ছিল। বাস্তবে এ নামের কোন বিষয়ের অস্তিত্ব নেই। আজ থেকে তিন বছর পূর্বে শিক্ষানীতি চূড়ান্ত হ'লেও আজ পর্যন্ত কোন শ্রেণীতে এটি পাঠ্য করা হয়নি। মনে হচ্ছে এটি একটি বায়বীয় বিষয়, যা শুধু শিক্ষানীতিতেই শোভা পাবে, বাস্তবে নয়।

ইসলাম ধর্ম শিক্ষা অনুচ্ছেদে ইসলামকে আংশিকভাবে তুলে ধরার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং কালেমা, ছালাত, ছাওম, যাকাত ও হজ্জের মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ শাশ্বত সার্বজনীন জীবন বিধান। জীবনের প্রতিটি সেক্টরে রয়েছে এর অনুপম কল্যাণকামী জীবন বিধান। তাই সকল বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রয়োজন ছিল।

নৈতিক শিক্ষা অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নৈতিকতার মৌলিক উৎস ধর্ম। তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং দেশজ আবহও গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নৈতিকতার মৌলিক উৎস ধর্ম এটা সত্য। আর এ সত্য উপলব্ধির জন্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। কিন্তু পরবর্তী লাইনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং দেশজ আবহকে নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলে ভাষার চাতুর্যে অধর্মকে ধর্ম হিসাবে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টার কারণে তাদেরকে ধিক্কার ও নিন্দাবাদ জানাই। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমূহ এবং দেশজ আবহ কোনক্রমেই নৈতিকতার উৎস হ'তে পারে না। একমাত্র ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পরকালীন জবাবদিহিতার ভয়ই মানুষকে নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে। আর এর মূলভিত্তি হবে কুরআন ও হাদীছ।

উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা শিক্ষাজীবনের সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এ স্তর থেকেই তৈরী হয় প্রথম শ্রেণীর নাগরিক ও জাতির কর্ণধার। যাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় দেশ, জাতি, অফিস-আদালত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়, সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীসহ দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান। এদের দ্বারাই অর্জিত হয় দেশের উন্নতি-অবনতি, সুনীতি-দুর্নীতি, সুনাম-বদনাম, সম্মান-অসম্মান, কল্যাণ-অকল্যাণ। এক কথায় দেশের ভাল-মন্দ সব কিছুই নির্ভর করে এদের কর্মকাণ্ডের উপর। সুতরাং এ স্তরের শিক্ষার গুরুত্ব অন্যান্য স্তরের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু এ স্তরের একমাত্র ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ব্যতীত অন্য কোন বিভাগে ধর্মীয় শিক্ষার কোন বিষয় আবশ্যিক তো দূরের কথা ঐচ্ছিক বা অতিরিক্ত হিসাবে নেওয়ারও কোন সুযোগ নেই। উচ্চ শিক্ষা স্তরে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীরা বস্তুবাদী ও নীতি বিবর্জিত মানুষে পরিণত হচ্ছে। তাদের মধ্যে অনাচার-অবিচার, নীতিহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কর্মজীবনে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা, দয়া-মায়া হীনতা, নির্মমতা-নিষ্ঠুরতা ও পশুত্ববোধ বেড়েই চলছে। তাদের মধ্যে স্নেহ-মায়া-মমতা, ভালবাসা, মহত্ত্ব ইত্যাদি নৈতিক গুণাবলী নেই বললেই চলে। বিপরীত পক্ষে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিবর্জিত হওয়ার কারণে শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী ও সহকর্মীর প্রতি যৌন হয়রানি, অবাধ যৌনাচার, ধর্ষণের সেঞ্চুরী এবং এ উপলক্ষে অনুষ্ঠান করে মিঠা-মণ্ডা বিতরণ, যৌন ব্যবসা ও যৌনকর্মে বাধ্য করার মত অসংখ্য ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে। মাদকতার ভয়াল স্রোতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জনপদ আজ ভাসছে। সর্বোপরি দেশে দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং নৈরাজ্য এখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এ সমস্যা নিরসনের উপায় হিসাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার কোনই বিকল্প নেই। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য উচ্চশিক্ষার সকল ক্ষেত্র ও ধারায় যেমন- মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আইন, প্রকৌশল, বাণিজ্য, মেডিকেল, সামরিক, টেকনিক্যাল প্রভৃতি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ন্যূনতম ২০০ নম্বরের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। দেশ ও জাতির শিক্ষার মান এবং জাতির চরিত্র ও নৈতিকতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এর কোন বিকল্প নেই। শতকরা ৫০ভাগ মুসলিম প্রধান দেশ মালয়েশিয়ায় শিশু শ্রেণী থেকে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ফলে মালয়েশিয়া আজ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছে। অথচ শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম প্রধান দেশ বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা সবচেয়ে অবহেলিত। ফলে আমরা আজ সর্বক্ষেত্রে অধঃপতিত।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অদ্যাবধি আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় খোলা হয়নি। অথচ নাম বিশ্ববিদ্যালয়। টেকনিক্যাল, মেডিকেল বা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার কোন নামগন্ধও নেই। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল সব অনুষদে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর হ'তে নানা মহলের ষড়যন্ত্র ও উন্মাসিকতায় তা আদৌ বাস্তবায়িত হয়নি। এমনকি ইসলামের ন্যূনতম মৌলিক জ্ঞান দেয়ার জন্য প্রতিটি বিষয়ের সাথে ২০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষা রাখা হয়েছিল। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে তা বাদ দেয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এখন ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তেমন কোনই পার্থক্য নেই। উচ্চ শিক্ষার কৌশল ১৩-এ বলা হয়েছে, সরকারী অনুদান ছাড়াও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষার্থীর বেতন ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যক্তিগত অনুদান সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভর্তি ফি ও বেতন খুবই সামান্য। অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর বেতন নির্ধারণের চেষ্টা করা হবে।

এ কৌশলের প্রস্তাবনা উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে নেতিবাচক ভয়াবহ প্রভাব ফেলবে এবং উচ্চশিক্ষা সংকোচননীতি ষোলকলায় পূর্ণ হ'তে পারে। এতে শিক্ষা বাণিজ্যও বাড়বে। মেধাবী ও গরীবদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ সুদূর পরাহত হবে। এ দেশের সাধারণ অভিভাবকদের যে আয় ও কর্মসংস্থান তা দিয়ে দু'মুঠো

খাবার যোগাড় করা যেখানে দুষ্কর, সেখানে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার বর্ধিত বেতন প্রস্তাব কিভাবে করা হ'ল বা কাদের স্বার্থে করা হ'ল? এ কৌশলের প্রস্তাবনা প্রত্যাহার করে শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয় সরকারকেই বহন করা উচিত।

উপসংহার :

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ইং ৭৬ পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিশাল নীতিমালা। এ নীতিমালার প্রাক-কথন থেকে শুরু করে এর প্রতিটি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, পয়েন্ট পর্যালোচনা করা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। এখানে কয়েকটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে মাত্র। পুরো শিক্ষানীতির সারসংক্ষেপ ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা হ'ল, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ কিছু ইতিবাচক দিক অবশ্যই আছে। কিন্তু এতে সংবিধান, জাতিসত্তা, জাতীয় বিশ্বাস-মূল্যবোধ, ঐতিহ্য-চেতনার পুরোপুরি প্রতিফলন হয়নি। যেমন- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিবর্তে অসাম্প্রদায়িকতা সংযোজন, সহজ জীবন যাপনের মানসিকতা, সমমৌলিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা, উপজাতিদের আদিবাসী বলা, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ভেঙ্গে দিয়ে হ-য-ব-র-ল করা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সকল ধারায় এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম-পাঠ্যক্রম-পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র, পরীক্ষা মূল্যায়ন ব্যবস্থা, শিক্ষকদের বদলী নীতি, ক্যাডেট ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে চরম বৈষম্যনীতি, ইংলিশ মিডিয়াম এন.জিও শিক্ষার্থীদের অনিয়ন্ত্রিত রাখা, মাদরাসা শিক্ষার মৌলিক বিষয় কমিয়ে এনে স্কুলে পরিণত করার অপকৌশল, কওমী মাদরাসার প্রতি ঔদাসীন্য, উচ্চশিক্ষায় ব্যাপক বৈষম্য ও সংকোচন নীতি এবং ব্যাপক গবেষণার পথ উন্মুক্ত না রাখা। প্রকৌশল-চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক টেকনিক্যাল শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার একেবারেই অনুপস্থিতি, তথ্য প্রযুক্তির নামে আকাশ সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণহীনতা, নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা, প্রজনন স্বাস্থ্যশিক্ষার নামে সংবেদনশীল বিষয়ে যৌন সুড়সুড়ি, কারুকলার নামে নৃত্য-অঙ্গবিক্ষেপ, যাত্রা-সিনেমা, ব্রতচারী শিক্ষা চালুকরণ। প্রতিরক্ষা ও সামরিক শিক্ষার ব্যাপারে ঔদাসীন্য, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি সম্পর্কে কোন কিছু না বলা, শিক্ষকদের সর্বোচ্চ স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রদানের ব্যাপারে কোন কিছু না বলা সহ আরো অনেক ব্যাপারে এ শিক্ষানীতিতে অপূর্ণাঙ্গতার ছাপ বিদ্যমান রয়েছে। একটি আস্তিক জাতিসত্তার শিক্ষানীতি হ'তে হবে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক গড়ার উপযোগী ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। যেহেতু মানুষ সামাজিক ও নৈতিক জীব এবং সেই নৈতিকতা শিক্ষার মৌলিক ও কার্যকর পন্থা হ'ল ধর্ম শিক্ষা। মানুষকে শুধু আইন দিয়ে নয়, বরং ধর্মভিত্তিক নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাই সর্বযুগে সর্বকালে মানুষ সভ্য হয়েছে ধর্মভিত্তিক নৈতিকতা বোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ ধর্মভিত্তিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কোন উদ্যোগ নেই বরং ধর্মভিত্তিক শিক্ষা সংকোচনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

অনেক বছর পূর্বে এ উপমহাদেশ থেকে বৃটিশ শাসনের অবসান হ'লেও আজও বৃটিশদের রেখে যাওয়া আইন-শাসন, বিচার ব্যবস্থাসহ শিক্ষা ব্যবস্থায় পুরোপুরি তাদের পদাংক অনুসরণ করা হচ্ছে। যেন লর্ড মেকলের সেই ভবিষ্যত বাণীই বাস্তবায়িত হচ্ছে। বৃটিশ গভর্ণর লর্ড মেকলে দম্ভভরে বলেছিল, We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and millions whom with we govern, a class of person, Indians in blood and colour, but English in taste, in openions, in morals and intellect. 'আমরা বর্তমানে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করব এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টির লক্ষ্যে, যারা আমাদের ও আমাদের শাসিত লক্ষ লক্ষ জনগণের মধ্যে দূত হিসাবে কাজ করবে। যারা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু রুচিতে, চিন্তা-চেতনায়, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ'।

পরিশেষে বলব, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ হযবরল বাদ দিয়ে সঠিক ও সুষ্ঠু দিক নির্দেশনা সম্বলিত কার্যকর নীতিমালা করা হোক। সেই সাথে ধর্মীয় বিষয় শিক্ষার সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক করা হোক এবং জাতিকে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন করে গড়ে তুলে দেশের কল্যাণে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করা হোক। তাহ'লে দেশ উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করবে। সমাজে বইবে প্রশান্তির হাওয়া। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী সহ দেশের ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচশত ইয়াতীম (বালক/বালিকা) বর্তমানে প্রতিপালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের জন্য দাতা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ থেকে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করুন এবং দুস্থ-অসহায় শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

টাকা প্রেরণের হিসাব নম্বর:
পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামসুল আলম**

(১৪তম কিস্তি)

ন্যায় বিচার প্রসঙ্গ

Article-10 : Every one is entitled in full equality to a fair and public hearing by and independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. 'কেউ অপরাধী বলে অভিযুক্ত হ'লে তিনি তার অধিকার এবং দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করার জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে প্রকাশ্যে বিচারের দাবী করতে পারবেন' *(অনুঃ ১০)*।

অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে আটক করা হ'লে এবং তিনি অভিযুক্ত হ'লে তার অধিকার ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করার জন্য তিনি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে প্রকাশ্যে বিচারের দাবী করতে পারবেন। এখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির যথার্থ বিচার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার প্রতি যেন কোনরূপ খারাপ আচরণ না করা হয় এবং তিনি যেন ন্যায়বিচার পান সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ২৭ ধারাতেও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বর্তমানে আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থায় উল্লেখ রয়েছে যে, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি কোন আদালতে ন্যায়বিচার পাবে না বলে মনে করেন, তবে তিনি বাংলাদেশের ফৌজদারী আইনের ৫২৬ (খ) ৫২৮ ধারা অনুযায়ী ঐ আদালত পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু এ কথা সত্য যে, আসামী নিরপেক্ষ (?) আদালতে গিয়েও যে ন্যায়বিচার পাবেন তারও কোন গ্যারান্টি নেই। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে, যেগুলো পরে আলোচনা করা হবে।

Article-11 (1) : Every one charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guitly according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence. 'কেউ অভিযুক্ত হ'লে দোষী সাব্যস্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ্য আদালতে আইনের আওতায় নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগ-সুবিধা দাবী করতে পারবেন'।

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি নিজেকে আদালতে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য সব কিছু উপস্থাপন করতে পারবে। এজন্য জামিনের ব্যবস্থা রয়েছে। তাকে কোনরূপ হয়রানি বা শাস্তি প্রদান করা যাবে না। বর্তমানে বাংলাদেশে ক্রস ফায়ারের মাধ্যমে যে হত্যা করা হচ্ছে সেগুলোও করা যাবে না। কারণ অনেক সময় নীরিহ মানুষও এর শিকারে পরিণত হ'তে পারে।

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

বর্তমানে আমাদের দেশে এই আইনের ধারাটির লংঘন বেশী দেখা যাচ্ছে।

(2). No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence under national and international law, at the time when it was committed. Non shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed. 'কেউ যদি কখনও এমন কাজ করেন যা রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে দোষণীয় নয়, তাহ'লে পরবর্তী পর্যায়ে অন্য কোন আইনের আওতায় ঐ কাজের জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। যদি ঐ সময় দোষণীয় কিছু করেও ফেলেন তবে পরবর্তী কালে ঐ দোষের জন্য তাকে পূর্বের অবস্থায় প্রাপ্য সাজার চাইতে অধিকতর সাজা দেয়া যাবে না'।

এখানে রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে ব্যক্তির কোন কাজ যদি দোষণীয় বলে প্রমাণিত না হয় এবং পরবর্তীতে যদি অনুরূপ কোন কারণে দোষী সাব্যস্ত হয় তবে পূর্বোক্ত অপরাধের কারণে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। এমনকি তার জন্য বেশী শাস্তিও দেয়া যাবে না। অর্থাৎ একটা অপরাধের শাস্তি অন্য অপরাধের মধ্যে গণ্য করা যাবে না। আমাদের দেশ সহ বিভিন্ন দেশে এ সকল আইনের অপ্রয়োগ হচ্ছে বটে।

ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ :

এ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হ'ল মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করা। মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার না থাকলে মানুষ পশুর মত হয়ে যায়। বর্তমান বিশ্বে মানব রচিত আইন ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর মনোনীত রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তাঁর বিধানকে বাস্তবায়নের জন্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ 'তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি' *(শূরা ৪২/১৫)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ 'তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার কার্য পরিচালনা করবে তখন তা ন্যায় পরায়ণতার সাথে করবে' *(নিসা ৪/৫৮)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর

সাক্ষীস্বরূপ; যদিও এটা তোমাদের নিজের অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, যদি সে সম্পদশালী বা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট। অতএব সুবিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না এবং যদি তোমরা বক্রতা অবলম্বন কর বা পশ্চাৎপদ হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ সংবাদ রাখেন' *(নিসা ৪/১৩৫)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوْا اعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, এটা তাক্বওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন' *(মায়েদা ৫/৮)*।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَـى 'যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায় কথাই বলবে, তোমার নিকট আত্মীয় হ'লেও' *(আন'আম ৬/১৫২)*।

ন্যায়বিচার সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِـصَاصٌ 'আমরা তাদের জন্য এতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ কিছাছ (যখম)' *(মায়েদাহ ৫/৪৫)*।

আল্লাহ তাঁর বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করার জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর যারা তার বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না কুরআন মাজীদে তাদেরকে কাফির, যালিম ও ফাসিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে *(মায়েদাহ ৫/৪৫-৪৭)*।

ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে অসংখ্য নযীর পাওয়া যায়। একদিন অভিজাত বংশের ফাতিমা নাম্নী এক নারী চুরি করে বসল। উসামা (রাঃ) তাকে মাফ করে দেওয়ার সুপারিশ করলে মহানবী (ছাঃ) কঠোর ভাষায় বললেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি সমূহ এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের সাধারণ লোকরা চুরি করলে শাস্তি কার্যকর করত। কিন্তু অভিজাত লোকরা চুরি করলে তাদের কোন শাস্তি দিত না। সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।[১]

১. বুখারী হা/৩৭৩৩, মুসলিম হা/১৬৮৯।

ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিচারকদের উদ্দেশ্যে ওমর (রাঃ) বলেন, وعلى القاضي أن يتحرى الحق فيبتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش فكره فلا يقضي أثناء الغضب الشديد أو الجوع المفرط أ و الهم المقلق أو الخوف المزعج أو النعاس الغالب أو الحر الشديد أو البرد الشديد أو شغل القلب شغلا يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق. 'বিচারকের উচিত হক অনুসন্ধান করে ঐ সকল বিষয় থেকে দূরে থাকা যা তার চিন্তাকে এলোমেলো করে দেয়। কাজেই কঠিন ক্রোধ, তীব্র ক্ষুধা, চিন্তা, অস্থিরকারী ভয়, তন্দ্রা, কঠিন গরম বা তীব্র শীত, এমন মানসিক অবস্থা যা সঠিক ও সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি থেকে বিরত রাখে এ সকল অবস্থায় বিচারক বিচার করবেন না'।[২]

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْقُـضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّـةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّـارِ 'বিচারক তিন শ্রেণীর। তন্মধ্যে দু'শ্রেণীর বিচারক জাহান্নামী এবং এক শ্রেণীর বিচারক জান্নাতী। যিনি জান্নাতে যাবেন তিনি হলেন ঐ বিচারক, যিনি হক বুঝে সে অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করেন। দ্বিতীয় প্রকার ঐ বিচারক, যিনি সত্যকে জানেন কিন্তু বিচার-ফায়ছালায় যুলুম করেন, তিনি জাহান্নামী। তৃতীয় প্রকার বিচারক তিনি, যিনি অজ্ঞতার উপর মানুষের বিচার-ফায়ছালা করেন, তিনি জাহান্নামী'।[৩]

বিচারকগণের কোন রায় প্রদানের সময় রাগান্বিত হ'লে চলবে না। যেমন হাদীছে এসেছে, আব্দুর রহমান বিন আবু বাকরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকরা (রাঃ) তাঁর ছেলেকে লিখে পাঠালেন- তখন তিনি সিজিস্তানে অবস্থান করছিলেন- তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দু'ব্যক্তির মাঝে বিচার-ফায়ছালা করবেন না। কেননা আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ 'কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা না করে'।[৪]

ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে বিচারকের আচরণ যেমন হওয়া উচিত :

(ক) মোকদ্দমার বিবরণ শান্ত মেযাজে ও গভীর মনোনিবেশের সাথে শ্রবণ করা।

(খ) বাদী ও বিবাদীকে সম্মুখে বসানো।

২. ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৪০০ 'বিচার' অধ্যায়; উমার ইবনুল খাত্ত্বাব, পৃঃ ৩০৭।
৩. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৩৫, সনদ ছহীহ।
৪. বুখারী হা/৭১৫৮।

(গ) বাদী ও বিবাদী কোন পক্ষের সাথে পক্ষপাতমূলক আচরণ না করা, যাতে অন্য পক্ষের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

(ঘ) সাক্ষীগণের সাথে এমন আচরণ না করা, যাতে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যথার্থ সাক্ষ্য প্রদানে অক্ষম হয়ে পড়ে।

(ঙ) বাদী-বিবাদী কোন পক্ষকে ভীত-সন্ত্রস্ত না করা।

(চ) প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন পক্ষ কর্তৃক প্রভাবিত অথবা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কিংবা অন্যের আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক মোকদ্দমার রায় প্রদান না করা।

(ছ) মোকদ্দমার রায় ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত তা একান্তভাবে গোপন রাখা।

(জ) আদালতের বিচারকার্যের আগে সংশ্লিষ্ট কার্য ব্যতীত অন্য কোন কাজ না করা।

(ঝ) কর্কশ ভাষী, নিষ্ঠুর বা উৎপীড়ক না হওয়া।

(ঞ) ক্রোধান্বিত, ক্ষুধার্ত ও ঘুম জড়িত, তন্দ্রাচ্ছন্ন অথবা ব্যক্তিগত কারণে অস্থির বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় বিচারকার্য পরিচালনা না করা।

(ট) যতক্ষণ পর্যন্ত শান্ত মনে ও নিবিষ্টচিত্তে বিচারকার্য পরিচালনা করা সম্ভব, ততক্ষণ বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং বিরক্তি বা শ্রান্তিবোধ হ'লে বিচারকার্য মুলতবী করা।

(ঠ) স্বীয় আত্মীয়-স্বজন পরস্পরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করলে তাড়াহুড়া না করে তাদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা করা।

(ড) ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত না হওয়া।

(ঢ) বাদী-বিবাদী কারো নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ না করা।

(ণ) আত্মীয় ব্যতীত কারো নিকট হ'তে কোন উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ না করা।

(ত) কোন জানাযায় শরীক হ'লে এবং রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তথায় বেশীক্ষণ অবস্থান না করা; রুগ্ন ব্যক্তি বাদী বা বিবাদী হ'লে তাদেরকে দেখতে না যাওয়া।

(থ) বাদী বা বিবাদীর কোন আহার্যের দাওয়াত গ্রহণ না করা।

(দ) একনিষ্ঠভাবে শরী'আতের অনুসরণ করা।

(ধ) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, যোগ্যতা ও সততার প্রতীক হওয়া, যাতে লোকেরা তার প্রতি আস্থাশীল হয়।

(ন) জনগণের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং নিজ কর্মচারীগণকেও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া।[৫]

উল্লেখ্য, ওমর (রাঃ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-কে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন,[৬] উপরোক্ত বক্তব্যগুলো তারই সারাংশ।

পর্যালোচনা :

জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ১০ ও ১১ নং ধারার আলোকে ন্যায়বিচার বিষয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে সে ব্যাপারে ইতিপূর্বে জাতিসংঘ সনদের ৫, ৬ ও অন্যান্য ধারাতে প্রসঙ্গতঃ কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে। তবে আলোচ্য ১০নং ধারাতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায়বিচার পাবার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা বিচারকের শরণাপন্ন হওয়ার প্রতি তাকীদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত আদালতের বিচারককের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ন্যায়বিচার পাবেন বিধায় সে সকল আদালতের আশ্রয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে। তাহলে এর দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, বর্তমানে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে আদালত রয়েছে তার সবগুলো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নয়। কারণ জাতিসংঘের এই সনদে 'স্বাধীন ও নিরপেক্ষ' শব্দগুলো যোগ করে সনদটিকে প্রথমেই বিতর্কিত ও দুর্বল করে তোলা হয়েছে। আরো প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সকল আদালত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নয়।

পক্ষান্তরে ইসলামী আদালতে এ সকল বিশেষণবাচক অতিরিক্ত শব্দ যোগ করার কোন প্রয়োজন পড়ে না। কারণ ইসলামী আদালত বলতে বুঝায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা। এখানে কম-বেশী করার কারো কোন সুযোগ নেই। তবে যুগসন্ধিক্ষণে যে সমস্যার সমাধান কুরআন-হাদীছে সরাসরি পাওয়া যায় না তখন ইসলামী জ্ঞানে পণ্ডিতগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে[৭] তার সমাধান দিতে পারেন। কারণ ইসলামে ইজতিহাদের দরজা কিয়ামত অবধি খোলা রয়েছে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত। মানবাধিকার সনদের ১০ ধারায় উল্লেখ রয়েছে, একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি 'স্বাধীন ও নিরপেক্ষ' আদালতে ন্যায়বিচারের দাবী করতে পারবেন। কিন্তু এখানে একথার কোন গ্যারান্টি নেই যে, উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃত ন্যায়বিচার পাবেন কি-না? তবে এ কথা সত্য যে, মানব রচিত বিধানানুযায়ী এই আইনে ন্যায়বিচার পাবে না। কারণ এর পদ্ধতি, প্রণয়ন ও প্রয়োগে রয়েছে প্রচুর ভুল।

প্রচলিত এই আইন পরিবর্তনশীল, সংশোধনযোগ্য এবং এর ব্যবহার যথার্থ নয়। ভারতে ১৯৫০ সালে তাদের সংবিধান চালুর পর থেকে ৩ জানুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত ৯৮ বার[৮], মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দু'শ বছরে (১৯৮৭ পর্যন্ত) ৩০ বার এবং মাত্র ৪৩ বছরে বাংলাদেশ সরকার ১৫ বার সংবিধান সংশোধন করেছে। তবু যেন ন্যায়বিচার কিভাবে প্রতিষ্ঠা পাবে, কিভাবে সমাজে শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসবে তাতে হালে পানি পাচ্ছে না। যেমন- গত ৬ মার্চ ২০১৪ সংসদের নির্ধারিত প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন, বিগত মহাজোট সরকারের পাঁচ বছরে ২৬ জন ফাঁসির দণ্ড পাওয়া আসামীর সাজা মওকুফ করেছেন রাষ্ট্রপতি। ২০০১ সাল থেকে দণ্ড মওকুফ প্রাপ্ত মোট ৩৩ জনের মধ্যে আওয়ামীলীগ আমলে ২৬ জন, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ২ জন এবং এক-এগারোর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে আরো দুই ব্যক্তির ফাঁসির দণ্ড মওকুফ করা হয়। বাকী ৩

৫. গাজী শামছুর রহমান, মাওলানা উবাইদুল হক (প্রমুখ), বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, জুন ১৯৯৬), পৃ. ২২১-২২২।

৬. দারাকুৎনী হা/৪৫২৪; ইবনু তাইমিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৬/৩৭।

৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৩২।

৮. তাওহীদের ডাক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৪, পৃঃ ২৫।

জনের সাজা মাওকুফ অথবা কমানো হয়েছে।[৯] বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৯ ধারা বলে রাষ্ট্রপতি তা মওকুফ করতে পারেন। প্রকৃত অর্থে প্রেসিডেন্ট মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের কোন দণ্ড মওকুফ করেন না; বরং মওকুফ করেন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে অথবা দলীয় স্বার্থে। পক্ষান্তরে ইসলামী বিধানে এইভাবে অপরাধীদের শাস্তি মওকুফ করার কোন এখতিয়ার নেই। পদ্ধতি যা রয়েছে তাহ'ল মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী অথবা যে কোন দণ্ডপ্রাপ্ত অসামীকে দণ্ড মওকুফ করতে পারে একমাত্র মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়। কোন দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী অথবা অন্য কেউ নয়। যার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই সঊদী আরবের শরী'আহ ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থায়। কিছুদিন পূর্বে সঊদী আরবে জনৈক মিশরীকে হত্যার দায়ে ৮ বাংলাদেশীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হৈ চৈ পড়ে যায়। তাদেরকে দণ্ড মওকুফের জন্য বাংলাদেশ সরকার দৌড়ঝাপ শুরু করলে সঊদী বাদশাহ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আমাদের করার কিছুই নেই। শারঈ বিধানুযায়ী যদি মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় দণ্ড মওকুফ করে দেন, তাহ'লেই তা করা সম্ভব অন্যথা নয়। বাদশাহ নিহত মিশরীর স্ত্রীর নিকট পত্র দিলে তিনি জানিয়ে দেন 'আমি মৃত্যুদণ্ড (কিছাছ) মওকুফ করব না'। অবশেষে ৮ বাংলাদেশীকে মৃত্যুদণ্ড থেকে কেউ রক্ষা করতে পারেনি। বাংলাদেশও যদি এই শিক্ষা গ্রহণ করত তাহ'লে এদেশের সমাজ ব্যবস্থাও উন্নত হ'ত। কিন্তু বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হয়েও আমরা শরী'আহ ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা চালু করতে পারিনি। শুধু তাই-ই নয়, প্রচলিত আইনের ফাঁক ফোঁকরে প্রকৃত অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অসহায়-নিরীহ জনসাধারণ। যার হাযারো উদাহরণ রয়েছে বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায়। আবার মামলার দীর্ঘসূত্রতা ন্যায়বিচারকে ব্যাহত করে। এদেশে বিচারাধীন বহু মামলা পড়ে আছে। একটি রিপোর্ট দেখলে বুঝা যাবে, আমাদের দেশের আইন-আদালতের কি ভয়ংকর অবস্থা। এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১লা জানুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১৯ লাখ ৪২ হাযার ১৮৩ টি। এর মধ্যে সুপ্রীম কোর্টে আপীল বিভাগে ৯ হাযার ১৪১ টি ও হাইকোর্টে ৩ লাখ ১৩ হাযার ৭৩৫টি, যেলা ও দায়রা জজ আদালত সহ অন্যান্য ট্রাইবুনালে ৮ লাখ ৪৮ হাযার ৪৪২টি এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৭ লাখ ৭০ হাযার ৮৬৫টি মামলা রয়েছে। বলা হয়েছে, নতুন মামলা না হ'লে এগুলো শেষ হ'তে ৪-৬ বছর সময় লাগবে।[১০] আর একটি রিপোর্টে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বর্তমানে বিচার ব্যবস্থায় মামলার জট ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, ফৌজদারী আদালতে প্রায় ২০ লাখের মত মামলা জমে আছে। কোন কোন মামলা নিস্পত্তি হ'তে পাঁচ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত লাগছে। ফলে বিচার প্রার্থীদের টাকা ও সময় দু'টিই অধিক ব্যয় হচ্ছে।[১১] বিচার বিলম্বিত হ'লে বিচারপ্রার্থীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন বলা হয়, Justice delayed is justice dinied অর্থাৎ 'বিচার বিলম্বিতকরণ অর্থ ন্যায়বিচার অস্বীকার করা'। দেশে এর কোন প্রতিকার নেই। এটাই আমাদের দেশের বিচার বিভাগের অবস্থা। কিন্তু ইসলামে এর কোন সুযোগ নেই।

অপর একটি রিপোর্টে দেখা যায়, ২০০১-২০০২ এ দেশের জেল কাস্টুডিতে কারাদণ্ড প্রাপ্ত ৩০ জন, আটকাদেশ প্রাপ্ত ৮৭ জন এবং পুলিশ কাস্টুডিতে ৯ জন মারা যায়।[১২]

প্রচলিত এই আইন ব্যবস্থার কবল থেকে শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না। যেমন শেরপুরের অতিরিক্ত চীপ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ায় বাবা-মায়ের কোলে ১০ বছরের শিশু আব্দুল হাকীম। সে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। উল্লেখ্য, আব্দুল হাকীমকে পূর্বশত্রুতার জের ধরে ২০ বছর বয়স দেখিয়ে ২ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঝিনাইগাতী থানায় নিয়মিত মামলা হিসাবে রেকর্ড করা হয়।[১৩]

বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলেও প্রচলিত আইন যে অচল তা সহজে বুঝা যাবে। যেমন এক রিপোর্টে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ২৫৭০ জন রয়েছে যুবক। এর মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার কারাগারে রয়েছে ৩০১ জন। এদের সকলেই খুনের মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত। তবে সম্প্রতি হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এসব অপরাধীদের অধিকাংশ প্রকৃত অর্থে খুনী নয়।[১৪] আর এক রিপোর্টে প্রকাশ, ৩০ বছর পর প্রমাণিত হয়েছে প্লেন ফোর্ড নামে ফাঁসির আসামী আসলেই নির্দোষ। যুক্তরাষ্ট্রে লুই জানার কারাগারে যিনি ৩০ বছর সাজা খেটেছেন। তার বর্তমান বয়স ৬৪ বছর।[১৫]

তাহ'লে বুঝা যাচ্ছে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নামে দেশ-বিদেশে কত বেআইনী শাসন ও অন্যায় বিচার করে যাচ্ছে মানুষ। কে ওদের বিচার করবে?

উল্লেখ্য, বৃটিশেরা ১৭৭২ সালে এদেশে যে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত গঠন করেছিল এখনও বাঙ্গালীদের মধ্যে সেই ভ্রান্ত বিচার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ফলে এদেশের মানুষেরা যেমন ন্যায়বিচার পাচ্ছে না, তেমনি ভোগান্তির শিকারে পড়ছে লাখো লাখো বনু আদম। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে চলে এদেশের আদালতে জমি-জমার মামলা। দেখা যায়, পক্ষগণ মারা গেছেন, তার পরবর্তী বংশধরও সে মামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তবু তা শেষ হচ্ছে না। এতে সর্বশান্ত হচ্ছে হতভাগারা। দেশের সেরা জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকগণও মানব রচিত বৃটিশের এই কালো আইন থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না। অথচ এই আইনকে সমর্থন দিয়ে যায় যখন যে সরকার আসে তারা। কেউ কেউ বস্তাপঁচা এই আইনকে সংশোধন করার কথা বললেও এক শ্রেণীর স্বার্থবাদী মন্ত্রী, এমপি, আমলা, ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক

৯. প্রথম আলো, ৬ মার্চ ২০১৪, পৃঃ ২।
১০. দৈনিক সোনালী সংবাদ, রাজশাহী ২১.৩.২০১১।
১১. প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০১৪, পৃঃ ৪।
১২. Human Rights in Bangladesh, Dhaka, 2002, P. 162.
১৩. মানবাধিকার ও আইন আদালত সম্পর্কিত পাক্ষিক পত্রিকা 'আইন', (ঢাকা: সেপ্টেম্বর ২০১২), পৃঃ ৫।
১৪. মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০১২, পৃঃ ৪৪।
১৫. দৈনিক ইনকিলাব, ১৩.০৩.১৪, পৃঃ ১।

ব্যক্তি এগুলো সংশোধন হোক চায় না। কারণ একটাই উদ্দেশ্য তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করা।

পক্ষান্তরে ইসলামী আদালতে আইনের অপব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। কারণ এই আদালতে যারা থাকেন এবং যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই মহা বিচারক আল্লাহকে ভয় করেন। তারা শুধু দুনিয়াতে আমীর বা খলীফার ভয়ে নয়; পরকালে জাহান্নামের ভয়ে সর্বদা তটস্থ থাকেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের বাইরে ঐ সকল মানুষ কিছুই করতে পারেন না। আর এজন্যই সেখানে ন্যায়বিচার আশা করা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিধর উন্নত রাষ্ট্রের দিকে তাকালে সহজে অনুমান করা যায় তারা কিভাবে বিশ্ববাসীর ওপর বিশেষ করে মুসলিম জাহানে অন্যায় বিচার-যুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সনদের ১০ ধারার আলোকে আদালতে আশ্রয় নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার ন্যায্যবিচার পায় না, যেটা পায় ইসলামী আদালতে।

একইভাবে জাতিসংঘ সনদের ১১ ধারার ক উপধারায় যা বলা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত অর্থ হ'ল যে, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগ পাবে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি আদালতে তার আইনজীবী নিয়োগ দিতে পারবে, জামিন পেতে পারে এবং রায়ের পূর্ব পর্যন্ত কাউকে দোষী সাব্যস্ত এবং কোনরূপ পুলিশী হয়রানি করতে পারবে না ইত্যাদি। আর ইসলামী বিধানে প্রথমেই উল্লেখ রয়েছে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ তথ্য প্রমাণাদি না পেলে তাকে যেমন আটক রাখা যাবে না অথবা যুক্তিসংগত কিছু পেলেও কোন উকিল/আইনজীবী ছাড়াই আসামী নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করবে। এখানে অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব অভিযোগকারীর। সাক্ষ্য-প্রমাণ না পেলে তাৎক্ষণিক আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখানে কোন ওযর-আপত্তির সুযোগ নেই। এটাই ইসলামী বিচার পদ্ধতি। প্রচলিত আইনে ঘুষ, দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে, যা কেবল আমাদের দেশে নয়, অন্যান্য দেশেও বিদ্যমান। আমাদের এখানে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। এখানে প্রচলিত আইনে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করতে হ'লে কত বছর, যুগ পার হয়ে যাচ্ছে তার কোন হিসাব নেই। এতে সংশ্লিষ্টদের জীবন-সংসার সবই শেষ করে দেয়া হচ্ছে।

১১ (খ) উপধারার আলোকে রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে দোষণীয় না হ'লে কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। যদি পরবর্তীতে ঐ কাজের জন্য তার প্রমাণও পাওয়া যায়, তবে তার জন্য অতিরিক্ত কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। সাধারণত রাজনৈতিক ব্যক্তি ও রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই আইনটির ব্যবহারগত দিক ফুটে উঠে। এখানে কোন দেশের রাজনৈতিক অপরাধী বা রাষ্ট্র কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তিকে বিশ্বের যেকোন দেশ ঐ ব্যক্তি দোষী হৌক আর না হৌক নিজেদের স্বার্থে তাকে আশ্রয় দিতে পারে। অথবা দেশ থেকে ঠেলে দিতে পারে। কি সুন্দর আইন? অথচ বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশে এ রাজনৈতিক আইনের খেল-তামাশার চিত্র দেখা যায়।

এখানে এ ধারাকে যে কোন ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রপক্ষ সুযোগ মত কাজে লাগায়। যখন কোন সরকার মনে করেন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিককে জেলে প্রবেশ করানো অথবা দেশের বাইরে পাঠানো দরকার, তখন তারা তা করেন এ আইনের অপব্যবহার করে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। একইভাবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলেও সহজে অনুমান করা যায় যে, কিভাবে মানরচিত এইসব আইনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানো হচ্ছে। পক্ষান্তরে ইসলামে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের এ সকল ধারাগুলো যে রচিত হয়েছে আসলে তার কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে ও স্পষ্টতা নেই। নেই কোন স্থায়ীত্ব। সামান্য কিছু ভাল দিক থাকলেও তার যে ত্রুটি রয়েছে সে সুযোগে ব্যক্তি, জাতি-গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রপক্ষও কখনও কখনও সেটাকে অসদুদ্দেশ্যে কাজে লাগায়। একইভাবে কাজে লাগাচ্ছে আন্তর্জাতিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোও। তাই বলা যায় যে, এই আইনের কোন স্থিতিশীলতা যেমন নেই, তেমনি নেই এর প্রতি কারো আস্থা। কারণ এই জরাজীর্ণ আইনের ফাঁক ফোঁকরে পড়ে সাধারণ মানুষেরা সর্বস্ব হারিয়ে ফেলছে। লাখ লাখ মানুষ ভিটে-মাটি হারিয়ে পথে বসেছে। কত মানুষ জেল-যুলুমের শিকার হয়েছে, কত মানুষের অকাতরে জীবন হারিয়েছে, কত শত-সহস্র মানুষ বিনা দোষে জেল খাটছে তার ইয়ত্তা নেই। পক্ষান্তরে ইসলামী বিধানে এর কোন সুযোগ নেই এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইসলামী আইন অপপ্রয়োগেরও কোন সুযোগ নেই। এ বিধানের কোন বিকৃতি নেই, নেই কোন সংশোধন। এটা আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ চিরন্তন বিচারিক বিধান। যার মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় এবং এটাই সমাজে সুখ-শান্তির একমাত্র গ্যারান্টি।

[চলবে]

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বওমী মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই এবং ডাঃ জাকির নায়েকের বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ ছুটির দিনগুলিতেও লাইব্রেরী খোলা থাকে।

যোগাযোগ

আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস
মাদরাসা মার্কেট (মসজিদের সামনে)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল

*আবদুল্লাহ বিন আবদুর রাযযাক**

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না *(বাক্বারাহ ২/২৮৫)*। মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা রাসূলদের মাঝে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না। তিনি আরো বলেন, যে বলে আমি ইউনুস বিন মাত্তা চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে মিথ্যুক- ইত্যাদি হাদীছগুলো দিয়ে অনেকেই আম জনসাধারণের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করছে যে, সকল রাসূল মর্যাদাগতভাবে সমান এবং আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মনে করা একটি ভ্রান্ত আক্বীদা *(নাউযুবিল্লাহ)*।

যেহেতু এই দলীলগুলো আপাতদৃষ্টিতে তাদের মতকে সমর্থন করে, সেহেতু অনেকেই এর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। তাই পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী আলোচ্য প্রবন্ধে এই আয়াত ও হাদীছগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হওয়া নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল :

সকল নবীর ফযীলত মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমত, সকল নবীকে এমন কিছু ফযীলত দেয়া হয়েছে, যা অন্য নবীদেরকেও দেয়া হয়েছে। যেমন মূসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। তেমনি মি'রাজে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথেও তিনি কথা বলেছেন। দ্বিতীয়ত, কতিপয় নবীকে এমন কিছু ফযীলত দেয়া হয়েছে, যা অন্য নবীদেরকে দেয়া হয়নি। কিন্তু এই ফযীলত তাঁর অন্য নবীদের উপর শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ বহন করেনা। এই রকম ফযীলত আমাদের নবীসহ অন্য অনেক নবীকেই দেয়া হয়েছে। যেমন ঈসা (আঃ)-কে বিনা পিতায় সৃষ্টি করা তার জন্য খাছ ফযীলত, যা অন্য নবীদেরকে দেয়া হয়নি।

এজন্য আমি রাসূল (ছাঃ)-এর এই ধরনের ফযীলত নিয়ে আলোচনা করব না। আজকের আলোচনাতে মূলত রাসূল (ছাঃ)-এর ঐ সমস্ত ফযীলতের আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ, যা তাঁর অন্য নবীদের উপর শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

কুরআন থেকে দলীল :

১. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, যাদেরকে মানুষদের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে বাঁধা প্রদান করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করবে। যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হ'ত। (অর্থাৎ তারা এই শ্রেষ্ঠ উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত)। তাদের মধ্যে কিছু মুসলমান এবং অধিকাংশই ফাসেক' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা রাসূলদের মাঝে পার্থক্য করিনা মর্মে লিখিত একটি বইয়ে বলা হয়েছে যে, এখানে তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত বলে শুধু রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মাত উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রত্যেক উম্মাতের মুমিনগণ উদ্দেশ্য।

আসুন আমরা দেখি সালাফে ছালেহীন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উম্মাত বলতে কোন উম্মাত উদ্দেশ্য নিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এই বইয়ে সম্পূর্ণ আয়াত উল্লেখ করা হয়নি। শুধু আয়াতের প্রথম অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। যদি আমরা সম্পূর্ণ আয়াত পড়ি এবং আয়াতের আগের ও পিছনের আলোচনা- যাকে আরবীতে সিয়াক ও সাবাক বা পূর্বাপর সম্পর্ক বলা হয়- দেখি, তাহলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, আল্লাহ উম্মাত দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে বুঝিয়েছেন। কেননা আল্লাহ আয়াতের সাথেই এটা বলেছেন যে, যদি আহলে কিতাব ঈমান নিয়ে আসত তাহলে তাদের জন্য কল্যাণ হত। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, তারা এই শ্রেষ্ঠ উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই আয়াতের পরেই আল্লাহ ইহুদী সম্প্রদায়কে অভিশপ্ত সম্প্রদায় বলেছেন। এর দ্বারাও বুঝা যায় তারা শ্রেষ্ঠ উম্মাত নয়। এর পরেও আমরা হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যা পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (ছাঃ) থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেখানে স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করছেন এভাবে- إِنَّكُمْ تُتِمُّوْنَ سَبْعِيْنَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ 'তোমরা উম্মতের সংখ্যা সত্তর পূর্ণ করছ। তোমরাই এই সত্তর উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে সম্মানিত'।[১৬]

এবার আমরা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সালাফে ছালেহীনের কথা দেখব। এই আয়াত পেশ করার পর ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তারা সকল উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠ। তাই তিনি বলেছেন, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত যাদেরকে মানুষদের জন্য বের করা হয়েছে'।[১৭] এরপর ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন,

وإنما حازت هذه الأمة قَصَبَ السَّبْق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرفُ خلق الله أكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يُعْطه نبيًّا قبله ولا رسولا من الرسل-

'এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হচ্ছে, এই উম্মতের রাসূল শ্রেষ্ঠ। কেননা তিনি আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে সম্মানিত

* দাওরায়ে হাদীছ (শেষ বর্ষ), দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

১৬. তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২৮৫, সনদ হাসান।
১৭. ইবনু কাছীর ২/৯৩, আলে ইমরান ১১০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

এবং নবীদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত। আল্লাহ তাঁকে এমন পূর্ণ শরী'আত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যা তাঁর পূর্বে অন্য কোন নবী-রাসূলকে দেননি।[১৮] ইবনে কাছীর (রহঃ)-এর এই কথা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এখানে উম্মত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদিয়া উদ্দেশ্য এবং এর শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হচ্ছে, এই উম্মতের নবী (ছাঃ) সকল নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাসূল।

এরপর ইবনে কাছীর (রহঃ) দলীল হিসাবে একটি হাদীছ পেশ করেন, وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأَمَمِ 'আমার উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত করা হয়েছে'।[১৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী (রহঃ) তাঁর বিশ্বসেরা তাফসীর গ্রন্থে বলেন, يَتَضَمَّنُ بَيَانَ حَالِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْفَضْلِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْأُمَمِ 'এই আয়াত উম্মতে মুহাম্মাদিয়া অন্য উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ের আলোচনাকে শামিল করেছে'।[২০]

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর তাফসীরে জালালাইনে এই আয়াতে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, كُنْتُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِيْ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى خَيْرَ أُمَّةٍ 'তোমরা হে উম্মতে মুহাম্মাদী! আল্লাহ্র জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ উম্মত'।

এই আয়াতের তাফসীরে প্রায় সকল সালাফে ছালেহীন এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ হওয়ার অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন, এই উম্মতের সত্তর হাযার মানুষ বিনা হিসাবে জন্নাতে যাবে।[২১]

মোদ্দাকথা, উম্মতে মুহাম্মাদী সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। কেননা তাদের নবী সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। এখন কেউ যদি সালাফে ছালেহীন ও রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যাখ্যা থেকে সরে এসে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করে তাহলে তাঁর হিসাব আল্লাহ্র কাছে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠ হওয়া থেকে কিভাবে সাব্যস্ত করা যায়, মুহাম্মাদ (ছাঃ) শ্রেষ্ঠ রাসূল? এর উত্তরে বলা যায়, উম্মতের শ্রেষ্ঠ হওয়ার সাথে সেই উম্মতের নবীর শ্রেষ্ঠত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই জিনিসটা বুঝার জন্য আমরা কয়েকটি হাদীছ পেশ করতে চাই। মি'রাজের রাত্রে যখন মুহাম্মাদ (ছাঃ) মূসা (আঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মূসা (আঃ) কাঁদছিলেন। তাকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, أَبْكِيْ لِأَنَّ غُلاَمًا بُعِثَ بَعْدِيْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَّدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِيْ– 'আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার পরে একজন যুবককে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে যার উম্মত আমার উম্মতের চেয়ে বেশী জান্নাতে যাবে'।[২২] এখানে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের সাথে নবীর শ্রেষ্ঠত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তা না হ'লে ইহুদী সম্প্রদায় জান্নাতে কম যাবে এতে মূসা (আঃ)-এর দুঃখ করার কি আছে?

এজন্যই আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন, تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ 'তোমরা অধিক সন্তান প্রসবকারী মেয়েকে বিবাহ কর। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে কিয়ামতের মাঠে গর্ব করব'।[২৩]

তিনি আরও বলেন, إِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ فَلاَ تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِى 'তোমরা পরস্পরে মারামারিতে লিপ্ত হয়ো না। কেননা আমি তোমাদের নিয়ে গর্ব করব'।[২৪] অন্য হাদীছে স্পষ্ট এসেছে যে, তিনি অন্য নবীদের সাথে গর্ব করবেন।[২৫]

এজন্যই তো মহান প্রতাপশালী আল্লাহ যখন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলবেন মাথা উঠাও! যা চাওয়ার চাও দেওয়া হবে, তখন তিনি বলবেন, উম্মাতী উম্মাতী।[২৬] তাঁর উম্মত নিয়ে চিন্তিত হওয়ার এত কি দরকার? এজন্য তিনি উম্মতকে প্রতি আযানের শেষে তাঁর জন্য মাকামে মাহমূদের জন্য দো'আ করতে বলেন। কেননা মাকামে মাহমূদ পাওয়া যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর গর্ব, তেমনি উম্মতের গর্ব। এক কথায় উম্মত ও সেই উম্মতের নবীর শ্রেষ্ঠত্ব পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই যখন কুরআন থেকে এই কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, উম্মতে মুহাম্মাদী সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তখন অবশ্যই এটাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এই উম্মতের নবীও শ্রেষ্ঠ। আর কেনই বা নয়? যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের নেতা তিনি কেন সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন না? যদি সর্বশ্রেষ্ঠ না হন তাহ'লে তো তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের নেতা বা নবী হওয়ার যোগ্যতা নেই *(নাঊযুবিল্লাহ)*। আল্লাহ আমাদের এহেন ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে রক্ষা করুন। এরপরেও যদি কারো বুঝে না আসে এবং সে বলতে চায় যে, সকল উম্মত এবং নবী সমান তাহ'লে আপনি তাকে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে বলেন, আল্লাহ যেন তাকে ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের সাথে কিয়ামতের মাঠে উঠান!

এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ হওয়ার আরেকটি সহজ দলীল হচ্ছে, ঈসা (আঃ) যখন আসমান থেকে নামবেন তখন ইমাম মাহদী তাকে ইমামতি করতে বলবেন। কিন্তু তিনি এই উম্মতের সম্মানে ইমামতি করাবেন না।[২৭] যেখানে একজন নবী এই উম্মতের সম্মানে এরূপ করবেন, তাহ'লে সেই উম্মতের নবী কত মহান হতে পারেন। অতএব এটাই সত্য যে, সকল উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠ উম্মত উম্মতে মুহাম্মাদী এবং সকল নবীর মাঝে শ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

২. রাসূল (ছাঃ)-এর নামে কসম। মহান আল্লাহ দুনিয়ার কোনও মানুষের নামে কসম খান নি একমাত্র আমাদের রাসূল

১৮. ঐ।
১৯. আহমাদ হা/১৩৬১, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৯৩৯।
২০. ফাৎহুল কাদীর ১/৪২৫, আলে ইমরান ১১০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
২১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৫।
২২. বুখারী, মিশকাত হা/ ৫৮৬২।
২৩. আবূদাঊদ হা/২০৫০, মিশকাত হা/৩০৯১।
২৪. তিরমিযী হা/২, ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪০, ইবনে হিব্বান হা/৫৯৮৫।
২৫. মুসনাদে আহমাদ হা/১৩৫৯৪।
২৬. বুখারী হা/৪৭১২।
২৭. মুসলিম হা/১৫৬, মিশকাত হা/৫৫০৭, ছহীহাহ হা/২২৩৬।

ব্যতীত। তিনি বলেন لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ 'আপনার জীবনের কসম! নিশ্চয়ই তারা আনন্দ-উল্লাসে মত্ত রয়েছে' *(হিজর ১৫/৭২)*।

এই আয়াতের পর হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, أقسم تعالى بحياة نبيه، صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تشريف عظيم، ومقام رفيع وجاه عريض– 'আল্লাহ তার নবীর জীবনের কসম করেছেন। আর এই কসমের মধ্যে রয়েছে মহান সম্মান, উঁচু স্থান এবং সীমাহীন খ্যাতি'।

এরপর ইবনে কাছীর (রহঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীর নিয়ে আসেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

مَا خَلَقَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ وَمَا بَرَأَ نَفْسًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا سَمِعْتُ اللهَ أَقْسَمَ بِحَيَاةِ أَحَدٍ غَيْرِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ–

'আল্লাহ এমন কিছু সৃষ্টি করেননি যে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর আমি মহান আল্লাহকে আর কারো জীবনকে নিয়ে (কুরআনে) কসম খেতে শুনিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, আপনার জীবনের কসম তারা আনন্দ-উল্লাসে মেতে আছে।[২৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর এই কথা প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ্‌র মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নামে শপথ করা তার সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার দলীল এবং ছাহাবীরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ মাখলূক হিসাবে বিশ্বাস করতেন।

৩. সকল নবীর কাছ থেকে শপথ গ্রহণ :

মহান আল্লাহ বলেন,

إِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ–

'আর যখন মহান আল্লাহ সকল নবীর নিকট থেকে শপথ নিলেন এই বলে যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকটে রাসূল আসবে যিনি তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়ন করবেন, তখন অবশ্যই তোমরা তার উপর ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বললেন, তোমরা কি স্বীকৃতি দিলে এবং এই কথা মেনে চলার অঙ্গীকার করলে। তারা বললেন, আমরা স্বীকৃত দিলাম। তখন আল্লাহ বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম' *(আলে ইমরান ৩/৮১)*।

২৮. তাফসীর ইবনে কাছীর, হিজর ৭২ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

এই আয়াত পেশ করার পর ইবনু কাছীর (রহঃ) রাঈসুল মুফাসসিরীন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بَعَث محمدًا وهو حَيّ ليؤمنن به ولينصرنه، وأمَرَه أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمِنُنَّ به ولينصرُنَّه– 'আল্লাহ এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করেননি যার কাছ থেকে এই শপথ গ্রহণ করেননি। তথা প্রত্যেক রাসূলের কাছে তিনি এই মর্মে শপথ নিয়েছেন যে, যদি আল্লাহ মুহাম্মাদকে প্রেরণ করেন এবং সেই নবী বা রাসূল জীবিত থাকে, তাহলে তারা যেন মুহাম্মাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাকে সাহায্য করে। তাদেরকে এও নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন তাদের উম্মতের কাছ থেকে এই বলে শপথ নেয় যে, যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করা হয় এবং তারা জীবিত থাকে, তাহলে তারা যেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তাকে সহযোগিতা করে'।[২৯]

এরপর ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدَّم على الأنبياء كلهم؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لِفَصْل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له–

'আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) কিয়ামত পর্যন্ত শেষ নবী। তিনিই হচ্ছেন মহান ইমাম যাকে কোনও যুগে পাওয়া গেলে সকল নবীর উপর তার আনুগত্য করা যরূরী। আর এজন্যই মি'রাজের রাত্রে তিনি তাদের ইমাম ছিলেন যখন তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে জমা হয়েছিলেন। অনুরূপই তিনি হাশরের ময়দানে তাদের জন্য আল্লাহকে বিচার শুরু করার সুফারিশ করবেন। আর এটাই মাকামে মাহমূদ, যা তিনি ব্যতীত কারো জন্য শোভা পায় না।[৩০]

সুতরাং এই আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর ঈমান নিয়ে আসার জন্য সকল রাসূলের কাছ থেকে শপথ নেয়াটা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সকল রাসূলের উপর কুল্লী বা সামষ্টিক ফযীলত। এইজন্য রাসূল (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে বলেছিলেন, যদি আজ মূসা জীবিত থাকত তাহলে তার জন্য আমার আনুগত্য করা ছাড়া তার কোন গত্যন্তর থাকত না।[৩১]

২৯. তাফসীরে ইবনে কাছীর, আলে ইমরান ৮১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
৩০. তাফসীরে ইবনে কাছীর, আলে ইমরান ৮১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
৩১. আহমাদ, মিশকাত হা/১৭৭, ইরওয়াউল গালীল হা/১৫৮৯।

হাদীছ থেকে দলীল :

١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ-

১. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, শেষ যামানায় কিছু মানুষ বের হবে। যারা হবে অল্প বয়সী ও নির্বোধ। তারা সর্বোত্তম কথা বলবে। তাঁরা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবেনা। তাঁরা দ্বীন থেকে তেমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিখার ভেদ করে বের হয়ে যায়।[৩২] এই হাদীছে স্পষ্টভাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলা হয়েছে।

২. উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ 'আমি কিয়ামতের দিন সকল নবীদের ইমাম বা নেতা হব এবং তাদের মুখপাত্র হব (অর্থাৎ যখন কিয়ামতের মাঠে তারা আল্লাহ্র সামনে কথা বলতে পারবেন না তখন আমি তাদের পক্ষ থেকে কথা বলব) এবং তাদের জন্য সুপারিশকারী হব।[৩৩] এতে আমার কোন গর্ব নেই। যিনি সকল নবীর ইমাম বা নেতা হবেন তিনি অবশ্যই সকল নবীর মাঝে শ্রেষ্ঠ।

৩. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ 'আমি কিয়ামতের মাঠে সকল আদম সন্তানের সরদার হব। আমিই প্রথত্র ব্যক্তি যাকে প্রথমে কবর থেকে উঠানো হবে। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে প্রথমে শাফা'আত করবে এবং যার শাফা'আত প্রথমে গ্রহণ করা হবে'।[৩৪]

সালাফে ছালেহীন এই হাদীছ দ্বারা সকল আদম সন্তানের উপর রাসূল (ছাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। অবশ্য আমরা রাসূলদের মাঝে পার্থক্য করিনা মর্মে লিখিত বইয়ে এই হাদীছের এই বলে জবাব দেয়া হয়েছে যে, কেউ নেতা হলেই তাঁর শ্রেষ্ঠ হওয়া যরূরী নয়। এই অভিযোগের জবাব দু'ভাবে দেওয়া যায়। প্রথম জবাব তো সালাফে ছালেহীন এই হাদীছ থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর সকল আদম সন্তানের উপর শ্রেষ্ঠ হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, এরূপই অন্য এক হাদীছে এসেছে, যেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর অন্য নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِى لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَائِى- 'কিয়ামতের মাঠে সকল আদম সন্তানের সরদার আমি হব এবং আমি এটা গর্ব করে বলছিনা ঐ দিন আমার হাতে হবে প্রশংসার ঝাণ্ডা বা পতাকা। আর ঐ দিন এমন কোনও নবী থাকবে না, যিনি আমার এই ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হবেন না।[৩৫]

এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সকল নবী সেই দিন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হবেন। এটা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অন্য নবীদের উপর কুল্লী বা সমষ্টিগত ফযীলত। অতএব তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এবং রাসূলদের সরদার।

৫. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِى آدَمَ 'আমি প্রেরিত হয়েছি আদম সন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগে'।[৩৬]

৬. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللهِ، إِنَّ مُحَمَّدًا أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ، ثُمَّ قَرَأَ : عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا-

'আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-কে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের সাথী তথা মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও আল্লাহ্র বন্ধু। নিশ্চয় মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন- আশা করা যায় যে আপনার প্রতিপালক আপনাকে মাকামে মাহমূদ বা সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থান দান করবেন'।[৩৭]

٧- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِستٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّونَ-

৭. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ৬টি বিষয় দ্বারা আমাকে সকল নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। ১. আমাকে অল্প ভাষায় অধিক ভাব প্রকাশের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ২. আমাকে সাহায্য করা হয়েছে শত্রুদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে ৩. আমার জন্য গণীমত হালাল করা হয়েছে। [উল্লেখ্য, গণীমত পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য হালাল ছিলনা]। ৪. পুরো পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্র ও মসজিদ করে দেয়া হয়েছে। [যা অন্য উম্মতের জন্য ছিলনা] ৫. আমাকে পুরো সৃষ্টির কাছে প্রেরণ করা

৩২. বুখারী হা/৬৯৩০, মুসলিম হা/১০৬৬।
৩৩. আহমাদ হা/২১২৮৩; ইবনে মাজাহ হা/৪৩১৪, মিশকাত হা/৫৭৬৮।
৩৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪১।
৩৫. তিরমিযী হা/৩৬১৫, মিশকাত হা/৫৭৬১।
৩৬. বুখারী হা/৩৫৫৭, মিশকাত হা/৫৭৩৯।
৩৭. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/৩২৩৪৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮১।

হয়েছে। [আগের সকল নবীকে নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তাদের রিসালাত ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য] ৬. আমার দ্বারা নবুঅতের ধারাবাহিকতাকে সমাপ্ত করা হয়েছে।[৩৮]

٨- عَن ابْن عبَّاس قَالَ: إنَّ الله تَعَالَى فضل مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى الْأَنْبِيَاء وَعَلَى أَهْلِ السَّمَاء فَقَالُوْا يَا أَبَا عَبَّاسٍ بِمَ فَضَّله الله عَلَى أَهْلِ السَّمَاء؟ قَالَ: إنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِأَهْلِ السَّمَاء [وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِه فَذَلِكَ نَجْزِيه جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نجزي الظَّالِمِيْن] وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: [إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ] قَالُوا: وَمَا فَضْلُهُ عَلَى الْأَنْبِيَاء؟ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: [وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَّشَاءِ] الْآيَةَ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسلم: [وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا كَافَّة للنَّاس] فَأَرْسلهُ إِلَى الْجِنّ وَالْإِنْس-

৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবীগণ ও আসমানবাসী তথা ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তখন তারা তথা তাঁর ছাত্ররা বলল, হে ইবনে আব্বাস! কিসের দ্বারা আল্লাহ তাকে আসমানবাসী তথা ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেছেন, 'যদি তাদের মধ্যে কেউ বলে যে আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই তাহলে আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দিব। আর এভাবে আমি অত্যাচারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি *(আম্বিয়া ২১/২৯)*। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যাপারে বলেছেন, 'আমি আপনাকে মহান বিজয় দান করেছি যাতে করে আল্লাহ আপনার আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেন' *(ফাৎহ ৪৮/১-২)*।

তখন তাকে বলা হল, সকল নবীর উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কি? তিনি বলেন, আল্লাহ অন্য রাসূলদের জন্য বলেছেন, 'আর আমি প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর জাতির ভাষায় প্রেরণ করেছি যাতে করে তারা তাদের জন্য আমার বাণী বর্ণনা করতে পারে। আর আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন' *(ইবরাহীম ১৪/৪)*। তথা প্রত্যেক রাসূল ছিলেন তাঁর নিজ জাতির জন্য। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আপনাকে সকল মানুষের কাছে প্রেরণ করেছি' *(সাবা ৩৪/২৮)*। অতএব তিনি তাকে মানুষ ও জ্বিনের কাছে প্রেরণ করেছেন।

٩- عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود قَالَ إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِى قُلُوب الْعِبَاد فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم خَيْرَ قُلُوب الْعِبَاد فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِه فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِه-

৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরের দিকে দেখলেন এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অন্তরকে সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তর হিসাবে পেলেন। এই জন্য তাকে নির্বাচন করলেন এবং রাসূল হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করলেন'।[৪০]

১০. মি'রাজের রাত্রে যখন মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য বুরাক নিয়ে আসা হল তখন বুরাক লাফালাফি শুরু করে এবং জিবরীল (আঃ) তাকে বলেন, فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْهُ 'তুমি মুহাম্মাদের সাথে এরূপ করছ! অথচ ইতিপূর্বে তোমার পিঠে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ আরোহণ করেনি'।[৪১]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় প্রায় সকল মুহাদ্দিছ একমত পোষণ করেছেন যে, এখানে আমাদের নবীকে অন্য নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কেননা বুরাক নবীদের বাহন ছিল। যেমন হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) তাঁর 'ফাতহুল বারী'তে এই বিষয়ে অনেক বর্ণনা জমা করেছেন। এর মধ্যে ঐ বর্ণনাও আছে যেখানে রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতঃপর আমি বোরাককে বায়তুল মুকাদ্দাসের ঐ খুঁটির সাথে বাঁধলাম যার সাথে অন্য নবীরা বাঁধতেন। তথা বোরাক এর আগে অন্য নবীরাও ব্যবহার করেছেন। এছাড়া আরো অনেক বর্ণনা জমা করে বোরাক যে নবীদের আরোহী তিনি তা প্রমাণ করেছেন।[৪২]

সুতরাং জিবরীল (আঃ)-এর এই কথা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) অন্য নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

১১. মূলত জান্নাত হচ্ছে মানব জাতির মধ্যে কে আল্লাহ্র কত প্রিয় বান্দা এবং কত ভাল ও শ্রেষ্ঠ বান্দা তা প্রমাণ হওয়ার অন্যতম জায়গা। এই জান্নাতে আমাদের রাসূলের স্থান সম্পর্কে স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন, سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَسِيلَةُ؟ قَالَ : أَعْلَى دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ لاَ يَنَالُهَا إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ- 'তোমরা আমার জন্য অসীলা চাও। ছাহাবীরা বললেন, অসীলা কি হে আল্লাহ্র নবী? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন জায়গা। একজন ব্যক্তি ব্যতীত তা কেউ অর্জন করতে পারবে না। আশা রাখি আমিই হব সেই ব্যক্তিটি'।[৪৩]

রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে প্রতিদিন আযানের শেষে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য এই জায়গা চাইতে বলেছেন এবং এও বলেছেন যে, আমার জন্য আযানের শেষে এই জায়গা চাইবে তাঁর জন্য কিয়ামতে মাঠে শাফা'আত করা আমার উপর ওয়াজিব।[৪৪]

এই হাদীছ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, এই জায়গার অধিকারী ব্যক্তি সকল আদম সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানী হবেন এবং তিনি হবেন আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

১২. শাফা'আতে কুবরা : আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সকল নবীর উপর যে সমস্ত কুল্লী বা সমষ্টিগত ফযীলত রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শাফা'আতে কুবরা।

৩৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৮ 'নবীগণের সরদারের ফযীলত' অধ্যায়।
৩৯. হাকেম হা/৩৩৩৫, মিশকাত হা/৫৭৭৩।
৪০. আহমাদ হা/৩৬০০, সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৩৩, সনদ হাসান।
৪১. তিরমিযী হা/৩১৩১, মিশকাত হা/৫৯২০ সনদ ছহীহ।
৪২. ফাতহুল বারী 'মি'রাজ' অধ্যায়, ২/২০৭।
৪৩. তিরমিযী হা/৩৬১২, 'রাসূল (ছাঃ)-এর ফযীলত' অধ্যায়, মিশকাত হা/৬৫৭, সনদ ছহীহ।
৪৪. বুখারী হা/৬১৪, মিশকাত হা/৬৫৯।

একটা হচ্ছে প্রত্যেক নবীকে আলাদা আলাদা ফযীলত দেয়া। যেমন ঈসা (আঃ)-কে বিনা পিতায় সৃষ্টি করা। কিন্তু এটা তার সকল নবীর উপর সমষ্টিগত ফযীলত নয়। কেননা এই রকম ফযীলত অনেক নবীকেই দেয়া হয়েছে। কিন্তু একজন নবীর পতাকার নিচে সকল নবী (আঃ)-কে সমবেত করা, তার কর্তৃক সকল নবীর ইমামতি করা এবং তাকে সকল নবীর সরদার বা ইমাম বানানো ইত্যাদি। সকল নবীর উপর তাঁর কুল্লী বা সমষ্টিগত ফযীলত। এই ধরনের ফযীলত শুধু আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আছে। এই রকমই একটি ফযীলত হচ্ছে শাফা'আতে কুবরা। এই শাফা'আত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া' *(বাক্বারা ২/২৫৫)*।

মহান আল্লাহ এই শাফা'আত বা সুপারিশ করার অনুমতি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দিবেন এবং সকল নবীর অপারগতা প্রকাশ করার পর দিবেন। যা তার সকল নবীর উপর সমষ্টিগত ফযীলত। সংক্ষিপ্ত ঘটনা হল।-

হাশরের মাঠে মহান প্রতাপশালী আল্লাহ যখন আসমানকে এক হাতে ও যমীনকে এক হাত নিয়ে হুংকার দিবেন, কোথায় সেই অত্যাচারী রাজা-বাদশাহরা? আর তার একচ্ছত্র মালিকানা ও রাজত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন, ঠিক তেমনি মানুষ যখন আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে যাবে এবং অসহনীয় আযাবে গ্রেপ্তার হবে, কিন্তু কিয়ামতের মাঠ থেকে বাঁচার কোনও পথ খুঁজে পাবেনা। এদিকে আবার বিচার শুরু হচ্ছে না। তখন প্রত্যেক উম্মতের মুমিনগণ একত্রিত হয়ে একজন সুপারিশকারী খুঁজে ফিরবে। যাতে করে তারা এই ভীষণ সংকট থেকে রেহাই পেতে পারে। প্রথমে তারা আদম (আঃ)-এর কাছে গমন করবে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাবে। প্রত্যেক নবী নিজেদের ত্রুটি উল্লেখ করে তাদের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করবেন। অবশেষে তারা নবী (ছাঃ)-এর কাছে আসবে। তিনি মানুষকে এই বিপদজনক অবস্থা হতে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর আরশের নীচে সিজদাবনত হবেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবেন। তখন আল্লাহ তাঁকে মাথা উঠিয়ে প্রার্থনা করার অনুমতি দিবেন। তিনি তখন সমগ্র মানুষের হিসাব-নিকাশের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তাঁর দো'আ এবং শাফা'আত কবুল করবেন। এটিই হল মাক্বামে মাহমূদ বা সুমহান মর্যাদা, যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন।[৪৫]

১৩. সকল নবীর ইমামতি : সকল নবীর উপর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আরেকটি সমষ্টিগত ফযীলত হচ্ছে মহান আল্লাহ তাঁকে দিয়ে মি'রাজের রাত্রে সকল নবীর ইমামতি করিয়েছিলেন। যেমন হাদীছে এসেছে, وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ فِيْ جَمَاعَةِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ... فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَأَمَمْتُهُمْ 'আমি আমাকে রাসূলদের জামা'আতের মধ্যে পেলাম... ইতিমধ্যে ছালাতের সময় হয়ে গেলে আমি তাদের ইমামতি করলাম'।[৪৬]

১৪. ওয়াসিলা বিন আসকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ اصْطَفَى بَنِى كِنَانَةَ مِنْ بَنِى إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ– 'মহান আল্লাহ ইসমাঈলের সন্তানদের মধ্যে থেকে বনী কিনানাকে নির্বাচন করেছেন এবং বনী কিনানার মধ্যে থেকে কুরাইশকে নির্বাচন করেছেন এবং কুরাইশের মধ্যে থেকে বনী হাশেমকে নির্বাচন করেছেন আর আমাকে নির্বাচন করেছেন বনী হাশেম থেকে।[৪৭]

কিন্তু অনেকেই বলতে পারে, এই হাদীছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ইবারাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রমাণিত হয় কীভাবে। কিন্তু এই রকম আরো অনেক হাদীছ আছে যেগুলোতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সকল বনী আদমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রমাণ করে। যেমন,

وعن العباس ... فَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ أَنَا؟ قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَّلاَمُ– قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِى فِى خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِى فِى خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِى فِى خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِى فِى خَيْرِهِمْ بَيْتًا فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا–

'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) মিম্বারে উঠে বললেন, আমি কে? তখন ছাহাবীগণ বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। আল্লাহ সৃষ্টি জীব সৃষ্টি করত আমাকে তাদের ভালোদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতঃপর তাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন [তথা আরব ও আজম] এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ ভাগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ গোত্রে স্থান দিয়েছেন। অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন বাড়িতে পৃথক করেছেন এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ বাড়িতে স্থান দিয়েছেন। অতএব আমি তাদের মধ্যে বাড়ির দিক দিয়েও শ্রেষ্ঠ এবং ব্যক্তির দিক দিয়েও শ্রেষ্ঠ।[৪৮]

বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল :

১. কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। এই কিতাব যেই মাসে অবতীর্ণ হয়েছে তা সর্বশ্রেষ্ঠ মাস। যেই রাতে অবতীর্ণ হয়েছে তা সর্বশ্রেষ্ঠ রাত। যেই জায়গায় অবতীর্ণ হয়েছে তা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা। যেই ফেরেশতা নিয়ে এসেছেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা। যেই নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তিনি অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল।

২. মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅত অন্যান্য রাসূলদের নবুঅতের চেয়ে বৈশিষ্ট্যগতভাবে অনেক মহান। কেননা, মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতের দ্বারা অন্য সকল নবীর নবুঅত ও দ্বীনকে মানসূখ বা রহিত করে দিয়েছেন। অন্য দিকে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅত অন্য কোনও নবীর নবুঅত দ্বারা মানসুখ হবেনা। অন্য নবীদের নবুঅত ছিল নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅত সারা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। আর যিনি এই নবুঅতের অধিকারী তিনি অবশ্যই অন্য সকল নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

[চলবে]

৪৫. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭২, 'হাওয ও শাফা'আত' অধ্যায়।
৪৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৬, 'ফাযায়েলে সাইয়েদুল মুরসালীন' অধ্যায়।
৪৭. আহমাদ হা/১৭০২৭, তিরমিযী হা/৩৬০৫।
৪৮. মিশকাত হা/৫৭৫৭; তিরমিযী হা/৩৫৩২।

মি'রাজ রজনীতে করণীয় ও বর্জনীয়

আত-তাহরীক ডেস্ক

'মি'রাজ' সংঘটিত হয়েছিল রজব মাসে। মি'রাজ ইসলামের ইতিহাসে এমনকি পুরা নবুওয়াতের ইতিহাসেও এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। কারণ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছাড়া অন্য কোন নবী এই সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। আর এ কারণেই মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। এ মি'রাজ রজনীতেই মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ইবাদত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হয়।

মি'রাজ (مِعْرَاجٌ) আরবী শব্দ, অর্থ সিঁড়ি। শারঈ অর্থে বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে যে অলৌকিক সিঁড়ির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সপ্ত আসমানের উপরে আরশের নিকটে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই সিঁড়িকে 'মি'রাজ' বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে হিজরতের পূর্বে একটি বিশেষ রাতের শেষ প্রহরে বায়তুল্লাহ হ'তে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত 'বোরাক্বে' ভ্রমণ, অতঃপর সেখান থেকে অলৌকিক সিঁড়ির মাধ্যমে সপ্ত আসমান পেরিয়ে আরশে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে গমন ও পুনরায় বায়তুল মুক্বাদ্দাস হয়ে বোরাক্বে আরোহণ করে প্রভাতের আগেই মক্কায় নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে 'মি'রাজ' বলা হয়।[৪৯]

'ইসরা' (اِسْرَاءٌ) শব্দের অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। 'ইসরা' বলতে মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত সফরকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ 'ইসরা' হ'ল যমীন থেকে যমীনে ভ্রমণ। আর যমীন থেকে ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণকে মি'রাজ বলা হয়। কুরআন মাজীদের সূরা বানী ইসরাঈলের ১ম আয়াতে 'ইসরা' এবং সূরা নাজমের ১৩ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত 'মিরাজে'র ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া ২৬-এর অধিক ছাহাবী কর্তৃক বুখারী, মুসলিমসহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে মুতাওয়াতির পর্যায়ে মি'রাজের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং মি'রাজ অকাট্যভাবে প্রমাণিত একটি সত্য ঘটনা। যাতে সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ নেই।

মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা :

একদা রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বার হাতীমে, অন্য বর্ণনায় নিজ গৃহে (উম্মে হানীরা ঘরে) ঘুমিয়ে ছিলেন। রাতের শেষভাগে জিবরীল (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশমতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বোরাক্বের পিঠে আরোহণ করিয়ে বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছে তিনি বোরাক্বটিকে একটি পাথরের সাথে বেঁধে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তাঁর নিকট ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণের বিশেষ বাহন উপস্থিত করা হয়। মতান্তরে ঐ বোরাক্বের মাধ্যমে জিবরীল (আঃ) তাঁকে মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের জন্য 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত নিয়ে যান। পথিমধ্যে প্রথম আসমানে আদম (আঃ), দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ), তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আঃ), চতুর্থ আসমানে ইদরীস (আঃ), পঞ্চম আসমানে হারূণ (আঃ), ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আঃ) এবং সপ্তম আসমানে মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। অতঃপর জান্নাত-জাহান্নাম ও 'বায়তুল মা'মূর' পরিদর্শন করেন। সিদরাতুল মুনতাহা পৌঁছে জিবরীল (আঃ) তাঁকে তথায় একা রেখে চলে যান। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'রফরফ' বাহন আরশ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এক টুকরা মেঘ আচ্ছাদিত করে ফেলে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। এ সময় মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার অতীব নিকটে আসেন এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েন। এ সময় উভয়ের মাঝে দূরত্ব ছিল দুই ধনুক বা দুই গজেরও কম। তখন আল্লাহ তাঁকে অহী করেন- ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى– 'অতঃপর নিকটবর্তী হ'ল, সে তার অতি নিকটবর্তী। তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল বা তারও কম। তখন আল্লাহ স্বীয় বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা করলেন' *(নাজম ৫৩/৮-১০)*।

আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য ৫০ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর থেকে মেঘমালা সরে গেলে তিনি জিবরীল (আঃ)-এর সাথে দুনিয়াতে ফিরে আসার জন্য রওনা দেন। পথিমধ্যে ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আঃ) তাঁকে মি'রাজের প্রাপ্তি ও প্রত্যাদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে ৫০ ওয়াক্ত ছালাতের কথা বলেন। মূসা (আঃ) তাঁকে পুনরায় আল্লাহ্র নিকট ফিরে গিয়ে ছালাতের পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য পরামর্শ দিলেন। মূসা (আঃ)-এর পীড়াপীড়িতে রাসূল (ছাঃ) কয়েকবার আল্লাহ্র নিকট যান এবং ছালাতের ওয়াক্তের পরিমাণ হ্রাস করার অনুরোধ করেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে ৫০ ওয়াক্ত ছালাতকে কমাতে কমাতে ৫ ওয়াক্ত করে দেন, যা ৫০ ওয়াক্তের ফযীলতের সমান।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বচক্ষে জান্নাত, জাহান্নাম, বায়তুল মা'মূর, মাকামে মাহমূদ, হাওযে কাওছার ইত্যাদি পরিদর্শন করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আসমানে যে সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তারাও তাঁর সাথে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি আম্বিয়ায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে সেখানে দু'রাক'আত ছালাতের ইমামতি করেন। (কারো মতে সেটি ছিল ফজরের ছালাত)। ছালাত শেষে তাঁকে জাহান্নামের দারোগা 'মালেক' ফেরেশতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর

৪৯. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মি'রাজ, মাসিক আত-তাহরীক, ৭ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-২০০৪, পৃঃ ৩।

বোরাক্বে আরোহণ করে অন্ধকার থাকা অবস্থায় তিনি পুনরায় মক্কায় নিজ গৃহে ফিরে আসেন।[৫০]

মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার সময়কাল :

মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার সঠিক তারিখ বা দিনক্ষণ সম্পর্কে মুহাদ্দিছীন ও ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আর-রাহীকুল মাখতূম-এর লেখক ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) এ বিষয়ে ৬টি মতামত উল্লেখ করেছেন। যথা- (১) নবুওয়াত প্রাপ্তির বছর, (২) ৫ম নববী বর্ষে, (৩) ১০ম নববী বর্ষের ২৭শে রজব রাতে, (৪) কেউ বলেছেন, হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে ১২ নববী বর্ষের রামাযান মাসে, (৫) কেউ বলেছেন, হিজরতের ১৪ মাস পূর্বে ১৩ নববী বর্ষের মুহাররম মাসে এবং (৬) কেউ বলেছেন, হিজরতের এক বছর পূর্বে ১৩ নববী বর্ষের রবীউল আউয়াল মাসে। অতঃপর মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, প্রথম তিনটি মত গ্রহণযোগ্য নয় এ কারণে যে, খাদীজা (রাঃ) ১০ম নববী বর্ষের রামাযান মাসে মারা গেছেন। আর তখনও পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হয়নি। আর এ বিষয়ে সকলে একমত যে, ছালাত ফরয হয়েছে মি'রাজের রাত্রিতে। বাকী তিনটি মত সম্পর্কে তিনি বলেন, এগুলোর কোনটিকে আমি অগ্রাধিকার দেব তা ভেবে পাই না। তবে সূরা বানী ইসরাঈলে বর্ণিত আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, 'ইসরা'র ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের একেবারে শেষের দিকে হয়েছিল।[৫১]

কারো মতে ৬২০ বা ৬২১ খৃষ্টাব্দে নবুওয়াতের দশম বছরের রজব মাসের ২৭ তারিখ রাতে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) খ্যাতনামা জ্যেষ্ঠ তাবেঈ ইবনু শিহাব যুহরীর বরাতে বলেন, হিজরতের এক বছর পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল।[৫২] অতএব নির্দিষ্টভাবে ২৭শে রজব দিবাগত রাতে মি'রাজ হয়েছিল বলে যে কথা পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত আছে তা নিতান্তই দলীলবিহীন।[৫৩] অন্যান্য ধর্মের লোকের ন্যায় মুসলমানরাও যাতে ধর্মের নামে অহেতুক আনুষ্ঠানিকতায় বন্দী না হয়ে পড়ে সে কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম দিন, লায়লাতুল ক্বদর ইত্যাদির ন্যায় লায়লাতুল মি'রাজের দিন-তারিখকেও ভুলিয়ে দেওয়ার মধ্যে মহান আল্লাহ্‌র পূর্ণ কৌশল নিহিত আছে বলে অনুমিত হয়।

মি'রাজের প্রাপ্তি :

মি'রাজে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে স্বীয় সান্নিধ্যে ডেকে নিয়ে উম্মতে মুহাম্মাদীকে পুরস্কার স্বরূপ তিনটি বিষয় প্রদান করেন। যথা- (১) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত। যা ফযীলতের দিক দিয়ে ৫০ ওয়াক্তের সমান। সুতরাং ছালাত হ'ল উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া সবচেয়ে বড় পুরস্কার। কারণ ছালাতের মাধ্যমেই মানুষের নৈতিক উন্নয়ন ঘটে। আর নৈতিক উন্নতিই হ'ল সকল উন্নতির চাবিকাঠি। (২) সূরা বাক্বারাহ্‌র শেষের কয়েকটি আয়াত (২৮৫-৮৬)। কারণ এ আয়াতগুলোতে উম্মতের প্রতি আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত ও অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। (৩) উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে যারা কখনো শিরক করেনি, তাদেরকে ক্ষমা করার সুসংবাদ। কারণ শিরক হ'ল পাপসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ *(লোক্বমান ৩১/১৩)*। মহান আল্লাহ অন্য কোন পাপের কারণে সরাসরি জান্নাত হারাম ঘোষণা করেননি শিরক ব্যতীত *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। আর একমাত্র শিরকের গোনাহ ছাড়া অন্যান্য গোনাসমূহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন *(নিসা ৪/৪৮)*।

উল্লেখ্য যে, মিরক্বাত, রাদ্দুল মুহতার, মিসকুল খিতাম প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে যে, মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'আত্তাহিইয়াতু' প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অথচ একথার স্বপক্ষে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব ভিত্তিহীন এ সমস্ত বক্তব্য থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

মি'রাজের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ তথা ঊর্ধ্বলোকে গমনের উদ্দেশ্য ব্যাপক। মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুওয়াতী জীবনে মি'রাজের মত এক মহিমান্বিত ও অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পেছনে যে কারণগুলো মুখ্য তা হ'ল- (১) মহান আল্লাহ্‌র একান্ত সান্নিধ্যে হাযির হওয়া, (২) ঊর্ধ্বলোক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন, (৩) অদৃশ্য ভাগ্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ, (৪) ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, (৫) স্বচক্ষে জান্নাত-জাহান্নাম অবলোকন, (৬) পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচিত হওয়া, (৭) সুবিশাল নভোমণ্ডল পরিভ্রমণ করা এবং (৮) সর্বোপরি এটিকে একটি অনন্য মু'জিযা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

মি'রাজের শিক্ষা সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে 'আবদ' বা দাস বলে সম্বোধন করেছেন। এর মর্মার্থ এই যে, বান্দার জন্য এর চেয়ে সম্মানিত কোন নাম আল্লাহ্‌র কাছে নেই, থাকলে অবশ্যই সে নামে রাসূল (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে সম্মানিত করা হ'ত।

আর মি'রাজের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হ'ল সর্বপ্রকার গর্ব-অহংকার চূর্ণ করে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় দাস হওয়ার চেষ্টা করা। কারণ দাসত্বের মধ্যেই সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদা নিহিত রয়েছে। অতএব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা ও ছালাতের হেফাযত করাই হ'ল মি'রাজের সবচেয়ে বড় এবং মূল শিক্ষা।

মি'রাজ উপলক্ষে করণীয় ও বর্জনীয় :

আমাদের দেশে তথা ভারতীয় উপমহাদেশে মি'রাজ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, দো'আ, মীলাদ, ওয়ায মাহফিল ইত্যাদি অনুষ্ঠানে শবে মি'রাজের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে বহু বানোয়াট কল্প-কাহিনী ও ভিত্তিহীন জাল-মওযূ' হাদীছের বর্ণনা শোনা যায়। যার দু'একটি নিম্নরূপ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখ অর্থাৎ মি'রাজ

৫০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৬, 'মি'রাজ' অধ্যায়।
৫১. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর-২০০৪, পৃঃ ৭।
৫২. তদেব।
৫৩. মাসিক আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, নভেম্বর-১৯৯৭, পৃঃ ৯।

দিবসে ছিয়াম পালন করবে, তার আমলনামায় ৬০ মাসের ছিয়ামের নেকী লেখা হবে'।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ২৭ রজব (অর্থাৎ মি'রাজের রাত্রিতে) ইবাদত করবে, তার আমলনামায় একশ' বছরের ইবাদতের ছওয়াব লেখা হবে'।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতের ছালাতের ব্যাপারে ওলামায়ে ইসলাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এটি প্রমাণযোগ্য নয়।[৫৪]

মি'রাজ উপলক্ষে রজব মাসের ফযীলত সম্পর্কেও বহু জাল হাদীছ শোনা যায়। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল-

১. আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের প্রথম রজনীতে মাগরিবের ছালাতের পর বিশ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাছ পড়বে ...'। অতঃপর দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীছটি মওযূ বা জাল।[৫৫]

২. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের দিবসে ছিয়াম পালন করবে এবং চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যার প্রথম রাক'আতে একশত বার আয়াতুল কুরসী পড়বে...' ইত্যাদি ইত্যাদি। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীছটি মওযূ। এর সনদে ওছমান নামক রাবী মুহাদ্দিছগণের দৃষ্টিতে পরিত্যক্ত।[৫৬]

৩. আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের রজনীতে চৌদ্দ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা একবার, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ বিশবার, কুল আঊযু বিরব্বিল ফালাক্ব তিনবার, কুল আঊযু বিরব্বিন নাস তিনবার পড়বে। অতঃপর ছালাত হ'তে ফারেগ হয়ে দশবার দরূদ পড়বে... ' ইত্যাদি। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীছটি মওযূ।[৫৭]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর নামে বর্ণিত জাল হাদীছে আছে যে, রাসূল (ছাঃ) নাকি বলেছেন, 'রজব মাস আল্লাহ্র মাস, শা'বান মাস আমার মাস এবং রামাযান মাস উম্মতের মাস। অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় রজবের ছিয়াম পালন করবে তার জন্য আল্লাহ্র মহা সন্তোষ অবধারিত হয়ে যায় এবং তাকে তিনি জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিবেন...। যে ব্যক্তি রজব মাসে ২ থেকে ১৫টি ছিয়াম পালন করবে, তার নেকী পাহাড়ের মত হবে... সে কুষ্ঠ, শ্বেত ও পাগলামী রোগ থেকে মুক্তি পাবে। ... জাহান্নামের সাতটি দরজা তার জন্য বন্ধ থাকবে। ... জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্য খোলা থাকবে'। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি জাল।[৫৮]

অতএব রজব মাসের সম্মানে বিশেষ ছিয়াম পালন করা, ২৭শে রজবের রাত্রিকে শবে মি'রাজ ধারণা করে ঐ রাতকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা, উক্ত উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা, যিকির-আযকার, শাবীনা খতম ও দো'আর অনুষ্ঠান করা, মীলাদ ও ওয়ায মাহফিল করা, ঐ রাতের ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা, সরকারী ছুটি ঘোষণা করা ও তার ফলে জাতীয় অর্থনীতির বিশাল অংকের ক্ষতি করা, ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে মি'রাজের নামে উদ্ভট সব গল্পবাজি করা, মি'রাজকে বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করতে গিয়ে অনুমান ভিত্তিক কথা বলা, ঐ দিন আতশবাজি, আলোকসজ্জা, কবর যিয়ারত, দান-খয়রাত এবং এ মাসের ফযীলত লাভের আশায় ওমরাহ পালন ইত্যাদি সবই বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত।[৫৯]

অতএব মি'রাজ উপলক্ষে পালিত উল্লিখিত বিদ'আত সমূহ বর্জন করে বরং আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে এ দিনের ও মাসের সম্মানে মারামারি, খুনা-খুনি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম থেকে দূরে থাকাই বড় নেকীর কাজ। জাহেলী যুগের কাফেররাও এ মাসের সম্মানে আপোষে ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখত। অথচ মুসলমানরা আজ পর্যন্ত আল্লাহ্র হুকুম মেনে তাঁর সম্মানে আপোষে হানাহানি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম থেকে বিরত হ'তে পারেনি। যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মি'রাজের প্রকৃত শিক্ষা উপলব্ধি করে শিরক-বিদ'আতসহ সর্বপ্রকার গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৫৪. আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর-১৯৯৮, পৃঃ ২২।
৫৫. কিতাবুল মওযূ'আত, ২য় খণ্ড (বৈরুত ছাপা), পৃঃ ১২৩।
৫৬. তদেব।
৫৭. তদেব।
৫৮. মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর-১৯৯৮, পৃঃ ২২।
৫৯. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর-২০০৪, পৃঃ ৯।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত অডিও ডিভিডি

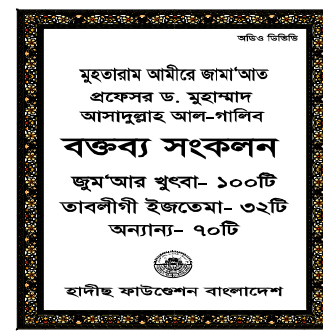

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৯১৫-০১২৩০৭

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' (ليلة البراءة) বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফারসী। এর অর্থ হিস্সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মউতের ও ভাগ্যের রেজিষ্ট্রার লিখিত হয়। এই রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুলাক্বাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধুপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। এজন্য সরকারী পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতে আল্ফিয়াহ' (الصلاة الألفية) বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়, যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরায়ে ইখলাছ পড়া হয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তি : মোটামুটি দু'টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। ১. ঐ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আগামী এক বছরের জন্য ভাল-মন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এই রাতে কুরআন নাযিল হয়। ২. ঐ রাতে রূহগুলি ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐদিন আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে...! এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যেসব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা নিম্নরূপ: ১. সূরায়ে দুখান-এর ৩ ও ৪ নং আয়াত- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ، فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ- অর্থ: (৩) আমরা তো এটি অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী (৪) এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়'। হাফেয ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর'। যেমন সূরায়ে ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয়ই আমরা এটা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন সূরায়ে বাক্বারাহ্র ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ، 'এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'।

এই রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে।

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ'ল,- وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ، وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ- 'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ.. 'আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন' *(মুসলিম হা/২৬৫৩)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না) *(বুখারী হা/৫০৭৬)*। এক্ষণে শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাকী রইল এই রাতে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে ইবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ শত রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরায়ে 'কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ' পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ শত রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে প্রধান যে তিনটি দলীল পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপ:

১. আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا الخ- 'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ পাক ঐদিন সূর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছ কি কেউ রূযী প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী, আমি তাকে আরোগ্য দান করব'।

এই হাদীছটির সনদে 'ইবনু আবী সাব্রাহ' নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী। সে কারণে হাদীছটি মুহাদ্দেছীনের নিকটে 'যঈফ' *(বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/২১৩২)*।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে (হা/১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহপাক প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান করে থাকেন; শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

২. মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার 'বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্ব' গোত্রের ছাগল সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'। এই হাদীছটিতে 'হাজ্জাজ বিন আরত্বাত' নামক একজন রাবী আছেন, যার সনদ 'মুনক্বাত্বা' হওয়ার কারণে ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন *(যঈফুল জামে' হা/৬৫৪)*।

প্রকাশ থাকে যে, 'নিছফে শা'বান'-এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ মরফূ হাদীছ নেই।

৩. ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের' ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বললেন, 'না'। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তাকে রামাযানের পরে ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বললেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৮)*।

জমহূর বিদ্বানগণের মতে 'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি নির্ধারিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের ছিয়াম দু'টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন। বুঝা গেল যে, এই হাদীছটির সঙ্গে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

শবেবরাতের ছালাত : এই রাত্রির ১০০ শত রাক'আত ছালাত সম্পর্কে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল। এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে আবিষ্কৃত হয়। যেমন মিশকাতুল মাছাবীহ-এর খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) 'আল-লাআলী' কেতাবের বরাতে বলেন, 'জুম'আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'ছালাতে আল্ফিয়াহ' নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই বানোয়াট ও মওযূ অথবা যঈফ। এই বিদ'আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং মাতব্বরী করা ও পেট পুর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ'আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্কার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র গযবে যমীন ধসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন'।

এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামা'আত বদ্ধভাবে ছালাত আদায় করা, যিকর-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটা প্রথমে শুরু করেন। তারা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে, আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনসাধারণ্যে ব্যাপ্তি লাভ করে।

রূহের আগমন : এই রাত্রিতে 'বাক্বী'উল গারক্বাদ' নামক কবরস্থানে রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেয়ারত করতে যাওয়ার হাদীছটি *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯)* যে যঈফ ও মুনক্বাত্বা' তা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। এখন প্রশ্ন হ'ল, এই রাতে সত্যি সত্যিই রূহগুলো ইল্লীন বা সিজ্জীন হ'তে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে কি-না। যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মহিলাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ সূরায়ে ক্বদর-এর ৪ ও ৫নং আয়াত দু'টি পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে, تَنَزَّلُ الْمَلآئِكَةُ وَالــرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ، هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ– 'সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত'। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফিরিশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে।

শা'বান মাসের করণীয় : রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন' *(নাসাঈ হা/২১৭৯, সনদ ছহীহ)*। যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয'-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

১৬ই ডিসেম্বর সারেন্ডার অনুষ্ঠানে জে. ওসমানী কেন উপস্থিত ছিলেন না? চাঞ্চল্যকর তথ্য

মোবায়েদুর রহমান

ভারতীয় 'গুন্ডে' ছবি নিয়ে বাংলাদেশের একশ্রেণীর পত্রপত্রিকায় ঘোর প্রতিবাদ চলছিল। আরেক শ্রেণীর পত্রপত্রিকা এই ব্যাপারে মোটামুটি খামোশ মেরে ছিল। ওরা হয়তো সরকারের খয়ের খাঁ। তখনই কথা উঠেছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী আসলে কোন বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে? ভারতের তরফ থেকে প্রথম থেকে বলা হচ্ছিল যে, পাকবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ বলছিল যে, ভারতীয় বাহিনী নয়, যৌথবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে পাকিস্তান বাহিনী। আসলে কোনটি সত্য? গুন্ডে ছবিতেও বলা হয়েছে যে, ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে পাকিস্তান বাহিনী। সেজন্যই এত প্রতিবাদ।

প্রকৃত সত্য জানার জন্য সারেণ্ডার ডকুমেন্টটি দেখতে হবে। তাই ইন্টারনেটে ওই ডকুমেন্টটি দেখলাম। সেখানে ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরা ডকুমেন্টের নিচে সই করেছেন। তার পদবী দেয়া হয়েছে নিম্নরূপ : `General Officer Commanding in Chief/India and BANGLADESH Forces in the Eastern Theater/16th December 1971. অর্থাৎ জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ(অধিনায়ক) /পূর্বাঞ্চলস্থ' ভারত ও বাংলাদেশের যৌথবাহিনী। বাংলাদেশের তরফ থেকে যুদ্ধ করেছে মুক্তিবাহিনী। এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন, জে. এমএজি ওসমানী। তিনি ছিলেন যৌথ বাহিনীর উপপ্রধান।

ইন্টারনেটে গিয়ে গুগলে 'Instrument Of Surrender' শিরোনামে Log On করবেন। শুধু এই তথ্য নয়, এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আরো অনেক তথ্য পাবেন। প্রিয় পাঠক, আমার সাথে আপনারাও নিশ্চয়ই একমত যে, যে ডকুমেন্ট ওপরে দেয়া হ'ল এরপর এর ব্যাপারে বিভ্রান্তির আর কোন অবকাশ থাকবে না।

সেই সারেণ্ডার অনুষ্ঠানে ভারতের তরফ থেকে জে. আরোরা উপস্থিত থাকলেন, বাংলাদেশের তরফ থেকে যৌথ বাহিনীর উপ প্রধান জেনারেল ওসমানী কেন উপস্থিত থাকলেন না?

এই নিয়ে অনেক জ্বলন্ত প্রশ্ন মানুষের মনকে সেইদিন থেকেই আলোড়িত করছে এবং আজো আলোড়িত করেই চলেছে। আমরা এ সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। সেসব কথা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আজো ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে সেসব কথা লেখা যায় না। হয়তো এ সম্পর্কে তথ্য আছে। কিন্তু সব তথ্য কি জোগাড় করা সম্ভব? এ ব্যাপারে একটি তথ্য আমার হাতে এসেছে। সেটি আপনাদের খেদমতে পেশ করছি।

গত ৬ মার্চ 'দৈনিক যুগান্তরে' ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশীর একটি লেখা ছাপা হয়েছে। লেখাটির শিরোনাম, 'গুন্ডে ছবির রাজনীতি'। লেখার এক স্থানে একটি সাব হেডিং রয়েছে। সেটি হ'ল, 'পাকবাহিনী কার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে?'।

এরপর লেখা হয়েছে, 'ওসমানী তখন কোথায় ছিলেন?' অতঃপর বলা হয়েছে, 'এ ব্যাপারে জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে আলাপচারিতার একটি দিনের কথা মনে পড়ে। ১৯৭৮ সালের একদিন তার সঙ্গে সিলেট থেকে সড়ক পথে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলাম। একটা জিপের সামনের আসনে দু'জন পাশাপাশি বসা। জেনারেল খুব আলাপী মানুষ ছিলেন। সারা পথ তার জীবনের নানা ঘটনা সরস ভাষায় বলে যাচ্ছেন। আমি নিবিষ্ট মনে শুনছি।

জিপটা যখন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে বলে উঠলাম : 'স্যার, একটা বিষয় খুব জানতে ইচ্ছে করে, একাত্তর সালের ১৬ ডিসেম্বর যখন পাকবাহিনী রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে তখন আপনি সেখানে উপস্থিত থাকেননি কেন?'

জেনারেল সাহেব প্রশ্নটি শুনে একটু যেন চমকে উঠলেন। কথা থামিয়ে চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর যখন বলতে শুরু করলেন তখন তার গলার স্বর পাল্টে গেছে। একটু ধীরে তার স্বভাবগত ভাবগম্ভীর স্বরে ঠোঁট চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে শুরু করলেন (প্রায় দু'বছর প্রায় সর্বক্ষণ তার কাছাকাছি থাকার সুবাদে ততদিন বুঝে নিয়েছি রেগে গেলে তিনি এভাবে কথা বলেন)। বললেন, 'ইট ওয়াজ এ ডার্টি কনসপিরেসি। আই ওয়াজ গোয়িং টু অ্যাটেন্ড দ্যাট সারেণ্ডার সেরিমনি। ইট ওয়াজ ইন দ্যা প্রোগ্রাম। মাইসেলফ অ্যান্ড জেনারেল রব। উই স্টারটেড ফ্রম দিস ভেরি প্লেস কুমিল্লা। বাট ইউ নো অন দ্য ওয়ে উই আয়ার সাডেনলি আস্কড নট টু প্রসিড। ব্যাটারা অয়্যারলেসে বলেছে, পথে নাকি অসুবিধা আছে। আমরা যেন সিলেটের দিকে চলে যাই। পাইলট হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে দিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে। তার কিছুক্ষণ পরেই আমরা পড়ে গেলাম গান ফায়ারে। আমার পাশে জেনারেল রব গুলিবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। আল্লাহ্র রহমতে শাহ জালালের দো'আয় আমার গায়ে একটা গুলিও লাগেনি...।' বলেই আবার চুপ হয়ে গেলেন (স্মৃতি থেকে যথা সম্ভব তার কথাগুলো তার বাচন ভঙ্গিতে হুবহু তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কিছু ডট ডট আছে। সব কথা বলা যায় না)। লক্ষ্য করলাম, রাগে তিনি গর গর করছেন। আমি চুপ করে থেকে মনে মনে সেই হেলিকপ্টারের দৃশ্যটা কল্পনা করতে থাকলাম।

ফেরদৌস কোরেশী, জেনারেল ওসমানীর উদ্ধৃতিতে, তার (জেনারেলের) সারেণ্ডার অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকার কারণ বর্ণনা করেছেন। জেনারেলকে বহনকারী হেলিকপ্টারে গুলি বর্ষণ করা হয়। ওই হেলিকপ্টারের আরেকজন আরোহী জেনারেল আব্দুর রব আহত হন এবং রক্তাক্ত হন। সৌভাগ্যক্রমে ওসমানীর গায়ে কোন গুলি লাগেনি। এখানে কিছু ফাঁক রয়েছে। সেই ফাঁকগুলো ফেরদৌস কোরেশী পূরণ করেননি। যে হেলিকপ্টারটি ঢাকার উদ্দেশ্যে কুমিল্লা থেকে উড্ডয়ন করেছিল সেটিকে সিলেটে যাওয়ার জন্য কে বা কারা নির্দেশ দেয়? নির্দেশ অনুযায়ী গতিপথ পরিবর্তন করে হেলিকপ্টারটি সিলেটের দিকে যাচ্ছিল। তাহলে মাঝপথে কে বা কারা ওই হেলিকপ্টারে গুলি বর্ষণ করে? এই ঘটনাটি বাংলাদেশ সরকার আজ পর্যন্ত চেপে রেখেছে কেন? এই সব আমাদের কোন প্রশ্ন নয়। যারা পঞ্চাশোর্ধ্ব, তাদের সকলের মনকে এই প্রশ্নটি দারুণভাবে আলোড়িত করে এবং আগামী দিনগুলোতেও আলোড়িত করতেই থাকবে।

[সংকলিত]

জেল-যুলুমের ইতিহাস

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(৩য় কিস্তি)

(৪) 'পুলিশি অভিযান আইওয়াশ ॥ মামলা হয়েছে ৫৪ ধারায় : ড. গালিব কারাগারে জামাই আদরে রয়েছেন : খাবার পত্রিকা সরবরাহ হচ্ছে নিয়মিত' :

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার গ্রেফতারের মাত্র তিন দিন পর ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ তারিখে দেশের বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক *'যুগান্তর'*-এর প্রথম পৃষ্ঠার চার কলাম ব্যাপী লীড নিউজ ছিল এটি। রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে- 'ড. গালিব তাঁর সহযোগীদের ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়েছে পুলিশ। গ্রেফতারের ৪৮ ঘণ্টা পরও কোন সুনির্দিষ্ট মামলা না হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ও সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে। রাজশাহী শহরে গতকাল এটাই ছিল মূল আলোচনার বিষয়। সব মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে, জঙ্গি অভিযানের নামে পুলিশের ভূমিকা কি কেবলই আইওয়াশ? যদি তা নাই হবে তাহলে বাংলা ভাইকে কেন গ্রেফতার করা যাচ্ছে না এই প্রশ্নটিও ঘুরে-ফিরে আসছে। ড. গালিব ও তার চার সহযোগীকে গ্রেফতারের পর রাজশাহীর নওদাপাড়ার তার মাদ্রাসা কমপ্লেক্স এখনও পুলিশ ও বিডিআর পাহারা দিলেও কার্যত পুলিশ ও অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর এ বিষয়ে আর কোন তৎপরতা নেই। অন্যদিকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে ড. গালিবসহ তার অন্য সহযোগীরা জামাই আদরে রয়েছেন। প্রতিদিন খাবারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অনায়াসেই তিনি পাচ্ছেন জেলখানার অভ্যন্তরে বসে। এমনকি জেলের অভ্যন্তরে নিত্যদিনের পত্রিকাও পাচ্ছেন'।

'সত্যের সন্ধানে নির্ভীক'(?) এই শ্লোগানে প্রকাশিত জাতীয় এই দৈনিকের রিপোর্টার এখানে গলদঘর্ম হয়েছেন সরকার ও প্রশাসনকে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, ড. গালিব একজন জঙ্গী নেতা। তার বিরুদ্ধে কেন এখনো কোন মামলা হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আত রাজশাহী কারাগারে ছিলেন মাত্র এক রাত। তারপরই তাদেরকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়। অথচ রিপোর্টার তিন দিন পর লিখছেন, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনি আছেন জামাই আদরে। রিপোর্টের ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে উক্ত রিপোর্টার নিজে তাঁর বিরুদ্ধে ৮/১০টি মামলা দিতে পারলে হয়ত বেশী খুশী হ'তেন। এই হচ্ছে 'সত্যের সন্ধানে নির্ভীক'(?) পত্রিকার তথাকথিত সত্যবচন (?)।

(৫) 'আহলে হাদিস বাংলাদেশের সাফাই' :

ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর তৎকালীন সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয ও সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর জঙ্গীবিরোধী অবস্থান তুলে ধরে এবং বিনা অপরাধে গ্রেফতারকৃত মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করে পত্র-পত্রিকায় একটি বিবৃতি প্রদান করেন। অথচ এই সহজ-সরল বিবৃতিটিকে ২৭ ফেব্রুয়ারী'০৫ তারিখের দৈনিক *'ভোরের কাগজ'* পত্রিকা উক্ত শিরোনামে নেতিবাচক ভঙ্গিতে প্রকাশ করে। মনে হচ্ছে, ভোরের কাগজ পত্রিকা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি জঙ্গীবাদী আন্দোলন। কাজেই এ আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা নিজেদের আসল রূপ আড়াল করার জন্য সাফাই গাওয়ার পথ বেছে নিয়েছে। ইতিবাচক মানসিকতার রিপোর্টার হ'লে কখনো এভাবে শিরোনাম করা সম্ভব হ'ত না।

(৬) 'মেয়র মিনুর সার্টিফিকেট : ড. গালিব ও তার সংগঠন জঙ্গি বা রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতায় জড়িত নয়' :

রাজশাহী সিটি করপোরেশনের তৎকালীন মেয়র জনাব মিজানুর রহমান মিনু কর্তৃক আমীরে জামা'আত ও আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রকে নেতিবাচক ভাবে চিত্রিত করে রিপোর্ট করে ১লা মার্চ তারিখের দৈনিক *'আজকের কাগজ'* পত্রিকা। রিপোর্টে প্রত্যয়নপত্রটি হুবহু স্বাক্ষর সহ স্কেনিং করে ছাপানো হয়। একই রিপোর্টে সাতক্ষীরা-২ আসনের তৎকালীন এমপি আব্দুল খালেক মণ্ডলকেও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টের সার নির্জাস এই যে, ক্ষমতাসীন দলের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র এবং এমপি কিভাবে ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিবের মত একজন দোষী (?) ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যয়ন দিতে পারেন?

উল্লেখ্য যে, ২০.০৮.২০০৪ তারিখে প্রদত্ত উক্ত প্রত্যয়ন পত্রে বলা হয় যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এদেশে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নির্ভেজাল তাওহীদভিত্তিক সমাজ গঠনে কাজ করে যাচ্ছে।...প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব একজন নিঃস্বার্থ সমাজসেবক জনদরদী ও দেশপ্রেমিক। তিনি দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় আলেমে-দ্বীন, সুসাহিত্যিক, ওজস্বী বাগ্মী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার (মেয়র) পরিচিত। তার তত্ত্বাবধানে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত সংগঠনের মুখপাত্র মাসিক আত-তাহরীক দেশের স্বাধীনতা, ঐক্য ও সংহতির পক্ষে একটি অনন্য সাধারণ গবেষণা পত্রিকা হিসাবে দেশে ও বিদেশে বিপুলভাবে সমদৃত। আমার জানামতে কোন জঙ্গীবাদী ও চরমপন্থী ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে তাদের কোনরূপ সম্পর্ক নেই এবং কোন রাষ্ট্রদ্রোহী ও আইন-শৃংখলাবিরোধী সংগঠনের তারা জড়িত নন।'

(৭) 'গোয়েন্দাদের শত শত প্রশ্নেও টলেননি গালিব' 'জেআইসিতে ড. গালিব বিভ্রান্তিকর তথ্য দিচ্ছে, গোয়েন্দারা বিপাকে' :

২রা ও ৩রা মার্চের একাধিক জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায় আমীরে জামা'আতের জেআইসির জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর বিভিন্ন খবর প্রকাশিত হয়। ২রা মার্চ সিলেট থেকে প্রকাশিত আঞ্চলিক পত্রিকা 'দৈনিক শ্যামল সিলেটে' শিরোনাম করা হয় 'গোয়েন্দাদের শত শত প্রশ্নেও টলেননি গালিব'। একই তারিখের দৈনিক 'যুগান্তর' রিপোর্ট করেছে- 'জেআইসিতে ড. গালিব বিভ্রান্তিকর তথ্য দিচ্ছে, গোয়েন্দারা বিপাকে'। ৩১ শে মার্চের 'আমার দেশ' লিখেছে 'রিমাণ্ডে মুখ খুলেননি ড. গালিব'। ৩ রা এপ্রিলের দৈনিক প্রথম আলো রিপোর্ট করেছে 'ড. গালিব ও সহযোগীরা মুখ খোলেননি ফের নওগাঁ জেলা কারাগারে'। এরকম বিভিন্ন চটকদার শিরোনাম দিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করে বাম ও রামপন্থী পত্রিকাগুলি আমীরে জামা'আত ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতিকে স্তব্ধ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগে।

(৮) 'অধিকাংশ জাতীয় দৈনিক গরু মেরে জুতা দানের নীতি অনুসরণ করছে, আহলে হাদিসের আত-তাহরীক পত্রিকার সম্পাদকীয়' :

আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারের প্রাক্কালে মাসিক আত-তাহরীক মার্চ'০৫ সংখ্যার জন্য তাঁর লেখা সম্পাদকীয় 'মিথ্যাচার ও সাংবাদিকতা'র সমালোচনা করে ৫ই মার্চ'০৫ তারিখের দৈনিক *'আজকের কাগজে'* আত-তাহরীক-এর ছবি সহ একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। শিরোনাম দেওয়া হয় 'অধিকাংশ জাতীয় দৈনিক গরু মেরে জুতা দানের নীতি অনুসরণ করছে'।

উল্লেখ্য যে, গত ১৭ ফেব্রুয়ারী'০৫ তারিখে রাজশাহী মহানগরীর স্বপ্নিল কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত মুহতারাম আমীরে জামা'আতের লিখিত বক্তব্য বিকৃত করে বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে উদ্দেশ্যমূলক শিরোনামে রিপোর্ট প্রকাশ করায় এ বিষয়ে জাতীকে সতর্ক করা এবং সংশ্লিষ্টদের সাংবাদিক সততার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মূলত 'মিথ্যাচার ও সাংবাদিকতা' শিরোনামে সম্পাদকীয়টি লেখা হয়। যেখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে একথাগুলো উল্লেখ করা হয় যে, '...সাংবাদিকতার নীতিমালা কি তবে সুন্দরভাবে মিথ্যা বলা? ভিত্তিহীন বিষয়কে কল্পনার ফানুস দিয়ে অট্টালিকা বানানো? অথচ মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যা শোনা হয় তাই-ই বর্ণনা করা হয়। কোনরূপ যাচাই-বাছাই ব্যতীত একজনের বিরুদ্ধে কিছু লেখা ও তার চরিত্র হনন করা যদি সাংবাদিকতার আওতাভুক্ত হয়, তবে বলা যায় যে, সাংবাদিকতার চাইতে জঘন্য পেশা বর্তমান যুগে আর কিছু নেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ জাতীয় দৈনিক বর্তমানে গরু মেরে জুতা দানের নীতি অনুসরণ করছে। যেমন কারু বিরুদ্ধে নোংরা শিরোনামে দিয়ে অপপ্রচার করা হ'ল। অতঃপর গা বাঁচানোর জন্য কখনও কখনও ভিতরে বা নীচে ছোট করে একটু প্রতিবাদ ছাপিয়ে দিল। এতেই তার সাংবাদিক সততার প্রমাণ দেওয়া হয়ে গেল। অনেক পত্রিকা ওটুকুও ছাপে না। ছাপলেও ভিতরে এমন করে ছাপবে, যেন সহজে কারু নযরে না পড়ে। ধিক সাংবাদিক সমাজের প্রতি, যারা মিথ্যাকে তাদের পুঁজি হিসাবে গ্রহণ করেছে। সত্যকে বিক্রি করে দুনিয়া অর্জন করছে। ...মানুষের জানমাল ও ইযযত পরস্পরের জন্য হারাম। অথচ হলুদ সাংবাদিকতার মাধ্যমে সেই ইযযত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। একজন সম্মানী ব্যক্তির সম্মান ক্ষুণ্ন করা কিংবা বিনষ্ট করাই যেন এই সব সাংবাদিকতার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিনিময়ে তারা দুনিয়ায় কিছু হাছিল করলেও আখেরাত যে হারাচ্ছেন, এটা সুনিশ্চিত। তথ্য সন্ত্রাসের এই যুগে একটি মিথ্যাকে শতকণ্ঠে বলিয়ে গোয়েবলসীয় কায়দায় সত্য বলে প্রমাণিত করার যে কোশেশ চলছে, তার দ্বারা পাঠক সমাজ সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হবে, সমাজ বিনষ্ট হবে। কিন্তু দেরীতে হলেও চূড়ান্ত বিচারে সত্যই জয়লাভ করবে। এটাই স্বাভাবিক ও চিরন্তন সত্য।'

এ হক কথাগুলিতেই তথাকথিত ঐ সাংবাদিকদের গায়ে আগুন ধরে যায়। ফলে আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারের পর এরা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে বিভিন্ন ইস্যু, যা নিয়ে উদ্ভট কিছু লিখা যায়। কখনো তাঁর 'দাওয়াত ও জিহাদ' বই, কখনো 'ইক্বামতে দ্বীন' বইয়ের অপব্যখ্যা ও কখনো 'আত-তাহরীক'-এর লেখনীর সমালোচনায় এরা পঞ্চমুখ হয়েছে। যাচ্ছেতাই শিরোনাম দিয়ে মিথ্যার বেশাতী সাজিয়ে পাঠকআকৃষ্ট কিছু উপহার দেওয়ার অপচেষ্ট চালিয়েছে।

(৯) 'জঙ্গি গ্রেপ্তার অভিযানকে ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেছে গালিবের পত্রিকা' :

৫ই মার্চে আজকের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টের সূত্র ধরে দু'দিন পর বাম ঘরানার অন্যতম দৈনিক *'প্রথম আলোতে'*ও একই ধারার রিপোর্ট ছাপা হয়। 'জঙ্গি গ্রেপ্তার অভিযানকে ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেছে গালিবের পত্রিকা' শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, 'ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও সহযোগীদের গেপ্তারসহ উত্তরাঞ্চলে জঙ্গি গ্রেপ্তার অভিযানকে ভিনদেশী গোয়েন্দা সংস্থার নীলনকশা বলে উল্লেখ করেছে তার মালিকানাধীন আত-তাহরীক নামের একটি মাসিক পত্রিকা। ওই পত্রিকার চলতি সংখ্যায় (৮ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা) মূল প্রবন্ধে ড. গালিবকে গ্রেপ্তারে কতিপয় সরকার বিরোধী পত্রিকা, সরকারের ভিতরে লুকিয়ে থাকা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট ও সাংবাদিকের ভূমিকাকে মুখ্য বলে তাদের নিন্দা করা হয়েছে।' গোয়েন্দা সংস্থার একজন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয় যে, 'ড. গালিবের বাড়ির ঠিকানা থেকেই পত্রিকাটির চলতি সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়েছে, ওই সংস্থা সরকারবিরোধী একটি মহলকে হাত করে আন্তর্জাতিকভাবে দেশের মান-মর্যাদাকে ছোট করার জন্য পরিকল্পিতভাবে এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে নেমেছে। এই

ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে তারা গ্রামের সহজ-সরল লোকদের মাঠে নামিয়ে জঙ্গিবাদের ছাপ লাগিয়ে তাদের দ্বারা পূর্ব প্রস্তুতকৃত স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে বিভিন্ন বাম ও সরকারবিরোধী পত্রিকার মাধ্যমে জাতির সামনে প্রকাশ করছে।' রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয় যে, 'এই পত্রিকার সংস্করণটি সম্পর্কে সরকারীভাবে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। পত্রিকাটির বেশকিছু কপি গোয়েন্দা সংস্থা উদ্ধার করে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।'

উল্লেখ্য যে, 'আত-তাহরীক'-এর কোন সংখ্যাই আমীরে জামা'আতের বাড়ীর ঠিকানা হ'তে প্রকাশ হয়নি। সকল সংখ্যাই রাজশাহীর কেন্দ্রীয় ঠিকানা হ'তে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে এবং আত-তাহরীক-এর কোন একটি সংখ্যাও বন্ধ হয়নি। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

(১০) 'তদন্ত কর্মকর্তারাই ভক্ত হয়ে গেছে ড. গালিবের' :

৭ই মার্চ ২০০৫ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজ পত্রিকায় উক্ত শিরোনামে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটির সার সংক্ষেপ হচ্ছে- 'জয়েন্ট ইন্টারগেশন সেলে (জেআইসি) টানা এক সপ্তাহ জিজ্ঞাসাবাদ করেও আহলে হাদিস বাংলাদেশ-এর আমীর ড. গালিবের কাছ থেকে গোয়েন্দারা জঙ্গি তৎপরতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র তথ্য বের করতে পারেনি। জিজ্ঞাসাবাদের নামে এখন চলছে খোশগল্প। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মতে, জিজ্ঞাসাবাদকারী কর্মকর্তাদের অনেকেই এখন ভক্ত হয়ে গেছেন ড. গালিবের। অনেক কর্মকর্তাই তার লেখা বই পড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ড. গালিব দেশের শীর্ষস্থানীয় গোয়েন্দাদের তার মতো করে ইসলামের জন্য জেহাদ ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছেন।' জয়েন্ট ইন্টারগেশন সেলের জনৈক কর্মকর্তার বরাতে রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয় যে, 'ড. গালিবকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে তারা বেকায়দায় পড়েছেন। কারণ তিনি মৃদু ভাষায় গোয়েন্দাদেরকেই তার অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন'।

(১১) 'ড. গালিবের বিরুদ্ধে দায়সারা তদন্ত, দুর্বল অভিযোগপত্র':

১৬ ই মার্চ ২০০৫ তারিখে উক্ত শিরোনামে দৈনিক *'প্রথম আলো'র* ১ম পৃষ্ঠায় দুই কলামে বিশাল রিপোর্ট ছাপা হয়। এই রিপোর্টে আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে ৮টি মামলা করা হ'লেও এগুলোর তদন্ত দায়সারা ভাবে চলছে উল্লেখ করে রিপোর্টার এর জন্য সরকার ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদেরক দায়ী করেন। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, 'ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অন্তত আটটি মামলা দায়ের করা হলেও এগুলোর তদন্ত চলছে দায়সারাভাবে। এসব মামলায় ড. গালিবকে গেপ্তার দেখানো হলেও তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণ কারার মতো সাক্ষ্য পুলিশের হাতে নেই। তিনটি মামালায় অভিযোগপত্র (চার্জশীট) দাখিল করা হলেও তার ভিত্তি খুবই দুর্বল'।

(১২) 'সিরাজগঞ্জে ড. গালিবকে জিজ্ঞাসাবাদকালে সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণে আহত ১০' :

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় গ্রামীণ বাংকে বোমা হামলা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমীরে জামা'আতকে তিন দিনের রিমাণ্ডে সিরাজগঞ্জ আনা হয়েছে। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। তিনদিন পার না হতেই আবারও ঘটল বোমা বিস্ফোরণ। শহরের মমতাজ সিনেমা হলে চালানো হয় এই বিস্ফোরণ। এতে মারাত্মক আহত হয় অন্তত দশ জন। কিন্তু হলুদ সাংবাদিকতার চেলা-চামুণ্ডারা এর সাথেও যোগসূত্র খোঁজে বেড়ায় আমীরে জামা'আতের। তিন কলাম ব্যাপী রিপোর্ট ছাপা হয় দৈনিক 'আমাদের সময়' পত্রিকায়। শিরোনাম দেওয়া হয় 'সিরাজগঞ্জে ড. গালিবকে জিজ্ঞাসাবাদকালে সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণে আহত ১০'। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় 'উল্লাপাড়া গ্রামীণ ব্যাংকে বোমা হামলার অন্যতম আসামি আহলে হাদীছ আন্দোলনের প্রধান ড. গালীবকে জিজ্ঞাসাবাদরে জন্য গত মঙ্গলবার সিরাজগঞ্জে আনা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালত ৩ দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করে। এই সময় মমতাজ সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় রহস্যের সৃষ্টি হয়।'

[ক্রমশঃ]

ঘোষণা

এতদ্বারা **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মী, সুধী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী সহ সকলের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২০০৫ সালে আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের পর থেকে যারা নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, জেল-হাজত খেটেছেন অথবা অন্য কোনভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন, তাদেরকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় নিজেদের অভিজ্ঞতা লিখে পাঠানোর জন্য অথবা নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যা **আত-তাহরীক**-এর অত্র কলামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, থানা: শাহমখদুম
রাজশাহী। মোবাইল:০১৭১৫০০২৩৮০

সময় পরিবর্তন

মাসিক আত-তাহরীক
ফাতাওয়া হটলাইন
০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭

পরিবর্তিত সময়

প্রতিদিন বাদ আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত

রহস্যাবৃত নিখোঁজ মালয়েশিয়ান বিমান

*শেখ আব্দুছ ছামাদ**

‘আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং সবকিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন’ (*নিসা ৪/১২৬*)।

সমুদ্রগর্ভের বিশাল পানিরাশি কিংবা ভূগর্ভের কঠিন পর্বত শিলার অভ্যন্তরে অমাবস্যার নিকষকৃষ্ণ আঁধার রাতে যখন কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কালো পিপীলিকাও বিচরণ করে, সেটিও সর্বদ্রষ্টা সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহর অগোচরে নয়। আসমান ও যমীনে বিচরণকারী এমন কোন বস্তু, পদার্থ ও প্রাণী নেই যার প্রবেশ-প্রস্থান, স্থিতি ও গতি সম্পর্কে সদাসর্বক্ষণ মহান আল্লাহ পরিজ্ঞাত নন। রহস্য নামক কোন শব্দ তাঁর অভিধানে নেই। মহান আল্লাহ্‌র শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এভাবেই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কাছে মানুষের জ্ঞান যে কিছুই নয় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান বংশোদ্ভূত ‘রাইট ব্রাদার’ দ্বয়ের আকাশপথের সবচেয়ে আধুনিকতম যোগাযোগের বাহন উড়োজাহাজ আবিষ্কারের পর থেকে বহুবার যাত্রীসহ বিমান নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে বর্তমান অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে অতিসম্প্রতি মালয়েশিয়ান যাত্রীবাহী বিমান এম.এইচ-৩৭০ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় বিশ্ববাসী বিস্ময়ে হতবাক ও বিমূঢ় হয়ে গেছে। এতগুলো যাত্রীসহ বিশাল আকারের একটি বিমান স্যাটেলাইটসহ সকল প্রকার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির চোখ ফাঁকি দিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে, এমন রহস্য যেন রূপকথাকেও হার মানায়।

উড়োজাহাজ হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা একেবারে নতুন নয়। আকাশে ডানা মেলার পর থেকে এ যাবত যত বিমান নিখোঁজ হয়েছে ইতিহাসে তার কোনটির সন্ধান মিলেছে, আবার কোনটি যে কোথায় হারিয়ে গেছে তা আজো মানুষের কাছে অজানা রহস্য হিসাবেই রয়ে গেছে।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২ জুলাই অ্যামেলিয়া আরহার্ট আস্ত একটি উড়োজাহাজ নিয়ে গায়েব হয়ে যান। অ্যামেলিয়া আরহার্ট প্রথম নারী যিনি বিশ্ব পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে আটলান্টিকের উপর দিয়ে একাই উড়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আটলান্টিক পেরিয়ে যাওয়ার পর প্রশান্ত মহাসাগরের উপর এসেই সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। হল্যান্ড দ্বীপের উপর দিয়ে যাওয়ার সময়ই পথ হারিয়ে বিমানটি উড়ে যায় এক অজানা গন্তব্যে। ইতিহাস আজও যার সন্ধান দিতে পারেনি।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের কোন একদিন লিজেন্ডারি ব্যান্ড তারকা ও গিটারিস্ট গ্লেন মিলার বিমান নিয়ে আকাশপথে ছুটে চলেন ইউএস আর্মি এয়ার ফোর্সের সদস্যদের আনন্দদানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর কাছে পৌঁছানোর আগেই তিনি খবরে পরিণত হয়ে যান। আকাশে বিমান সমেত হারিয়ে যান তিনি। আরএএফ টিনউড থেকে আকাশে উড্ডয়নের পর ইংলিশ চ্যানেলের উপর থাকা অবস্থায় সর্বশেষ যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন মিলার ও বিমানের নেভিগেটর। মিলার ও তার বিমানের সন্ধান আজো আমাদের নিকট অজানাই রয়ে গেছে।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর দুপুরে বারমুডা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট-১৯ নামক আমেরিকার বিমানবাহিনীর পাঁচটি টর্পেডো নিক্ষেপকারী ‘টিবিএম অ্যাভেঞ্জার’ বিমান ফ্লোরিডা বিমানবন্দর হ’তে উড্ডয়ন করে। মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টিপাতের কারণে সেদিন দূরের জিনিস ভালভাবে দেখা যাচ্ছিল না। বিকাল ৪-টার দিকে দু’জন পাইলটের বেতার বার্তা থেকে প্রথম বোঝা যায় যে, ফ্লাইট-১৯ পথ হারিয়েছে। হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে বৈমানিকদের একজন বেতার বার্তায় একটি কথাই বারবার বলছিলেন যে, ‘সামনে প্রচণ্ড কুয়াশা। আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় যে যাচ্ছি তাও বুঝতে পারছি না। আমাদের উদ্ধার কর’। শেষ পর্যন্ত পাঁচ পাঁচটি যুদ্ধ বিমান কোন রকম আভাস ছাড়াই যেন গায়েব হয়ে গেল এক অজানা রহস্যাহত স্থানে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের কোন একদিন শুভ্র তুষারে ঢাকা আন্দিজ পর্বতমালার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল ব্রিটিশ সাউথ আমেরিকান এয়ারওয়েজ। ১১ জন আরোহী নিয়ে বিমানটি সেই যে উড়ে গেল আর ফিরে এলো না। অবশ্য প্রায় ৫০ বছর পরে একদল সেনাবাহিনীর এক অভিযানে আন্দিজ পর্বতমালায় মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া যায়। যা প্রমাণ করে হয়তো নিখোঁজ বিমানেরই যাত্রী ছিলেন তারা।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারী বিএসএএ টাইপের একটি বিমান বারমুডা থেকে জ্যামাইকা যাওয়ার পথে হারিয়ে যায়। বাতাসে ভাসার পর থেকেই যোগাযোগ ব্যবস্থায় ত্রুটি ধরা পড়ে। তারপর হঠাৎ করেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বিমানটি। দীর্ঘক্ষণ যোগাযোগের চেষ্টা ও অনুসন্ধান করে একপর্যায়ে ২৫ জানুয়ারী ২০ জন যাত্রী ও পাইলট স্টার অ্যারিয়েলসহ বিমান ক্রুদের খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়ে দেওয়া হয়। সে দুর্ঘটনার কারণ আজো অজ্ঞাত।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। প্রশান্ত মহাসাগরের গুয়াম থেকে ৯০ জন সামরিক কর্মকর্তাকে নিয়ে ফিলিপাইনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ফ্লাইং টাইগার লাইন ফ্লাইট-৭৩৯। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিমানটি আর ফিলিপাইনে পৌঁছায়নি। ১৩০০ জনের সামরিক তল্লাশি অভিযানে বিমানটির কোন নাম-নিশানাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিমানটির ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা আজও রহস্যাবৃত।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে উরুগুয়ান এয়ার ফোর্স ফ্লাইট ৫৭১ চিলির সান্টিয়াগোর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে ৪৫ জন যাত্রী নিয়ে। আবহাওয়া যথেষ্ট খারাপ হওয়ার কারণে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই বিমানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। পাইলট বারবার রেডিও বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। আচমকা এক ঝাটকায় বিমানটি আছড়ে পড়ে আন্দিজ পর্বতমালার কাছাকাছি স্থানে। হারিয়ে যাওয়ার ৭২ দিন পরে উদ্ধারকারীরা বিমানটি খুঁজে পান।

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

২০০৯ সালে বিমান ক্রুসহ ২২৮ জন যাত্রী নিয়ে ব্রাজিলের রিও-ডি জেনেরিও থেকে ফ্রান্সের প্যারিসে যাচ্ছিল ৩৩০ নামক একটি এয়ারবাস। আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই বিমানটির সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বারবার রেডিও বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিমান থেকে আর কোন বার্তা পাওয়া যায়নি। এতেই অনুমান করা যায় যে, কী ঘটেছিল বিমানটির ভাগ্যে। বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সময় লাগে পাঁচ দিন। অনুসন্ধানকারী দল বিমানটির শেষ রহস্য আজো উদঘাটন করতে সক্ষম হননি।

সর্বশেষ ২০১৪ সালের ৮ মার্চ মালেশিয়া এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৭৭-২০০ ইআর সিরিজের এম এইচ-৩৭০ বিমানটি ১২ জন ক্রুসহ ১৫টি দেশের মোট ২৩৯ জন যাত্রী নিয়ে স্থানীয় সময় রাত ১২-টা ৪১ মিনিটে কুয়ালালামপুর বিমানবন্দর হ'তে চীনের উদ্দেশ্যে বেইজিং যাওয়ার পথে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। যাত্রার দু'ঘন্টা পর ফ্লাইটটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বেইজিংয়ের স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে ৬-টায় বিমানটি অবতরণের কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ে সেখানে না পৌঁছানোর ফলে ডানা মেলে নানা জল্পনা-কল্পনা ও গুঞ্জন। কেউ বলছে, এটি সন্ত্রাসী ঘটনার ফল। কেউ বলছে, আবহাওয়া বা যান্ত্রিক গোলযোগ। কেউ বলছে, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। আবার কেউ বলছে, এটি জঙ্গিবাদীরা পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। এমনকি পশ্চিমা একজন কূটনীতিক বিমানটি ইরানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করতেও কসুর করেননি। তবে সবচেয়ে ফলাও করে প্রচার করা হয় যাত্রীদের মধ্যকার তিনজন যাত্রীর পাসপোর্ট জালিয়াতির ঘটনাটি।

তবে যে কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটে থাকুক না কেন হারিয়ে যাওয়া বিমানটির সর্বশেষ অবস্থান জানার জন্য এবং তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আধুনিক সর্বপ্রকার চেষ্টা চালনো হয়। কিন্তু ফলাফল শূন্য। বিশ্বের তাবৎ উন্নত পরাশক্তি দেশের সম্মিলিত শক্তি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অনুসন্ধান চালাচ্ছে নিখোঁজ বিমানটির। দেশ থেকে দেশান্তর, সাগর মহাসাগর, আকাশ-মাটি, পাতাল, পাহাড়-পর্বত সর্বত্র চষে বেড়াচ্ছে বিমানটির সন্ধানে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না যে, বিমানটির ভাগ্যে আসলে কী ঘটেছে। জানা যাচ্ছে যে, বিশ্বের পরাশক্তি, উঠতি বৃহৎ শক্তি এবং প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ৩৫টি দেশের বিশেষ সামরিক ব্যবস্থা বিমানটির সন্ধানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উপগ্রহ থেকে ধারণকৃত ছবির মাধ্যমে একটু শব্দ, কম্পন, চিহ্ন, নিদর্শন পাওয়া মাত্রই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সেই ছবির প্রতি। কিন্তু কোন কিছুতেই যেন রহস্যের তলা খুঁজে পাচ্ছে না তারা।

প্রায় একমাস যাবৎ নিখোঁজ এমএইচ-৩৭০ বিমানের খোঁজে সর্বশেষ 'ব্ল্যাক বক্স ডিটেক্টর' নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়া। গত ১লা এপ্রিল আমেরিকান এই বিশেষ যন্ত্র নিয়ে তল্লাশি শুরু করে অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশেষ জাহাজ 'ওশান শিল্ড'। এয়ার চিফ মার্শাল অ্যাঙ্গাস হাউস্টন বলেছেন, অনেকগুলো সিগন্যালের সূত্র ধরে তারা ভারত মহাসাগরে একটি ছোট এলাকা শনাক্ত করেছেন। অনুসন্ধানকারী জাহাজ ওশান শিল্ড এপর্যন্ত দু'বার এমন সিগন্যাল শনাক্ত করেছে, যা নিখোঁজ বিমানের ব্ল্যাক বক্স থেকে নির্গত বলে মনে করছেন উদ্ধারকারীগণ। যে সিগন্যালের একটির স্থায়িত্ব ছিল ৫ মিনিট ৩২ সেকেন্ড এবং অন্যটির প্রায় ৭ মিনিট। উল্লেখ্য যে, কোন বিমানের ব্ল্যাক বক্স ৩০ দিন পর্যন্ত সিগন্যাল পাঠাতে পারে।

ওশান শিল্ডসহ বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৩টি জাহাজ ভারত মহাসাগরে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এতদসত্ত্বেও বহুল আলোচিত নিরুদ্দেশ বিমানটির কোন নাম গন্ধও আধুনিক মানববিশ্ব খুঁজে পাচ্ছে না। যদিও দাবী করা হয় যে, জল-স্থল-অন্তরীক্ষ বর্তমানে মানুষের নখদর্পণে। বলা হয়ে থাকে, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের ব্যাপক উন্নতির ফলে পায়ের তলার পৃথিবী এখন খুবই ছোট। গোটা বিশ্ব একটি ক্ষুদ্র পল্লীর সমান। কোন মহাদেশের কোন শহরের কোন সড়কের কত নম্বর বাড়ীতে আপনি ঘুমিয়ে আছেন তা বলে দেওয়া সম্ভব। বিশেষ করে আপনি যদি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি বা গ্যাজেটের নিবন্ধিত গ্রাহক হয়ে থাকেন, তাহ'লে তো কোন ব্যাপারই নয়।

এত কিছুর পরেও প্রশ্ন জাগে, এত সক্ষম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারক পৃথিবীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে মালয়েশিয়ান এয়ার লাইন্সের বিমানটি কোথায় হারিয়ে গেল? গমন পথের আশপাশের শত শত বিমানবন্দর ও সামরিক ঘাঁটির রাডারগুলো কি করল? সমুদ্র ও আকাশের কাঁপন, শব্দ এবং প্রতিটি ব্যতিক্রম ধরতে পারে এমন হাই সেনসেটিভ যন্ত্রপাতিগুলো কি ঘুমিয়ে ছিল? যাত্রীদের মোবাইল ফোনগুলোর সেল চার্জ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই কেন এগুলোর লোকেশন ডিটেক্ট করা গেল না? বিমানের ব্ল্যাক বক্স খুঁজে পাওয়ার প্রযুক্তি এখানে এতটা নিষ্ক্রিয় থাকল কেন? পূর্ব ও পশ্চিমের কথিত বাঘা বাঘা জ্যোতিষী, গণক ও জিনের সাধক এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এটে আছেন কেন?

পরিশেষে বলা যায়, মানুষ যখন তার ক্ষমতার উপর খুব বেশী ভরসা করতে শুরু করে, যখন তারা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নিজেদের উদ্যোগে আয়োজনের উপর বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে, তখন আল্লাহ কোন কোন ঘটনার মাধ্যমে তাকে সতর্ক করে দেন। তিনি চান মানুষ যেন প্রকৃতির উপর তার নিয়ন্ত্রণ আছে ভেবে ভুল না করে বসে। তিনি চান মানুষ যেন সম্বিত ফিরে পায়। তারা যেন ধরাকে সরা জ্ঞান না করে। আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয়সমূহ আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই এবং কিছু সক্ষমতা সত্ত্বেও আল্লাহর ইচ্ছার সামনে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়। পবিত্র কুরআনের এ ঘোষণার নবতর উপস্থাপনাই এসব অস্বাভাবিক ঘটনার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষ কি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না? মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়াত দান করুন- আমীন!

হারাম উপার্জন

*ইহ্সান ইলাহী যহীর**

ভূমিকা : হালাল জীবিকা উপার্জন করা ইসলামে অত্যাবশ্যকীয়। হালাল জীবিকা আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তির অন্যতম উপায়। পক্ষান্তরে হারাম উপার্জনে মানবজাতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রশান্তি দূরীভূত হয়। ফলে কারূণী অর্থনীতির ধনকুবেররা টাকার বিছানা-বালিশে শয়ন করেও অশান্তির দাবানলে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। অপরদিকে হালাল উপার্জনকারী খেটে খাওয়া মানুষ দু'চারটে ডাল-ভাত খেয়েও নিশ্চিন্ত মনে শান্তিতে দিনাতিপাত করে। তাই দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ লাভের জন্য হালাল জীবিকা অর্জনে ব্রতী হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের উপর অবশ্য কর্তব্য। শরী'আতে হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জনের জন্য যেমন বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তেমনি হারাম উপার্জনের ভয়াবহ পরিনতির ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে হারাম উপার্জনের কারণ, ক্ষতিকর দিক সমূহ এবং এর স্বরূপ সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে শরী'আতে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ 'হে মানবকুল! তোমরা পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ 'আল্লাহ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্র যা দিয়েছেন তা হ'তে আহার কর এবং আল্লাহর নে'মতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর' *(নাহল ১৬/১১৪)*।

ইসলাম হারাম উপার্জনকে নিষিদ্ধ করেছে। কারণ এটা উপার্জনকারীর জন্য দুর্ভাগ্য ও বিপদ ডেকে আনে। পরকালীন কঠিন শাস্তির সাথে সাথে এর কারণে মানুষের হৃদয় কঠোর হয়, ঈমানী নূর নির্বাপিত হয়, আল্লাহর অসন্তোষ অবধারিত হয়। দো'আ কবুলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। অতএব হারাম আয়-উপার্জন পরিত্যাগ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

হারাম উপার্জনের তোয়াক্কা না করার ফলে আজ সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, সূদ, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা, মজুতদারী, মাপে ঠকানো, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা সহ বিভিন্ন প্রকার গর্হিত কাজ ব্যাপকতা লাভ করেছে।

মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যখন হালাল উপার্জনের বিষয়টিকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই ছাড়াই উপার্জনে লিপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ– 'মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ উপার্জনের ক্ষেত্রে হারাম-হালাল বিবেচনা করবে না'।[৬০]

আরো একশ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা জেনেশুনে স্বপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহ্র বিধানকে উপেক্ষা করে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বানায়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً، قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُوْنَ– 'বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তোমরা এর কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ? বল, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করছ'? *(ইউনুস ১০/৫৯)*।

হারাম উপার্জনের কতিপয় কারণ

(১) তাক্বওয়াশূন্য হৃদয় : হারাম উপার্জনে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল হৃদয় থেকে আল্লাহভীতি দূর হয়ে যাওয়া। আল্লাহভীতি মানবাত্মাকে হারামে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। আর আল্লাহকে লজ্জা করে অন্যায় কর্ম ত্যাগ করাই হ'ল প্রকৃত লজ্জা। রাসূল (ছাঃ) প্রকৃত লজ্জা কি তা ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ. قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَسْتَحِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ–

'তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে লজ্জা কর। আমরা বললাম, আল-হামদুলিল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরাতো আল্লাহকে লজ্জা করি! রাসূল (ছাঃ) বললেন, বিষয়টা এমন নয়; বরং আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করা হ'ল তুমি তোমার মস্তিষ্ককে যাবতীয় অন্যায় চিন্তা-চেতনা থেকে রক্ষা করবে, পেটকে যাবতীয় হারাম খাদ্য থেকে বাঁচাবে, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী বিপদসমূহ স্মরণ করবে। আর যে পারলৌকিক সফলতা কামনা করে, সে যেন পার্থিব চাকচিক্য পরিত্যাগ করে। আর যে ব্যক্তি এ সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করবে সেই যথাযথভাবে আল্লাহকে লজ্জা করল'।[৬১] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ 'মানুষ পূর্ববর্তী নবুঅতের যে সমস্ত

---

* *বি.এ (অনার্স), ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৬০. *ছহীহ বুখারী হা/২০৫৯, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৩৮১।*
৬১. আহমাদ হা/৩৬৭১; তিরমিযী হা/২৪৫৮; সনদ হাসান।

অমীয় বাণী লাভ করেছে তন্মধ্যে একটি হ'ল যখন তুমি লজ্জা করবে না, তখন যা ইচ্ছে তাতেই লিপ্ত হবে'।[৬২]

হৃদয় থেকে আল্লাহভীতি দূর হয়ে গেলে মানবাত্মা অনুভূতিশুন্য হয়ে পড়ে। ফলে তার মাঝে হালাল-হারাম যাচাই-বাছাই করার কোন তাকীদ অনুভূত হয় না।

(২) ত্বরিত গতিতে উপার্জনের লালসা : হারাম উপার্জনের আরেকটি কারণ হ'ল দ্রুত উপার্জনের লালসা। কতক মানুষ রয়েছে যারা দ্রুততার সাথে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় উন্মত্ত থাকে। যেকোন ভাবে যেকোন পন্থায় তারা আয়ের ব্যবস্থা করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। সুতরাং স্বল্প সময়ে অধিক উপার্জন করাই তাদের অভীষ্ট উদ্দেশ্য ও ইপ্সিত লক্ষ্য হয়ে থাকে। যার ফলে তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে নির্ধারিত জীবিকা পেত, তার সীমালংঘন করে দ্রুত উপার্জন করতে চেষ্টা করে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِّنَ النَّارِ إِلاَّ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوْحَ الأَمِيْنَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَإِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ، نَفَثَ فِيْ رُوْعِيْ أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا أَلاَ فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِيْ الطَّلَبِ وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِيْ اللهِ فَإِنَّهُ لاَ يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ.

'হে লোক সকল! আমি সে সব বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ প্রদান করেছি, যেগুলো তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। আর যেসব বিষয় তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখবে সেসব বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করেছি। নিশ্চয়ই রূহুল আমীন অন্য বর্ণনায় রূহুল কুদুস (জিবরীল) আমার অন্তরে অবতীর্ণ করেছেন যে, রিযিক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মরবে না। অতএব হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহকে ভয় কর! আর জীবিকা অন্বেষণে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, জীবিকা আসতে বিলম্ব হ'লে অবশ্যই আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে তা অর্জন কর না। কেননা আল্লাহ্র আনুগত্য ব্যতীত তাঁর নিকটে যা আছে তা পাওয়া যায় না।[৬৩]

অতএব প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত এ বিষয়টিকে অনুধাবন করা যে, পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং বান্দার রূযী-রোযগার ও আয়-ব্যয়ের হিসাব আল্লাহ্র কাছে অবশ্যই প্রদান করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

'ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পা তার প্রভুর সামনে থেকে নড়বে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা না হবে। (ক) তার জীবন কোথায় শেষ করেছে, (খ) যৌবন কোথায় জীর্ণ করেছে (গ) সম্পদ কোন উৎস থেকে উপার্জন করেছে এবং (ঘ) কোথায় তা ব্যয় করেছে এবং (ঙ) জ্ঞানানুযায়ী আমল করেছে কি-না?[৬৪]

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জীবিকার বৈধ উপার্জন যেমন ইবাদত কবুলের শর্ত তেমনি পারলৌকিক কল্যাণের জন্যও হালাল উৎস থেকে উপার্জন ও বৈধ কাজে ব্যয় করা একান্ত যরূরী।

(৩) অতিরিক্ত লোভ ও অল্পেতুষ্টির অভাব : অবৈধ পন্থায় উপার্জনের অন্যতম কারণ হ'ল, মাত্রাতিরিক্ত লোভ ও অল্পেতুষ্ট না হওয়া। আর অতিরিক্ত লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ চুরি-ডাকাতি করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِى غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لدينه 'ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে তা যতটুকু না ক্ষতি সাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চাইতে অধিক ক্ষতি সাধন করে তার দ্বীনের'।[৬৫]

তাই লালসার বশবর্তী হওয়া উচিত নয়। কেননা লোভ জীবিকা তো বৃদ্ধি করেই না; বরং তা ব্যক্তিকে কষ্টে নিপতিত করে ও নিঃস্ব করে।

(৪) হারাম জীবিকার স্বরূপ ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অবহেলা :

আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ হারাম উপার্জনের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তার হুকুম কি, ব্যক্তি ও সমাজের উপরে এর কুপ্রভাব কি, এর মাধ্যমগুলি কি কি এসব সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ একদিকে যেমন অজ্ঞ অন্যদিকে সেগুলি সম্পর্কে জানার ব্যাপারেও চরম অবহেলা। অথচ সালাফে ছালেহীন হারাম ভক্ষণের ব্যাপারে কতই না সতর্ক ছিলেন! যেমন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন,

لأَبِى بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَىْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ تَدْرِى مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ، إِلاَّ أَنِّى خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِى فَأَعْطَانِى بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِى أَكَلْتَ مِنْهُ. فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَىْءٍ فِى بَطْنِهِ.

'আবুবকর (রাঃ)-এর এক দাস ছিল, তাকে খারাজ দেওয়া হ'ত। তার খারাজ থেকে আবুবকর (রাঃ) খেতেন। একদা তার নিকটে কিছু আসল, আবুবকর (রাঃ) তা থেকে খেলেন। অতঃপর দাসটি বলল, আপনি কি জানেন, এটা কি? আবু বকর বললেন, কি সেটা? দাসটি বলল, জাহেলী যুগে আমি একজনের গণকী করেছিলাম। আর আমি যে এ বিষয়ে দক্ষ ছিলাম তাও নয়; বরং তাকে আমি ধোঁকা দিয়েছিলাম মাত্র।

---

৬২. ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৩, ছহীহাহ হা/৬৮৪।
৬৩. ছহীহাহ হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৫৩০০।
৬৪. তিরমিযী হা/২৪১৬, ছহীহাহ হা/৯৪৬, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫১৯৭।
৬. তিরমিযী হা/২৩৭৬; মিশকাত হা/৫১৮১, সনদ ছহীহ।

অতঃপর সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে উক্ত উপঢৌকন আমাকে দেয়, যা আপনি খেলেন। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) মুখে হাত ঢুকিয়ে যা কিছু পেটে ছিল সবই উদগীরণ করে বের করে দিলেন।[৬৬]

হারাম উপার্জনের ক্ষতিকর দিক সমূহ

(১) হৃদয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুগত্যে স্থবিরতা : হারাম উপার্জনের বহু ক্ষতিকর দিক রয়েছে, যা হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে আসন গেড়ে বসে। তা হ'ল অন্তরের কাঠিন্য ও আল্লাহ্র আনুগত্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের স্থবিরতা। যার ফলাফল হ'ল ইহলৌকিক জীবন ও জীবিকায় বরকত হ্রাস হওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ لاَ يَرْبُوْ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِـــهِ 'অবৈধ খাদ্যে যে গোশত বৃদ্ধি পায় জাহান্নামই তার জন্য উত্তম বাসস্থান'।[৬৭]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ভাল কাজের নূরানী ছাপ অন্তরে অবশ্যই প্রোথিত হয়, মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়, শরীরে শক্তি বর্ধিত হয়, জীবিকায় প্রাচুর্য আসে। অপরপক্ষে খারাপ কাজের প্রভাব মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত হয়, অন্তর তমসাচ্ছন্ন হয়, চেহারা হয় দুর্বল এবং জীবিকায় আসে ক্ষীণতা।

(২) দো'আ অগ্রাহ্য হয় : হারাম জীবিকা উপার্জনের আরেক ক্ষতিকর দিক হ'ল, আল্লাহর কাছে দো'আ করলে তা কবুল হয় না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

'হে মানুষ সকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পাক-পবিত্র বৈ কিছুই কবুল করেন না। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে নির্দেশ তিনি রাসূলদেরকে দিয়েছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সফর করেছে, ধূলাধূসরিত, এলোমেলো কেশবিশিষ্ট, হস্তযুগল আকাশপানে উত্তোলন করে দো'আ করে বলে, হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার খাদ্য-পানীয়, পরিচ্ছদ সবই হারাম। এমনকি সে হারাম দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করে। সুতরাং তার দো'আ কিভাবে কবুল করা হবে'?[৬৮]

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হারাম উপার্জন দো'আ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অন্যতম কারণ।

(৩) সৎকর্ম কবুলে প্রতিবন্ধক : হারাম উপার্জন হ'ল সৎকর্ম কবুলের পথে অন্তরায়। যেমন পূর্বোক্ত হাদীছে এসেছে, فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ 'কেমন করে তার দো'আ কবুল হবে'?[৬৯]

ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন কতিপয় লোক নিহত হ'লে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, অমুক শহীদ হয়েছে, অমুক শহীদ হয়েছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

كَلاَّ إِنِّيْ رَأَيْتُه فِيْ النَّارِ فِيْ عَبَاءَةٍ غَلَّهَا أَوْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِيْ النَّاسِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ قَالَ : فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ فِيْ النَّاسِ.

'কস্মিনকালেও নয়! আমি তাকে অবশ্যই জাহান্নামে দেখেছি এ কারণে যে, একটি ঢিলা জামা অথবা একটি চাঁদর সে আত্মসাৎ করেছিল। অতঃপর তিনি (ছাঃ) আমাকে বলেন, হে খাত্ত্বাবের পুত্র! তুমি গিয়ে মানুষের মাঝে এ ঘোষণা দাও যে, মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর আমি গিয়ে জনসমক্ষে এ ঘোষণা দিলাম'।[৭০]

(৪) মহাশক্তিধর আল্লাহ্র ক্রোধ ও জাহান্নামে প্রবেশ : হারাম উপার্জন আল্লাহ্র ক্রোধকে বাড়িয়ে দেয় এবং জাহান্নামে প্রবেশে সহায়তা করে। আবু যার গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

'তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এমন ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কারা? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার পুনরুল্লেখ করে বললেন, (১) টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারী (২) মিথ্যা শপথে পণ্য বিক্রয়কারী (৩) উপকারের খোটা দানকারী ব্যক্তি'।[৭১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

---

৬৬. *বুখারী, 'কিতাবুল মানাক্বিব' হা/৩৮৪২,মিশকাত হা/২৭৮৬।*
৬৭. *তিরমিযী হা/৬১৪, সনদ হাসান।*
৬৮. *ছহীহ মুসলিম হা/১০১৫, মিশকাত হা/২৭৬০, আহমাদ হা/৮৩৩০।*
১০. *তিরমিযী হা/২৯৮৯।*
৭০. *মুসলিম হা/১১৪; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৮৪৯।*
৭১. *মুসলিম, হা/১০৬; আহমাদ হা/২১৪৭৩;আবু দাঊদ হা/৪০৮৭।*

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ.

'মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কেউ যদি কোন মুসলিমের প্রাপ্য ছিনিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত করে দেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদিও তা সামান্য পরিমাণ হয়? তিনি বললেন, যদিও তা গাছের ডালের সামান্য দণ্ড পরিমাণ হয়'।[৭২]

অন্য হাদীছে এসেছে, إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِى مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র রাস্তার সম্পদকে অন্যায়ভাবে অধিগ্রহণ করে, তাদের জন্য ক্বিয়ামতের দিবসে জাহান্নাম রয়েছে'।[৭৩]

হারাম উপার্জনের স্বরূপ

(১) পরিমাণ ও ওযনে কমতি করা : ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে পরিমাণ ও ওযনে ঠকানোর মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন জঘন্য কাজ। আল্লাহ তা'আলা এহেন কারবারীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় হুঁশিয়ার বাণী নাযিল করেছেন। তিনি বলেন, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ– 'যারা মাপে কম দেয়, তাদের জন্য দুর্ভোগ। এরা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন মেপে দেয় তখন কম করে দেয়' *(তাত্বফীফ ৮৩/১-৩)*।

এ ধরনের কর্মকাণ্ড তারাই করে থাকে, যারা অত্যধিক ধূর্ত। এভাবে তারা মানুষকে ঠকিয়ে অসৎ পন্থায় আয় করে। অথচ এই অন্যায়কর্ম সম্পাদনের কারণে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ.

'যখনই কোন জনগোষ্ঠী মাপ ও ওযনে কম দেয়, তখনই তাদেরকে দুর্ভিক্ষ, খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি ও অত্যাচারী শাসকের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয়'।[৭৪]

(২) যাকাতের সম্পদ গোপন রাখা : নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করে নিঃস্ব-অভাবী লোকদের হক্ব নষ্ট করা এবং সম্পদের নিছাব গোপন করা পাপ। এর পার্থিব শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ অনাবৃষ্টি ও খরা চাপিয়ে দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا 'যে সম্প্রদায় তাদের সম্পদের যাকাত প্রদান করে না, তাদেরকে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণও করা হ'ত না, যদি প্রাণীকুল না থাকত'।[৭৫] অর্থাৎ প্রাণীদের কারণেই তাদেরকে বৃষ্টি দান করা হয়। আর পরকালীন শাস্তিতো অত্যন্ত মর্মন্তুদ ও যন্ত্রণাদায়ক। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَا صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ–

'স্বর্ণ-রূপার মালিক যারা তার যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তা পাত বানানো হবে, অতঃপর তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তার পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠে সেকা দেওয়া হবে *(তাওবা৯/৩৫)*। যখন তা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে, এমন দিনে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। এভাবে সকল বান্দার মধ্যে ফায়ছালা হবে। অতঃপর তাকে জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে রাস্তা দেখানো হবে'।[৭৬] অনুরূপভাবে পশু-সম্পদ, অর্থসম্পদ, ওশর ইত্যাদির যাকাত অনাদায়কারীকেও পরকালে শাস্তি দেওয়া হবে।

(৩) সূদের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা : বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনে সূদের ব্যাপক ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ ভক্ষণকারী, সূদদাতা, সূদের লেখক ও সাক্ষীকে অভিসম্পাত করেছেন।[৭৭] জাবের (রাঃ) বলেন,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ ভক্ষণকারী, সূদদাতা, সূদের লেখক ও সাক্ষীকে অভিসম্পাত করেছেন'।[৭৮]

আর এ অভিশপ্ত পন্থাকে মানুষ নানান ভাষা ব্যবহার করে ছলেবলে কৌশলে সিদ্ধ করার পাঁয়তারা করছে। কখনো একে Interest, কখনো মুনাফা, কখনো লাভ ইত্যাদি নামে অভিহিত করে জীবিকা নির্বাহ করছে। আর বস্তুত বিশ্বের দারিদ্র্য, অনাহার, নিঃস্বতা ইত্যাদি হচ্ছে সূদী লেনদেনের বিষময় ফল। কেননা সূদ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কমিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ 'আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-ছাদাক্বা বৃদ্ধি করেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ،

---

৭২. *মুসলিম, হা/১৩৭; মিশকাত হা/৩৭৬০।*
৭৩. *বুখারী হা/২০৮৭; আহমাদ হা/৭২০৬; ছহীহাহ হা/৩৩৬৩।*
১৫. *বুখারী হা/৩১১৮; মিশকাত হা/৩৭৪৬।*
১৬. *ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯, হাদীছ ছহীহ; ছহীহাহ হা/৪০০৯।*
১৭. *ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৬১; ছাহীহাহ হা/৪০০৯।*
৭৭. মুসলিম হা/৩/১২১৯ (১৫৯৮)।
১৮ *মুসলিম হা/ ৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩।*

وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সেগুলি কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, মুমিনা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা'।[১৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, دِرْهَمُ رِبا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً 'সূদের একটি মাত্র দিরহাম ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চাইতেও জঘন্য'।[২০]

(৪) ঠকবাজি ও জুয়াচুরি : এটা বেশি হয়ে থাকে ব্যবসার ক্ষেত্রে। যেমন খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশানো, উৎকৃষ্ট মালের সাথে নিম্নমানের মাল মিলানো, অতিরিক্ত গ্রহণ করা, এক জিনিস নির্ধারণ করে জোরপূর্বক অন্যটি দিয়ে দেয়া, মাপে কম দেয়া ইত্যাদি। অথচ এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى 'যে ব্যক্তি ধোঁকা দিল সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[২১] বাস ও রেল স্টেশন এবং লঞ্চঘাটে কুলিদের উৎপীড়ন ও মালামাল উঠানো-নামানো নিয়ে দর কষাকষি এবং অতিরিক্ত আদায় ঠকবাজির শামিল।

(৫) উৎকোচ : বর্তমানে ঘুষ-উৎকোচ গোটা দেশকে জাহেলিয়াতের প্রগাঢ় অমানিশায় নিক্ষেপ করেছে। এমন বহু নযীর রয়েছে যে, কোন ব্যক্তির প্রাপ্য আদায়ে আবশ্যকিভাবে ঘুষের লেন-দেন করা হচ্ছে। বিচার বিভাগ, প্রশাসন থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায়েও ব্যাপকহারে ঘুষের লেনদেন হচ্ছে প্রকাশ্যেই। কিন্তু তারা যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অমিয় বাণীর দিকে লক্ষ্য করত, তবে কখনই অভিশপ্ত এই পন্থায় জীবিকা নির্বাহ করত না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. 'আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) লা'নত করেছেন ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারীকে'।[২২]

(৬) চুরি, ডাকাতির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন : এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুটতরাজ ইত্যাকার কর্মকাণ্ড করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় নতুন ব্র্যান্ডের মোটর সাইকেল, জীপ ছিনতাইয়ের সচিত্র রিপোর্ট প্রকাশ হয়ে থাকে। গভীর রাতে রাস্তায় গাছ ফেলে ডাকাতি করার ঘটনা এদেশে নতুন নয়। তাদের কি ঈমান হারানোর কথা অন্তকরণে সামান্যতমও জাগ্রত হয় না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 'চোর যখন চুরি করে তখন তার ঈমান থাকে না। ডাকাত যখন জনসমক্ষে ডাকাতি করে তখন তার ঈমান থাকে না'।[২৩] অর্থাৎ তার ঈমান এ অবস্থা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

(৭) আত্মসাৎ : এ ধরনের কাজের জন্য পরকালে কঠোর শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করবে, সে ক্বিয়ামত দিবসে আত্মসাৎকৃত বস্তু নিয়েই হাযির হবে' *(আলে ইমরান ৩/১৬১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلًا يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করলাম, আর সে একটি সুতা বা তদুর্ধ্ব কিছু গোপন করল সেটা আত্মাসাৎ হিসাবে বিবেচিত। যা নিয়ে সে কিয়ামত দিবসে হাযির হবে'।[২৪]

(৮) জুয়া ও বাজি ধরা : ক্রিকেট ও ফুটবল খেলাকে ঘিরে যে কত শত কোটি টাকার বাজি ধরা হয় দেশে তার ইয়ত্তা নেই। বাজিতে জেতা অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে ধান্দাবাজ বাজিকররা। অথচ এসব হারাম। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা, ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*।

(৯) পণ্য বিক্রয়ে অধিক কসম করা : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ 'কসম করলে পণ্য বিক্রয় হয় কিন্তু তাতে বরকত থাকে না'।[২৫] আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। রাবী বলেন, রাসূল (ছাঃ) এটা তিনবার বললেন। আবু যার (রাঃ) বলেন, তারা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, উপকার করে খোটা দানকারী, মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়কারী'।[২৬]

(১০) ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا 'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ গ্রাস করে, তারা তো তাদের উদরে আগুন ভক্ষণ করল' *(নিসা ৪/১০)*।

(১১) মজুতদারি করা : মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় পণ্য মওজুদ করে রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ সময় ব্যবসায়ী

১৯. *মুসলিম হা/১৫৯৭;তিরমিযীহা/১২০৬ ।*
২০. *বুখারী হা/২৭৬৬;মুসলিম হা/৮৯ ।*
২১. *মিশকাত হা/২৮২৫; আহমাদ হা/২২০০৭; ছহীহাহ হা/১০৩৩ ।*
২২. *মুসলিম হা/২৯৫; মিশকাত হা/২৮৬০; তিরমিযী হা/১৩১৫ । ।*
২৩. *আহমাদ হা/৬৫৩২; তিরমিযী হা/১৩৩৬, হাদীছ ছহীহ ।*
২৪. *বুখারী হা/২৪৭৫; মুসলিম হা/৫৭ ।*
২৫. *মুসলিম হা/১৮৩৩; আহমাদ হা/১৭৭৫৩ ।*
২৬. *মুসলিম হা/ ১৬০৬; মুসনাদ আবী ইয়ালা হা/৬৪৮০ ।*

বেচাকেনা বন্ধ রাখে যাতে বাজার মূল্য চড়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ বিষয়ে বলেন, مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ 'যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন খাদ্য গুদামজাত করে রাখল, তাহ'লে সে অবশ্যই আল্লাহ থেকে মুক্ত, আর আল্লাহ ও তার থেকে মুক্ত'।[২৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ 'যে গুদামজাত করে সে পাপী'।[২৮]

গান-বাজনার উপকরণ বিক্রি করা, ভাস্কর্য, ছবি নির্মাণ করা, সেলুনে দাড়ি কামিয়ে অর্থ উপার্জন করা, নেশাজতীয় দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করা, মদ, কুকুর-শূকর বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি করে অর্থের পাহাড় বানানো এসব হারাম উপার্জনের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম।

সমাপনী : সকল মুমিন নর-নারীর উচিত হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ لَا يَرْبُوْ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ 'হারাম দ্বারা যে সমস্ত দেহ গঠিত হয়েছে জাহান্নামই তার জন্য অধিক উপযোগী'।[২৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ– 'কিয়ামত দিবসে কোন বান্দা তার পা সরাতে পারবে না যতক্ষণ তার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, কোথায় তা নিঃশেষ করেছে; তার জ্ঞান সম্পর্কে, যাতে সে কি কাজ করেছে; তার সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে ও তা কোথায় ব্যয় করেছে; তার দেহ সম্পর্কে, কিসে তা জীর্ণ করেছে'।[৩০]

তাই আসুন, আমরা হারাম থেকে বেঁচে থাকি এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমাদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

২৭. মুসলিম হা/১০৬; আহমাদ হা/২১৫৮৪।
২৮. ছহীহাহ হা/৩৩৬২;আহমাদ হা/৪৮৮০; মিশকাত হা/২৮৯৫।
২৯. মুসলিম হা/১৬০৫; মিশকাত হা/২৮৯২।
৩০. তিরমিযী হা/৬১৪, সনদ ছহীহ।
৩১. তিরমিযী হা/২৪১৭, সনদ ছহীহ; দারেমী হা/৫৪৬।

মাওলানা আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী আর নেই

আহলেহাদীছ জামা'আতের খ্যাতনামা বাগ্মী ও লেখক মাওলানা আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী গত ২০শে এপ্রিল রবিবার দিবাগত রাত ১১-টায় বার্ধক্যজনিত কারণে ত্রিশালে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি দ্বিতীয়া স্ত্রী, ১১ জন পুত্র ও ৭ জন কন্যা ও ২৫ জন নাতি-নাতনী রেখে গিয়েছেন। পুত্রদের মধ্যে ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী একজন আলেম ও বক্তা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

মাওলানা আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী, পিতা সুবেদ আলী মুন্সী হাওলাদার মাদারীপুর যেলার ধূলারচর গ্রামে আনুমানিক ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর সম্ভবতঃ ১৯৪০ সালে তিনি ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপযেলার চকপাঁচপাড়া মাদরাসায় পাঠরত অবস্থায় আহলেহাদীছ হন এবং সেখানে বিবাহ করেন ও সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। তাঁর সাথে তাঁর ছোটভাই মাওলানা আব্দুর রবও হিজরত করেন। যিনি গত তিনবছর পূর্বে ঠিক একইদিনে স্বগ্রামে নিজবাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। যিনি ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়ী মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন।

মাওলানা ত্রিশালী পুরানো ঢাকার বংশাল মালিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ১৪ বছর যাবৎ ইমাম ও খতীব ছিলেন। অতঃপর বেরাইদ পূর্বপাড়া জামে মসজিদে ৬ বছর খতীব ছিলেন। সবশেষে মুহাম্মাদপুরে ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত আল-আমীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শুরু থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ১০ বছর খতীব ছিলেন। ৯ মার্চ ২০০৪ সালে ব্রেন স্ট্রোক করার পর থেকে তিনি অসুস্থ অবস্থায় আমৃত্যু বাড়ীতে অবস্থান করেন। তিনি 'সহীহ নামায ও মাসনূন দু'আ শিক্ষা' 'তাবলীগে ইসলাম' 'ইসলামে দৈনন্দিন আমল' সহ ১০-১২ টি বই-এর প্রণেতা।

পরদিন বেলা দেড়টায় তাঁর মৃত্যু খবর পাওয়ার পরেই তাঁর পুত্র ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালীর সাথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মোবাইলে কথা বলেন এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। বিকাল ৫-টায় অনুষ্ঠিত জানাযায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ময়মনসিংহ ও ঢাকা যেলার নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং ময়মনসিংহ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা হারূনুর রশীদ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষ থেকে সবাইকে সালাম দেন ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

১৯৭৮ সালে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি আমীরে জামা'আতের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং 'যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বৈঠক ও সভা-সমিতিতে উৎসাহের সাথে যোগদান করতেন। তিনি ১৯৭৮ সালে ময়মনসিংহের ভালুকায় আহলেহাদীছ যুবসংঘের আয়োজিত সম্মেলন এবং বিশেষ করে ১৯৯৫, ৯৭ ও ৯৮ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করেন। সবশেষ ১৯৯৮ সালের ভাষণে বলেন, আমি আমার ১১টি পুত্রের সবাইকে আহলেহাদীছ যুবসংঘের জন্য ওয়াকফ করে দিলাম। ১৯৯৭-এর সেপ্টেম্বরে মাসিক আত-তাহরীক প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই তিনি এর ভক্ত পাঠক ছিলেন এবং ঢাকার মুহাম্মাদপুর জামে মসজিদে এটির প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

হাদীছের গল্প

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এক যুবকের অদ্ভুত আবেদন

আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক তরুণ যুবক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে যেনা করার অনুমতি দিন। একথা শুনে উপস্থিত লোকজন তার নিকটে এসে তাকে ধমক দিয়ে বলল, থাম! থাম! রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খুব নিকটে এসে বসল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি তোমার মায়ের জন্য এটা (অন্যের সাথে যেনা করা) পসন্দ করবে? সে বলল, না, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! মানুষেরা এটা তাদের মায়েদের জন্য পসন্দ করবে না। তিনি বললেন, তোমার কন্যার জন্য কি তা পসন্দ করবে? সে বলল, না, আল্লাহ্র কসম! হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! কোন মানুষ এটা তাদের মেয়েদের জন্য পসন্দ করবে না। তিনি বললেন, তুমি কি তোমার বোনের জন্য এটা পসন্দ করবে? সে বলল, না আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! কোন ব্যক্তিই এটা তাদের বোনদের জন্য পসন্দ করবে না। তিনি বললেন, তাহ'লে তোমার ফুফুর জন্য কি এটা পসন্দ করবে? সে বলল, না আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! কোন পুরুষ এটা তাদের ফুফুদের জন্য পসন্দ করবে না।

তিনি বললেন, তবে তোমার খালার জন্য কি এটা পসন্দ করবে? সে বলল, না আল্লাহ্র কসম। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! কোন মানুষ এটা তাদের খালাদের জন্য পসন্দ করবে না। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তার ওপর হাত রেখে দো'আ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তার গুনাহ ক্ষমা করে দাও, তার হৃদয় পবিত্র করে দাও এবং তার লজ্জাস্থানকে হেফাযত করো'। এরপর ঐ যুবক আর কারো (কোন মহিলার) প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি *(মুসনাদে আহমাদ হা/২২২৬৫; সিলসিলা ছহীহা হা/৩৭০)*।

নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত :

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একজন লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে ক্ষুধা পেয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমি ক্ষুধায় কাতর। তিনি তার স্ত্রীদের নিকট (খাবারের সন্ধানে) লোক পাঠালেন। তারা বলল, ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহ পাঠিয়েছেন। আমাদের নিকট পানি ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে এর মেহমানদারী করবে? আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন। তখন আনছারী ছাহাবী (আবু তালহা) বললেন, আমি করব। অতঃপর তিনি তাকে সাথে নিয়ে তার স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্র মেহমানকে সম্মান কর। কোন খাদ্য জমা রাখবে না। সে (স্ত্রী) বলল, আল্লাহ্র কসম! শিশুদের জন্য রাখা খাদ্য ব্যতীত আমাদের নিকট কোন খাদ্য নেই। তিনি বললেন, তোমার খাবার প্রস্তুত কর, বাতি জ্বালিয়ে দাও এবং তোমার সন্তানরা যখন রাতের খাবার খেতে চাইবে তখন তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিবে। সে খাবার প্রস্তুত করল, বাতি জ্বালালো এবং তার শিশুদের ঘুম পাড়িয়ে দিল। অতঃপর সে দাঁড়াল এবং বাতি ঠিক করার ভাব দেখিয়ে তা নিভিয়ে দিল। অতঃপর তারা উভয়ে (অন্ধকারে) খাবার খাচ্ছে বলে তাকে প্রদর্শন করলো। মেহমান খেল এবং তারা উভয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করল। অতঃপর সকালে সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গমন করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, গত রাতে মেহমানের সাথে তোমাদের উভয়ের কর্মকাণ্ড দেখে আল্লাহ হেসেছেন বা অবাক হয়েছেন এবং নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেছেন, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্থ হ'লেও। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*। *(বুখারী হা/৩৭৯৪; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৭৮০২; সিলসিলা ছহীহা হা/৩২৭২)*।

মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার ফযীলত :

মালেক ইবনু মারছাদ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন আমল মানুষকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! নিশ্চয় ঈমানের সাথে কোন আমল আছে? তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে দান করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে যদি দরিদ্র হয়, তার নিকট দান করার মত কিছু না থাকে, (তাহ'লে সে কি করবে)? তিনি বললেন, সে সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে যদি অপারগ হয়, সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করতে অক্ষম হয়? তাহ'লে তার করণীয় সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, তাহ'লে সে মূর্খের জন্য কিছু করবে। আমি বললাম, যদি সে নিজে মূর্খ হয়, কারো জন্য কিছু করতে সক্ষম না হয়। তাহ'লে কি করবে বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেন, অত্যাচারিতকে সাহায্য করবে। আমি বললাম, সে যদি দুর্বল হয়, অত্যাচারিতকে সাহায্য করতে সক্ষম না হয়, তাহলে কি করবে? তখন তিনি বললেন, তুমি কি তাহ'লে তোমার ভাইয়ের জন্য কল্যাণকর কিছু করবে না? তুমি অন্তত মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে ঐটা করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, যে মুসলিম উপরোক্ত কর্মসমূহের কোন একটি করবে, (ক্বিয়ামতের দিন) তার হাত ধরে সেগুলো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে *(তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/১৬৫০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৯)*।

** আব্দুর রহীম*
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ) বলেন, اَلْخَشْيَةُ هِيَ الَّتِي تَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 'আল্লাহভীতি হ'ল, যা তোমার ও তোমার প্রভুর অবাধ্যতার মাঝে বাধা সৃষ্টি করে'।[৯১]

২. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, اَلْمُؤْمِنُ كَالْغَرِيبِ لاَ يَجْزَعُ مِنْ ذُلِّهَا، وَلاَ يُنَافِسُ فِي عِزِّهَا، لَهُ شَأْنٌ، وَلِلنَّاسِ شَأْنٌ– وَجِّهُوا هَذِهِ الْفُضُولَ حَيْثُ وَجَّهَهَا اللهُ 'মুমিন অপরিচিতের ন্যায়। দুনিয়াবী কোন লাঞ্ছনায় সে উৎকণ্ঠিত হয় না। আবার মর্যাদার অন্বেষায় সে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় না। কেননা তার যেমন মর্যাদা রয়েছে, মানুষের তেমনি মর্যাদা রয়েছে। অতএব দুনিয়াবী এসব অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র পথে অভিমুখী হও।[৯২]

৩. আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) বলেন, كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، وَكَفَى بِالْيَقِينِ غِنًى، وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلاً 'মানুষের জন্য উপদেশদাতা হিসাবে মৃত্যুই যথেষ্ট, প্রাচুর্যের জন্য দৃঢ় বিশ্বাসই যথেষ্ট এবং ইবাদতের জন্য একনিষ্ঠতাই যথেষ্ট'।[৯৩]

৪. আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, مَا أَكْثَرَ عَبْدٌ ذِكْرَ الْمَوْتِ إِلاَّ قَلَّ فَرَحُهُ وَقَلَّ حَسَدُهُ 'বান্দা মৃত্যুকে যত বেশী স্মরণ করবে, তার উৎফুলতা ও প্রতিহিংসা তত বেশী হ্রাস পাবে'।[৯৪]

৫. ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, اَلْبِرُّ شَيْءٌ هَيِّنٌ، وَجْهٌ طَلِيقٌ، وَكَلاَمٌ لَيِّنٌ 'সৎকর্ম হ'ল খুবই সহজ বস্তু। সুপ্রসন্ন চেহারা ও নম্র ভাষা'।[৯৫]

৬. সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, لاَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلاَّ مَنْ كَانَ فِيهِ خِصَالٌ ثَلاَثٌ: رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ، رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى، عَدْلٌ بِمَا يَأْمُرُ، عَدْلٌ بِمَا يَنْهَى، عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ، عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى 'যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য নেই সে যেন ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ না করে। (১) আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে কোমল হওয়া (২) ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং (৩) এ ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান থাকা'।[৯৬]

৭. আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে কিছু উপদেশ দিতে বললে তিনি বললেন, اجْعَلِ التَّقْوَى زَادَكَ، وانْصُبِ الآخِرَةَ أَمَامَكَ 'তুমি তাক্বওয়াকে সম্বল হিসাবে গ্রহণ কর এবং আখেরাতকে তোমার সম্মুখে স্থাপন কর'।[৯৭]

৮. ইবরাহীম বিন শায়বান (রহঃ) বলেন, الشَّرَفُ فِي التَّوَاضُعِ وَالْعِزُّ فِي التَّقْوَى وَالْحُرِّيَّةُ فِي الْقَنَاعَةِ 'মর্যাদা রয়েছে বিনয়ের মধ্যে, সম্মান রয়েছে তাক্বওয়ার মধ্যে এবং স্বাধীনতা রয়েছে অল্পে তুষ্টির মধ্যে'।[৯৮]

৯. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, عِظِ النَّاسَ بِفِعْلِكَ وَلاَ تَعِظْهُمْ بِقَوْلِكَ 'মানুষকে তোমার কর্ম দ্বারা উপদেশ দাও। কেবল তোমার কথার মাধ্যমে উপদেশ দিয়ো না'।[৯৯]

১০. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) দুষ্ট আলেমদের সম্পর্কে বলেন, عُلَمَاءُ السُّوْءِ جَلَسُوا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ يَدْعُوْنَ إِلَيْهَا النَّاسَ بِأَقْوَالِهِمْ وَيَدْعُوْنَهُمْ إِلَى النَّارِ بِأَفْعَالِهِمْ فَكُلَّمَا قَالَتْ أَقْوَالُهُمْ لِلنَّاسِ هَلُمُّوْا قَالَتْ أَفْعَالُهُمْ لاَ تَسْمَعُوْا مِنْهُم فَلَوْ كَانَ مَا دعوا إِلَيْهِ حَقًا كَانُوا أَوَّلَ الْمُسْتَجِيْبِيْنَ لَهُ 'দুষ্ট আলেমদের পরিচয় হল, তারা জান্নাতের দরজায় বসে কথার মাধ্যমে মানুষকে জান্নাতের দিকে ডাকে। কিন্তু কর্মের মাধ্যমে তারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকে। তাদের বক্তব্যসমূহ যখন মানুষকে আহ্বান করে যে, জান্নাতের দিকে এসো!। তখন তাদের কর্মসমূহ বলে যে, তোমরা তাদের কথা শুনো না। কারণ তারা যেদিকে ডাকছে তা যদি সঠিক হ'ত, তবে তারা তার ডাকে প্রথম সাড়াদানকারী হ'ত'।[১০০]

১১. عَقْلٌ بِلاَ أَدَبٍ كَشُجَاعٍ بِلاَ سِلاَحٍ 'আদব বিহীন জ্ঞানী ব্যক্তি তেমন, অস্ত্র বিহীন বীর যেমন।[১০১]

১২. ফুযায়েল বিন আয়ায (রহঃ) সূরা মুল্কের ২ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে সর্বোত্তম আমল (أَحْسَنُ عَمَلاً) অর্থ হ'ল, أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ 'সর্বাধিক ইখলাছপূর্ণ ও বিশুদ্ধ'। তিনি বলেন, إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا، وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا، وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا، لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا وَصَوَابًا، قَالَ: وَالْخَالِصُ إِذَا كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،

---

৯১. *ইবনু কাছীর সূরা ফাতির ২৮ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*
৯২. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/৩৬৩৫৮, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ২/৩৭৯।*
৯৩. *আহমাদ, আয-যুহ্দ পৃঃ ১৭৬, আলবানী, মওকূফ ছহীহ, যঈফাহ হা/৫০২-এর আলোচনা দ্রঃ।*
৯৪. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৩৫৭২৫; গাযযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/১৮৯।*
৯৫. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৭০২, সনদ জাইয়িদ।*
৯৬. *আহমাদ বিন হাম্বল, আল-ওয়ার'উ পৃঃ ১৬৬, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ২/২৫৬।*
৯৭. *ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবুল ইমাম আহমাদ পৃঃ ২০০।*
৯৮. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/৩৩০।*
৯৯. *আহমাদ বিন হাম্বল, আয-যুহ্দ পৃঃ ২২২।*
১০০. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ পৃঃ ৬১।*
১০১. *শিহাবুদ্দীন আশবীহী, আল-মুসতাত্বরাফ পৃঃ ৩১।*

وَالصَّوَابُ إِذَا كَانَ عَلَى السُّنَّةِ ‘আমল যদি ইখলাছপূর্ণ হয়, কিন্তু সঠিক না হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি সঠিক হয়, কিন্তু ইখলাছপূর্ণ না হয়, তবুও তা গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ যতক্ষণ না কোন আমলে বিশুদ্ধতা ও ইখলাছ একত্র হবে, ততক্ষণ তা আল্লাহ্র নিকটে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর ইখলাছপূর্ণ হবে, যখন সেখানে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই লক্ষ্য থাকবে এবং বিশুদ্ধ হবে, যখন তা ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক হবে’।[১০২]

১৩. এক ব্যক্তি আবুদ্দারদা (রাঃ)-কে উপদেশ দানের অনুরোধ জানালে তিনি বলেন, اُذْكُرِ اللهَ فِي السَّرَّاءِ يَذْكُرْكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الضَّرَّاءِ ‘তুমি সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণ কর, কষ্টের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন’।[১০৩]

১৪. আব্বাসীয় খলীফা আবু জা‘ফর আল-মানছূর স্বীয় সন্তান মাহদীকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

إِنَّ الْخَلِيفَةَ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ التَّقْوَى، وَالسُّلْطَانَ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ الطَّاعَةُ. وَالرَّعِيَّةَ لاَ يُصْلِحُهَا إِلاَّ الْعَدْلُ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ، وَأَنْقَصُ النَّاسِ عَقْلاً مَنْ ظَلَمَ مَنْ هُوَ دُونَهُ–

‘তাক্বওয়া ব্যতীত খলীফা সফলতা অর্জন করতে পারে না, আনুগত্য ব্যতীত রাজা সফল হয় না, ন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত কোনকিছু জনসাধারণকে ঠিক করতে পারে না। ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করার অধিক যোগ্য, যিনি শাস্তি দানে অধিক যোগ্য। সবচেয়ে জ্ঞানহীন ঐ ব্যক্তি যে তার অধঃস্তনের উপর যুলুম করে’। তিনি বলেন, اسْتَدِمِ النِّعْمَةَ بِالشُّكْرِ، وَالْقُدْرَةَ بِالْعَفْوِ، وَالطَّاعَةَ بِالتَّأْلِيفِ، وَالنَّصْرَ بِالتَّوَاضُعِ وَالرَّحْمَةَ لِلنَّاسِ، وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَنَصِيبَكَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ‘তুমি নে‘মতকে শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে, ক্ষমতাকে ক্ষমার মাধ্যমে, আনুগত্যকে ভালবাসার মাধ্যমে এবং বিজয়কে মানুষের প্রতি বিনয় ও দয়ার মাধ্যমে অব্যাহত রাখো। আর তুমি দুনিয়ায় তোমার প্রাপ্য অংশ ও আল্লাহ্র রহমতের অংশ লাভের কথা ভুলে যেয়ো না’।[১০৪]

১৫. মালেক বিন দীনার (রহঃ) বলেন, إِذَا طَلَبَ الْعَبْدُ الْعِلْمَ لِيَعْمَلَ بِهِ كَسَرَهُ عِلْمُهُ، وَإِذَا طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ زَادَهُ كِبْرًا ‘যখন বান্দা আমল করার জন্য দ্বীনী ইলম অর্জন করে, তখন সেই ইলম তাকে বিনয়ী করে। আর যখন সে আমল ব্যতীত অন্য কোন লক্ষ্যে তা অর্জন করে তখন সে ইলম কেবল তার অহংকারই বৃদ্ধি করে’।[১০৫]

১৬. বলা হয়ে থাকে যে, الفرد بدون الصحبة الصالحة كاليد بدون اصابع– ‘সৎ সঙ্গ বিহীন ব্যক্তি আঙ্গুল বিহীন হাতের ন্যায়’।

১৭. হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, لِلْمُرَائِي أَرْبَعُ عَلاَمَاتٍ: يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَيَنْشَطُ إِذَا كَانَ مَعَ النَّاسِ، وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ، وَيَنْقُصُ إِذَا ذُمَّ بِهِ ‘লোক দেখানো ব্যক্তির চারটি আলামত হ’ল- (১) একাকী থাকা অবস্থায় সে (সৎ আমলে) অলসতা করে (২) মানুষের সাথে থাকলে সে তৎপর হয় (৩) সে কাজ বেশী করে যখন তার জন্য তাকে প্রশংসা করা হয় (৪) আর তা কম করে যখন সেজন্য তাকে নিন্দা করা হয়’।[১০৬]

১৮. জনৈক ব্যক্তি বলেন,

ثَمَرَةُ الْقَنَاعَةِ الرَّاحَةُ + وَثَمَرَةُ التَّوَاضُعِ الْمَحَبَّةُ

‘অল্পে তুষ্টির ফল হ’ল প্রশান্তি এবং বিনয়-নম্রতার ফলাফল হ’ল ভালবাসা’।[১০৭]

১৯. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, مِنْ عَلاَمَةِ إِعْرَاضِ اللهِ عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَجْعَلَ شُغْلَهُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ ‘কোন বান্দা থেকে আল্লাহ্র মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার নিদর্শন হ’ল, অনর্থক কাজ-কর্মে তাকে ব্যস্ত করে দেওয়া’।[১০৮]

২০. কা‘ব আল-আহবার জনৈক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, اتَّقِ اللهَ وَارْضَ بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ الْمَجْلِسِ، وَلاَ تُؤْذِيَنَّ أَحَدًا، فَإِنَّهُ لَوْ مَلَأَ عِلْمُكَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَعَ الْعُجْبِ مَا زَادَكَ اللهُ بِهِ إِلاَّ سَفَالاً وَنَقْصًا ‘তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং মজলিস অলংকৃত করার মর্যাদা লাভ থেকে দূরে থেকে সন্তুষ্ট হও। আর মানুষকে কষ্ট দিয়ো না। কেননা তুমি যদি আসমান-যমীন ভর্তি জ্ঞানের অধিকারী হও, আর তোমার মধ্যে আত্মম্ভরিতা থাকে, তবে আল্লাহ কেবল তোমার নিকৃষ্টতা ও ত্রুটিই বাড়িয়ে দেবেন’।[১০৯]

২১. আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخَافَ اللهَ ، وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بِعَمَلِهِ ব্যক্তির জন্য অতটুকু ইলমই যথেষ্ট যেন সে আল্লাহকে ভয় করে। আর তার অজ্ঞতার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে নিজের সৎআমল দেখে মুগ্ধ হয়’।[১১০]

---

১০২. *তাফসীর ইবনুল ক্বাইয়িম ১/৭৮, ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুওয়াক্কেঈন ২/১২৪।*
১০৩. *বায়হাক্বী, শু‘আব হা/১১০১, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম পৃঃ ৪৭৫।*
১০৪. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১০/১২৬।*
১০৫. *বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/১৬৮৮, হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/৩৭২।*
১০৬. *যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের পৃঃ ১৪৫।*
১০৭. *আহমাদ আল-বিকরী, নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব ৩/২৪৫।*
১০৮. *জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/২৯৪।*
১০৯. *আবু নাঈম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া ৫/৩৭৬, ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম ও ফাযলিহি ১/৫৬৭।*
১১০. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৩৫৬৫৯।*

চিকিৎসা জগৎ

মৌসুমি ফল তরমুজ

একটি চমৎকার স্বাদের মৌসুমি ফল তরমুজ। পানিতে ভরা থাকে বলেই হয়তো এই ফলটির ইংরেজি নাম Water melon। তরমুজ মূলত দক্ষিণ আফ্রিকার ফল। তবে বর্তমানে তরমুজ বাংলাদেশের নিজস্ব মৌসুমি ফলে পরিণত হয়েছে। তরমুজের ভাল ফলন হয় চরাঞ্চল এবং নদী সংলগ্ন চরের বেলে মাটি বা পলি মাটিতে। তরমুজ ভাল উৎপাদনের জন্য শুকনো আবহাওয়া এবং প্রচুর রোদ প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের সর্বত্রই তরমুজ পাওয়া যায়। তবে তরমুজের বেশি চাষ হয় চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা ও যশোর যেলায়। এক সময় চট্টগ্রামের পতেঙ্গা তরমুজের জন্য বিখ্যাত ছিল। দেশজুড়ে পতেঙ্গার তরমুজের আলাদা একটা খ্যাতি ছিল।

তরমুজ বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি ফল। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত এই তিন মাসে বাজারে প্রচুর পরিমাণে তরমুজ পাওয়া যায়। মজাদার এই ফলটির ঔষধি গুণ অনেক। তরমুজের বহু ধরনের ঔষধি গুণের মধ্যে কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

(ক) তরমুজে প্রচুর পরিমাণ লাইকোপিন পাওয়া যায়। লাইকোপিন হচ্ছে একটি লাল বর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ রঞ্জক বিশেষ যা টমেটো এবং বীজশূন্য ক্ষুদ্র রসালো ফলে এবং অন্যান্য ফলে পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, মানব শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উপকারী লাইকোপিন গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি ফল তরমুজে টমেটোর চেয়ে চল্লিশ গুণ বেশি।

লাইকোপিনের উপকারিতা : মানুষের শরীরে ফ্রি-র‍্যাডিকেলস বা এক ধরনের মুক্ত রাসায়নিক কণা উৎপন্ন হয়, যা ত্বকের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট করে দেয় এবং শরীরের চামড়ায় ভাঁজ ফেলে দেয়। ফলে অল্প বয়সেই মানুষকে বৃদ্ধ দেখায়। এই মুক্ত রাসায়নিক কণা মানব শরীরে বিভিন্ন ক্যান্সারসহ নানা জটিল রোগ তৈরিতে সাহায্য করে। লাইকোপিন নামক এই রঞ্জক মানব শরীরে নানাভাবে উৎপন্ন ফ্রি-র‍্যাডিকেলস বা মুক্ত রাসায়নিক কণাগুলো ধ্বংস করে দেয়। ফলে নানাবিধ শারীরিক জটিলতা ও রোগ থেকে মানুষ রক্ষা পায়। লাইকোপিন বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক। এটি রক্ত থেকে প্রস্টেট স্পেসিফিক এন্টিজেন কমিয়ে দেয়। ফলে প্রস্টেট বৃদ্ধি ও প্রস্টেট ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমে যায়। গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রায় ৬০ শতাংশ প্রস্টেট ক্যান্সার লাইকোপিনের মাধ্যমে প্রতিরোধ সম্ভব। এছাড়া লাইকোপিন ফুসফুস, পাকস্থলী, বৃহদন্ত্র, মুখগহ্বর, রেক্টাম, শরীরের চামড়াসহ বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধ করে থাকে। বিশেষ করে ফুসফুসের ক্যান্সারসহ নানাবিধ জটিলতার প্রায় ৮০ শতাংশই লাইকোপিনের মাধ্যমে প্রতিরোধ সম্ভব। ফিনল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, লাইকোপিন হৃদপিণ্ডের রক্তবাহী নালীতে চর্বি জমতে দেয় না, এর ফলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমে যায়। চোখের অন্ধত্ব নিবারণেও লাইকোপিন গুরুত্বপূর্ণ।

মহিলাদের জন্য তরমুজ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ। তরমুজের উপাদান লাইকোপিন মহিলাদের স্তন ক্যান্সার, জরায়ু ক্যান্সার, গর্ভকালীন বিভিন্ন জটিলতা বিশেষ করে খিঁচুনি থেকে রক্ষা করে থাকে। যাদের শরীরের রক্তে লাইকোপিনের পরিমাণ বেশি, তারা অন্যদের চেয়ে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নীরোগ জীবন-যাপন করে থাকেন।

(খ) লাইকোপিন ছাড়াও তরমুজে প্রচুর পরিমাণ শর্করা, প্রোটিন, কার্বো হাইড্রেড, পানি, প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-সি ইত্যাদি পাওয়া যায়। অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমের কারণে যারা ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েন, তাদের জন্য তরমুজের শরবত খুবই উপকারী। তরমুজের শরবত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও দুর্বলতা দূর করে।

(গ) ঘন ঘন পিপাসা রোধে তরমুজ অধিক কার্যকরী। যাদের ঘন ঘন পিপাসা পায়, বিশেষ করে হৃদরোগের কারণে ঘন ঘন ও অধিক পিপাসা নিবারণে কিছুদিন তরমুজের শরবত পান করলে ভাল উপকার পাওয়া যায়।

(ঘ) তরমুজের শরবত টাইফয়েড জ্বরের তীব্রতা কমায় এবং জ্বর পরবর্তী অস্থিরতা ও ক্লান্তি দূর করে।

(ঙ) যারা রোদে কাজ করেন, বিভিন্ন কারণে রোদে সময় কাটাতে হয়, যাদের রোদ্রের তাপজনিত ডিহাইড্রেশন হয়, তা কাটাতে তরমুজের শরবত বেশ ফলপ্রদ।

(চ) পুরুষের বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতে তরমুজের বীজ বেশ উপকারী।

তরমুজের পুষ্টিগুণ : প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা তরমুজে আছে ৯২ থেকে ৯৫ গ্রাম পানি, আঁশ ০.২ গ্রাম, আমিষ ০.৫ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, ক্যালোরি ১৫ থেকে ১৬ মি. গ্রাম। এছাড়াও তরমুজে ক্যালসিয়াম রয়েছে ১০ মি. গ্রাম, আয়রন ৭.৯ মি. গ্রাম, কার্বহাইড্রেট ৩.৫ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.২ গ্রাম, ফসফরাস ১২ মি. গ্রাম, নিয়াসিন ০.২ মি. গ্রাম, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ও ভিটামিন বি$_{২}$।

পাকা তরমুজ চেনার উপায় : পাকা তরমুজ হাতে তুলে নিলে সাইজের তুলনায় অধিক ভারী অনুভূত হবে এবং নাকের কাছে নিলে এক ধরনের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাবে।

সতর্কতা : তরমুজ যদিও রোদে ভাল জন্মে, তবে পাকা তরমুজ সর্বদা ঠাণ্ডা স্থানে রাখা উত্তম। গরমে, তাপে তরমুজের উপাদান আয়রণ নষ্ট হয়ে যায়। তরমুজ কেটে বেশিক্ষণ রাখা ঠিক নয়। তাতে তরমুজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভিটামিন-সি নষ্ট হয়ে যায়।

॥ সংকলিত ॥

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

আপনি কি জুনিয়র দাখিল পরীক্ষার্থী? আপনি কি কাঙ্খিত সাফল্যের প্রত্যাশী? তাহলে-
আজই সংগ্রহ করুন! উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'-এর এক ঝাঁক মেধাবী ছাত্র কর্তৃক রচিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা সম্পাদিত কাঙ্খিত সাফল্যের একমাত্র দিন নির্দেশক **'দিশারী** (JDC) প্রশ্নপত্র সাজেশান্স ২০১৪'। ভিপি যোগে সাজেশান্স পাঠানো হয়।

আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

'দিশারী জুনিয়র দাখিল সাজেশান্স প্রণয়ন কমিটি
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭৭৪-৪১৬০৯৫, ০১৭৫১-২৪৩৮৫৮।
শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

কবিতা

রক্ত দিয়ে গড়া এদেশ

আবুল কাশেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

এইতো মোদের বাংলাদেশ
সোনার চেয়েও দামী,
রক্ত দিয়ে গড়া এদেশ
আমার জন্মভূমি।
মাছে-ভাতে নানা ক্ষেত্রে
বিশ্বে আছে সুনাম,
দুর্নীতির শিকার হয়ে
কামিয়েছে বদনাম।
সেদিন যারা শুক্র ছিল
দেখতো বাঁকা চোখে
মায়ের চেয়ে মাসির দরদ
দেখায় তারা মুখে।
একাত্তরের কথা আমার
আজও মনে পড়ে,
এখন যেন বসত করি
দুই সতিনের ঘরে।
এসো ভাই সবে মিলে
আমরা সমাজ গড়ি,
ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে-মিশে
আল্লাহ্‌র পথে চলি।
ছহীহ হাদীছ মেনে চললে
আমল হবে খাঁটি,
ইহকালে পরকালে
আমল হবে সাথী।

***

নামে আহলেহাদীছ

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
মার্কেটিং বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

বাপ-দাদার সম্পত্তি নয় আমলে পরিচয়,
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মানলে আহলেহাদীছ হয়।
জন্ম থেকে বিদ'আত পালন করছ দেখি আজ,
ডানে আযান বামে একামত দলীলবিহীন কাজ।
তিন চিল্লায় আলেম হ'ল কুরআন-হাদীছ ছাড়া,
ইলিয়াসী তাবলীগে আজ সমাজ মাতোয়ারা।
ভাগে কুরবানী সফরে ছিল বাড়ির মাঝে এলো,
আক্বীকাও নাকি চলে তাতে সমাজের একি হ'ল!
ফরয ছালাতের পর মুনাজাত চলছে সবখানে,
সঠিক আক্বীদার কথা বললে তারা নাহি মানে।
মসজিদের মিম্বারে বাহার দেখি বেশ,
ডানে আল্লাহ বামে মুহাম্মাদ শিরকের নাই শেষ।
মাহফিলে যিকির চলে মুহাম্মাদের নামে,
বক্তা ছাহেবকে নিতে হচ্ছে অনেক টাকা দামে।
জুম'আর দিন দুই আযান মুওয়াযিযনের মুখে,
চল্লিশা পালন করছে আজি মৃত ব্যক্তির সুখে।
জর্দ্দা, গুল খাওয়া নাকি দোষের কিছু নয়,
এসব কথা বলতে তারা কেউ করে না ভয়।
তাবীয লিখে কত আলেম ব্যবসা করে আজ,
শিরক করে কামায় রূযী নেইকো তাদের লাজ।
তবুও তারা আহলেহাদীছ করছে সদা দাবী,
সত্য কথা বলতে গেলে বলে জেএমবি।

***

করুণাময় তুমি

খালেদা আখতার রুনা
বাজুডাঙ্গা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

আমি জানি তোমাকে আল্লাহ
ডাকতে পারেনি ভরে মনপ্রাণ,
পারিনি করতে তোমার গুণগান
হয়েছি আমি নাফরমান।
দিয়েছ ধরায় সব নে'আমত করেছ মোরে দয়া
ছড়িয়ে আছে তোমার রহমত,
তবুও পারিনি বুঝতে তোমায়
কাছে পেয়েও অজস্র নে'মত।
তুমি ধরণী তুমিই সাথী
আমার অসহায় জীবন মরণে,
করেছ ক্ষমা দিয়েছ ভেলা
দাওনি ফেলে আমায় নির্জন গহিনে।
রেখেছ মান অতি আঁধারে
নিবিড় রাতের সন্ধিক্ষণে,
আমি নিঃস্ব বড় অসহায়
রাখিনি খবর বাধিনি তোমায় অঙ্গনে।
দিয়েছ যা ভুলেছি তাই
দেখিনি কখনো খেয়াল করে
আমার কোন সহায় নাই,
যদি তুমি যাও দূরে।
তুমি সুন্দর তুমি পবিত্র
তুমি দিশারী আলো-আধারে,
তুমি নিকটে অতি কাছে
আছ পাশে আছ হৃদয়ের গভীরে।

***

পাবে পরিত্রাণ

হুরমা খানম
গড়েরকান্দা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

বুঝেও যে না বুঝে তাকে বুঝায় কে?
জেগেও যে ঘুমিয়ে থাকে তাকে জাগায় কে?
জ্ঞানহীন মূর্খ মানুষ শেখে দেখে দেখে
শিক্ষিত জ্ঞানী শেখে যদি যায় ঠেকে।
ইহকালের ঠেকা সেতো বড় ঠেকা নয়
পরকালের ঠেকা বড় জানিবে নিশ্চয়।
দুনিয়াতে চলছ তুমি নিজের ইচ্ছামত
ফিকাহ মেনে কুরআন-হাদীছ দলছ অবিরত।
মাযহাবটাকে রাখতে সঠিক আঁটছ কত ফন্দি
কূটকৌশলে হকপন্থীদের করছ জেলে বন্দী।
জানতে চাওনি অহি-র বিধান মানতে চাওনি কভু
তাইতো তোমায় পরকালে শাস্তি দিবেন প্রভু।
সময় থাকতে হও সাবধান মান হাদীছ-কুরআন
তবেই তুমি পরকালে পাবে পরিত্রাণ।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. এক প্রকার নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কারণে।
২. ৬০ হাত।
৩. আদম (আঃ)-এর পাঁজরের হাড় থেকে।
৪. ক্বাবীল হাবীলকে হত্যা করেছিল।
৫. কাক পাখি।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)-এর সঠিক উত্তর

১. নাইক্রোম তার ২. স্থির বিদ্যুৎ
৩. সিনেমায় ৪. স্থির বিদ্যুৎ
৫. মাটির সঙ্গে সংযোগ হয় না বলে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. কোন্ ছাহাবী দো'আ করলেই আল্লাহ কবুল করতেন?
২. কোন ছাহাবী সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার ভাই'?
৩. কোন ছাহাবী সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে হালাল-হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী?
৪. কোন নবী সর্বপ্রথম মানুষকে বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করার জন্য আহ্বান জানান?
৫. কোন নবী সর্বপ্রথম জ্ঞান শিক্ষার জন্য সফর করেন এবং কার নিকটে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন)

১. পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতের মাধ্যমে কাফেরের উপর জানাযা ছালাত আদায় করা হারাম করা হয়েছে?
২. পবিত্র কুরআনে দু'টি পাখির নাম উল্লিখিত হয়েছে পাখি দু'টি কি কি?
৩. পবিত্র কুরআনের কোন সূরাকে শিষ্টাচার ও সামাজিক সম্প্রীতির সূরা বলা হয়?
৪. পবিত্র কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে বিবাহ হারাম এমন নারীদের পরিচয় দেয়া হয়েছে?
৫. কোন মহিলা ছাহাবীকে কুরআনের প্রহরী হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছে?

সংগ্রহে : ইবরাহীম খলীল
রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

সোনামণি সংবাদ

সিরাজগঞ্জ ১৫ মার্চ শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় সিরাজগঞ্জ শহরস্থ এম. মানছূর আলী অডিটরিয়ামে সিরাজগঞ্জ যেলা সোনামণি সম্মেলন ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান, সাখাওয়াত হোসাইন ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও যেলা 'সোনামণি' উপদেষ্টা মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগরী 'সোনামণি' সহ-পরিচালক যাকারিয়া সহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে আব্দুল মুমিনকে পরিচালক করে ২০১৩-২০১৫ সেশনের জন্য 'সোনামণি' সিরাজগঞ্জ যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর ধুরইল আহলেহাদীছ হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর হাসানিয়াহ তা'মিরুল মিল্লাত আলিম মাদরাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ওবায়দুল্লাহ, সাখাওয়াত হোসাইন, অত্র মাদরাসার প্রধান শিক্ষক হাফেয শাফিউল্লাহ, সহকারী শিক্ষক হাফেয আব্দুল বাছীর এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম।

মঠবাড়ী, নগরঘাটা, তালা, সাতক্ষীরা ৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৬-টায় মঠবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' তালা উপযেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। তালা উপযেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ মাসঊদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা 'সোনামণি' সহ-পরিচালক রাশেদুল ইসলাম, 'সোনামণি' মঠবাড়ী শাখার সহ-পরিচালক আলী হোসাইন, আব্দুর রাকীব ও আব্দুল্লাহ আল-মামুন প্রমুখ।

হাত সমাচার

মুমিনুর রহমান
কাজলা, মতিহার, রাজশাহী।

হাতে হয় মারামারি
হাতে হয় মিতা,
হাত দিয়ে লেখা হয়
ছন্দ-কবিতা।
হাতে হয় ভাগাভাগি
হাতে হয় চুরি,
হাত দিয়ে ইতিহাস
গড়া ভুরি ভুরি।
কারো হাতে যশ আছে
কারো হাতে লস,
কারো হাতে জীবনে
নামে পুরো ধস।
হাতে হাতে ফসলের
হয় বীজ বোনা,
সবুজের সমারোহ
ফুলে ফলে সোনা।
এই হাত আল্লাহ্র
কত বড় দান,
শুকরিয়া করি তাঁর
করি গুণগান।

স্বদেশ

দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে নির্বাচন পদ্ধতি

-ড. আকবর আলী খান

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান বলেছেন, দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে নির্বাচন পদ্ধতি। গত ৫ই জানুয়ারী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশের সংবিধান পর্যালোচনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান আলোচকের বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সাবেক এই উপদেষ্টা বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির কড়া সমালোচনা করে বলেন, বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতিতে জাল-জালিয়াতি হবেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রথম আলোর যুগ্ম-সম্পাদক মিজানুর রহমান খান, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সাদিয়া আরমান, আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জামিলুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন।

[একদিন সবাইকে দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতির কাছেই ফিরে আসতে হবে। যেদিকে আমরা প্রথম থেকেই জাতিকে আহ্বান জানিয়ে আসছি (স.স.)]

রাবিতে ৩৫ বছরে ৩৭ খুনের একটিরও বিচার হয়নি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্র-রাজনীতির কুপ্রভাবে গত ৩৫ বছরে ৩৭ জন খুন হয়েছে। এদের মধ্যে ছাত্রশিবিরের ১৬ জন, ছাত্রলীগের ৭জন, জাসদ ছাত্রলীগের ৩ জন, ছাত্রদলের ৩ জন, ছাত্রমৈত্রীর ২ জন এবং ছাত্র ইউনিয়নের ১ জন। খুনের তালিকায় রয়েছেন দুই শিক্ষকও। এছাড়া নিহতদের তালিকায় আছে নিরীহ পত্রিকার হকার, রিক্সাচালক ও সাধারণ ছাত্র। এ সকল ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের শাস্তির আশ্বাস দিলেও আঁধারেই রয়ে গেছে সব তদন্ত প্রতিবেদন। কোন কোন ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিলেও দলীয় বিবেচনায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে দোষীদের। এতে করে কোন ঘটনার সুষ্ঠু বিচার পায়নি নিহতদের পরিবারগণ।

অনুসন্ধানে জানা যায়, স্বাধীনতা পরবর্তী এক দশক ভালই চলছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র সংঘর্ষে নিহতের সূত্রপাত হয় ১৯৮২ সালে। এরপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় ক্যাম্পাসে চলে অস্ত্রের মহড়া। ফলে শিক্ষাঙ্গন ক্রমে রণাঙ্গণে পরিণত হয়। অবৈধ অস্ত্রের মহড়া, টেন্ডারবাজি ও লাশের সারি ক্রমেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'তে থাকে। সর্বশেষ গত ১১ই এপ্রিল শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের তৃতীয় ব্লকের ২৩০ নম্বর রুমে নিজ কক্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন ছাত্রলীগের রুস্তম আলী আকন্দ।

পরিবহনে মেয়াদোত্তীর্ণ গ্যাস সিলিণ্ডার একেকটি টাইম বোমা

মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে পরিবহনে ব্যবহৃত মেয়াদোত্তীর্ণ গ্যাস সিলিণ্ডার। প্রায়ই ঘটছে এসব সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা। এতে করে চলন্ত গাড়িতে বিস্ফোরণে হতাহত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। গত দুই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্তত ৮০টি সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সিএনজিচালিত এসব পরিবহন নিয়ে যাত্রীদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আতঙ্কে পরিণত হচ্ছে। যাত্রীরা ঝুঁকি নিয়ে এসব পরিবহনে উঠছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব দুর্ঘটনা ঘটছে গাড়িতে মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিম্নমানের গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের কারণে। এদিকে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে নিম্নমানের সিলিন্ডার ব্যবহার করে গাড়িকে সিএনজিতে রূপান্তরের সংখ্যাও বাড়ছে দেদারছে। পরীক্ষা করিয়ে নেয়ার নিয়ম থাকলেও অধিকাংশ গাড়ির মালিকই তা মানছেন না। যানবাহনে যেসব সিলিন্ডার ব্যবহৃত হচ্ছে তার ধারণক্ষমতা ৩ হাযার পিএসআই। কিন্তু ফিলিং স্টেশনে গ্যাস ভরা হচ্ছে ৫ হাযার পিএসআই। ফলে সিলিন্ডারের ওপর বাড়তি চাপ পড়ছে এবং বিস্ফোরণ ঘটছে।

বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন অ্যান্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব জাকির হোসেন নয়ন বলেন, স্টিল ও কম্পোজিট সিলিন্ডারের মেয়াদ ১৫-২০ বছর হ'লেও ৫ বছর পরপর এর ফিটনেস টেস্ট করার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ২ লাখ ২৫ হাযার সিএনজির মধ্যে দেড় লাখের মেয়াদই ৫ বছরের বেশি হয়ে গেছে। কিন্তু এগুলোর কোন টেস্ট করা হচ্ছে না। ফলে সিএনজিগুলো একেকটি বোমার মতো হয়ে উঠেছে।

কৃত্রিম কিডনী আবিষ্কার করলেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানী

এবার কৃত্রিম কিডনী আবিষ্কার করলেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানী শুভ রায়। কয়েক বছরের মধ্যেই তার আবিষ্কৃত এই কিডনী মানবদেহে ব্যবহার করা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার সহযোগী অধ্যাপক শুভ রায় গত ১০ বছর আগে তার সহকর্মীদের নিয়ে কৃত্রিম কিডনী তৈরীর কাজ শুরু করেছিলেন। বহু গবেষণার পর সম্প্রতি তিনি ঘোষণা দেন যে, তারা কৃত্রিম কিডনী তৈরী করে তা অন্য প্রাণীর দেহে প্রতিস্থাপন করে সফল হয়েছেন। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আরো ব্যাপকভাবে বিভিন্ন প্রাণীদেহে পরীক্ষার পর মানবদেহে এই কৃত্রিম কিডনী ব্যবহার করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তিনি। আর এই কৃত্রিম কিডনী আসল কিডনীর মতোই কাজ করবে বলে শুভ রায়ের আশা করছেন।

জটিল কিডনী রোগে আক্রান্ত হওয়ার বড় দু'টি কারণ হ'ল ডায়াবেটিস ও হাইপারটেনশন। আর এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা হ'ল ডায়ালিসিস। ব্যয়বহুল এ ডায়ালিসিস আসল কিডনীর ক্ষেত্রে কাজ করে মাত্র ১৩ শতাংশ। জটিল কিডনী রোগের আদর্শ চিকিৎসা হ'ল কিডনী প্রতিস্থাপন। কিন্তু সহজলভ্য না হওয়ায় খুব কমসংখ্যক রোগীই এ সুযোগ পান। আবার কিডনী প্রতিস্থাপনে দাতার রোগ গ্রহীতার শরীরে চলে আসারও সম্ভবনা থাকে।

কিন্তু কৃত্রিম কিডনীর ক্ষেত্রে এসব আশঙ্কা নেই। এই কিডনীর একটি অংশ রক্ত থেকে বর্জ্য পরিশোধন করে, আর অন্য অংশ (কম্পার্টমেন্ট) অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই কিডনী কয়েক দশক টেকসই হবে। সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই থাকবে এই কৃত্রিম কিডনী। অর্থনৈতিক দিক নিশ্চিত হ'লে তিন-চার বছরের মধ্যেই এই কিডনী ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যেতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাবুনগরীকে বলছি, আপনি সত্বর আহলেহাদীছ হয়ে যান

-সেক্রেটারী জেনারেল, আহলেহাদীছ আন্দোলন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল **অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম** এক বিবৃতিতে বলেন, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর মহাসচিব আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী আহলেহাদীছকে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবী জানিয়েছেন বলে আমরা পত্রিকায় দেখেছি। কিন্তু সঙ্গত কারণেই আমরা এগুলিকে আমলে নেইনি। হঠাৎ দেখলাম তিনি নিজেই উক্ত খবরের প্রতিবাদ করেছেন এবং এরূপ দাবী করেননি বলে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন। ধন্যবাদ তাঁকে। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, আহলেহাদীছের কিছু লোক ইমাম আবু হানীফাসহ ইমামদের ব্যাপারে কটূক্তি করে। মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি কথা বলেছি। কিন্তু তাদেরকে 'অমুসলিম' বলিনি *(ইনকিলাব ১৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার, শেষ পৃষ্ঠা)*।

তাঁকে বলব, আহলেহাদীছ-এর এরূপ কোন দায়িত্বশীল আলেমের নাম আপনার জানা থাকলে দয়া করে আমাদের জানান। আমরা তার পক্ষে ক্ষমা চেয়ে নেব। দ্বিতীয়তঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ চার ইমামের সকলেরই বক্তব্য হ'ল ছহীহ হাদীছই আমাদের মাযহাব *(শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৭৩ পৃঃ)*। আহলেহাদীছগণ সেটাই মেনে থাকেন ও সেদিকেই মানুষকে আহ্বান জানিয়ে থাকেন। ফিক্বহের ও মাযহাবের কোন মাসআলা যদি কুরআন বা ছহীহ হাদীছের বিরোধী হয়, তাহ'লে আমরা কি মাযহাব মানব, না ছহীহ হাদীছ মানব? আমরা ইমাম ছাহেবদের কথা অনুযায়ী ছহীহ হাদীছ মেনে চলি। আশা করি আমাদের ভুল বুঝবেন না। আপনারাও সত্বর আহলেহাদীছ হয়ে যান।

বিদেশ

রোহিঙ্গা মুসলিমদের আদমশুমারীতে অন্তর্ভুক্ত করছে না মিয়ানমার সরকার!

মিয়ানমার সরকার তিন দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো জাতীয় আদমশুমারী শুরু করলেও নিজেদের রোহিঙ্গা বলে পরিচয় দেয়া মুসলিমদের আদমশুমারীতে অন্তর্ভুক্ত করছে না। আদমশুমারীতে সহায়তা করা জাতিসংঘ জানিয়েছে, মিয়ানমারের নাগরিকদের তাদের যার যার নিজস্ব গোত্রের পরিচয় দিতে দিয়ে শুমারীতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কিন্তু মিয়ানমার সরকার বলছে, নিজেদের অবশ্যই বাঙালী বলে পরিচয় দিতে হবে মুসলিম রোহিঙ্গাদের, নচেৎ তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের অভিবাসী বলে গণ্য করায় তাদেরকে নাগরিকত্ব দিতে নারাজ। অপরদিকে রোহিঙ্গারা নিজেদের মিয়ানমারের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই মনে করেন এবং তাদের অভিযোগ রাজ্যের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন তারা। রোহিঙ্গাদের প্রতি প্রায় সব বৌদ্ধই নিষ্ঠুর বিদ্বেষ পোষণ করে। রোহিঙ্গাদের শুমারীতে অন্তর্ভুক্ত করলে অসংখ্য বৌদ্ধ রাখাইন নির্বাচনে ভোট দেবেন না বলে গুজব রয়েছে।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাওয়ার ৪৬ বছর পর নির্দোষ প্রমাণিত!

জাপানে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার ৪৬ বছর পর এক ব্যক্তির মামলা আবার শুনানির নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সাবেক বক্সার ইয়াও হাকামাদা ১৯৬৮ সালে তার বস, বসের স্ত্রী ও তাদের দুই সন্তানকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড পেয়েছিলেন। কিন্তু আইনী জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এতদিন তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়নি। বর্তমানে ৭৮ বছর বয়সী হাকামাদা গত ৪৮ বছর কারাগারের কনডেম সেলে জীবন কাটিয়েছেন। তার বসের পরিবার নিহত হওয়ার পর জাপানি পুলিশ টানা ২০ দিন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। রিমান্ডে প্রচণ্ড নির্যাতনের মুখে তিনি স্বীকার করেন এ হত্যাকাণ্ড তিনি ঘটিয়েছেন। পরবর্তীতে আদালতে তিনি তার জবানবন্দি প্রত্যাহার করে নিলেও পুলিশের কাছে দেয়া স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হাকামাদার মৃত্যুদণ্ড হয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, হাকামাদা হচ্ছেন মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা মাথায় নিয়ে দীর্ঘতম সময় ধরে বেঁচে থাকা একমাত্র ব্যক্তি।

তার নির্দোষ থাকার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হাতে আসায় তাকে আর কারাগারে বন্দি রাখার প্রয়োজন নেই বলেও বিচারক ঘোষণা করেছেন। ১৯৬৬ সালে যে তিন বিচারক হাকামাদার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিলেন তাদের একজন এখনও বেঁচে আছেন। তিনিও এবার প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন, সে সময় তারও মনে হয়েছিল হাকামাদা নির্দোষ। হাকামাদার ৮১ বছর বয়সী বোন হিদেকো গত ৪৬ বছর ধরে তার ভাইকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য সংগ্রাম করেছেন।

[হে জাতি! উন্নত দেশসমূহের এইসব অবিচার দেখেও কি তোমরা ইসলামী বিচারব্যবস্থার দিকে ফিরে আসবে না? (স.স.)]

পৃথিবীতে সর্বাধিক খুন হন্ডুরাসে

জাতিসংঘের মতে, দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি খুনের ঘটনা ঘটে হন্ডুরাসে। ২০১২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি এক লাখে খুনের হার হ'ল ৯০.৪ শতাংশ! সম্প্রতি জাতিসংঘের 'ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম রিপোর্ট' থেকে জানা যায়, হন্ডুরাসের পরেই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি খুনের ঘটনা ঘটে ভেনিজুয়েলায়। প্রতি এক লাখে এ হার হ'ল ৫৩.৭ শতাংশ। এরপরই রয়েছে যথাক্রমে বেলিজ এবং এল সালভাদোর। এ দুই দেশে খুনের ঐ হার হ'ল যথাক্রমে ৪৪.৭ শতাংশ এবং ৪১.২ শতাংশ। গুয়াতেমালা, কলম্বিয়া এবং ব্রাজিলে এ হার যথাক্রমে ৩১ শতাংশ, ৩০.৮ শতাংশ এবং ২৫.২ শতাংশ। জানা যায়, আফ্রিকার থেকেও আমেরিকা মহাদেশে খুনের ঘটনা ঘটেছে বেশি। ২০১২ সালে গোটা আমেরিকা মহাদেশে খুনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে ৪ লাখ ৩৭ হাযারটি। এই পরিসংখ্যান সারা পৃথিবীর মোট খুনের ঘটনার ৪০ শতাংশ।

মুসলিম জাহান

ইসরাঈলকে ইহূদী রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেবে না আরব লীগ

ইসরাঈলের দাবী অনুযায়ী ইসরাঈলকে ইহূদী রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নিতে ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাসের অস্বীকৃতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে আরব লীগ। গত ২৩শে মার্চ মিসরের রাজধানী কায়রোয় এক বৈঠকে আরব দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাসের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করার পরপরই এই আহ্বান জানান আরব লীগ প্রধান নাবীল আল-আরাবী।

আরব লীগ এমন এক সময় এ সিদ্ধান্ত নিল, যখন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় আয়োজিত ইসরাঈল-ফিলিস্তীন শান্তি আলোচনার সময়সীমা ঘনিয়ে আসছে। আরব লীগ প্রধান ইসরাঈলকে একটি ইহূদী রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতিদানের দাবীর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সব আরব দেশের প্রতি। ইসরাঈলের এই দাবীকে তিনি শান্তি আলোচনার জন্য নির্ধারিত ফ্রেমওয়ার্কের পরিপন্থী বলেও আখ্যায়িত করেন।

ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস অভিযোগ করেন, এর আগে আর কোন আরব রাষ্ট্রের সাথে শান্তিচুক্তি করার সময় ইসরাঈল এ ধরনের দাবী করেনি। অথচ ফিলিস্তীনের সাথে শান্তি আলোচনা করতে গিয়েই ইসরাঈল এখন তাকে একটি ইহূদী রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নেয়ার দাবী করছে। আব্বাস বলেন, তিনি কখনই ইসরাঈলকে ইহূদী রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেবেন না।

মিসরের বরেণ্য লেখক মুহাম্মাদ কুতুব আর নেই

'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' বা 'মুসলিম ব্রাদারহুড'-এর সাবেক নেতা সাইয়িদ কুতুবের ভাই মিসরের বরেণ্য লেখক মুহাম্মাদ কুতুব (৯৫) আর নেই। গত ১১ এপ্রিল বাদ জুম'আ সঊদী আরবের জেদ্দা হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন*। তিনি ২৬ এপ্রিল ১৯১৯ সালে মিসরের আসিউত শহরের মুয়াসসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪০ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। পরে পি-এইচ.ডি করে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫৪ সালে মিসরের বিপ্লবের সময় বড় ভাই সাইয়িদ কুতুব ও বোন আমেনা বেগমের সাথে গ্রেফতার হন। দুই বছর কারাযাপন করে মুক্তি লাভ করলে আবার ১৯৬৫ সালে গ্রেফতার হন এবং ১৯৭২ সাল পর্যন্ত একাধারে সাত বছর কারাবরণ করেন। তিনি মুসলিম ব্রাদারহুড প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল-বান্নাসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে রাজনীতি করেছেন। ভাইয়ের ফাঁসি কার্যকর হওয়ার পর তিনি মুক্তি পান এবং স্থায়ীভাবে সঊদী আরব চলে যান। দীর্ঘ দিন রিয়াদ ও জেদ্দাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও শিক্ষা সংস্কারে ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক স্কলার হিসাবেও তিনি ব্যাপকভাবে সমাদৃত। এ যাবৎ তিনি আরবী ও ইংরেজী ভাষায় ধর্ম, সমাজ, রাজনীতিসহ আধুনিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় অর্ধশতাধিক বই লিখেছেন।

তার ইন্তেকালে আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলার ফোরামের চেয়ারম্যান ও সঊদী আরবের গ্র্যাণ্ড মুফতীসহ বিভিন্ন দেশের ওলামায়ে কেরাম শোক প্রকাশ করেছেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি (স.স.)]

পাকিস্তানে ধর্ম অবমাননার দায়ে খ্রিষ্টান দম্পতির মৃত্যুদণ্ড

ধর্ম অবমাননার দায়ে পাকিস্তানের একটি যেলা আদালত এক খ্রিষ্টান দম্পতিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এছাড়া তাদেরকে এক লাখ রূপি করে জরিমানাও করা হয়েছে।

গত ১১ই এপ্রিল শুক্রবার এই রায় দেয়া হয় বলে দ্য ডন পত্রিকা জানিয়েছে। গোজরার সেইন্ট ক্যাথিড্রাল স্কুলের নৈশপ্রহরী শাফকাত মাশেহ ও তার স্ত্রী সাগুফতা মাশেহকে ২০১৩ সালের জুলাই মাসে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননামূলক মুঠোফোন বার্তা (টেক্সট মেসেজ) পাঠানোর অভিযোগ করেন স্থানীয় দোকানদার মালিক মোহাম্মাদ হুসেইন ও গোজরার তহসিল বারের সাবেক প্রেসিডেন্ট আনোয়ার মানছুর গোরায়া। অতিরিক্ত জেলা জজ আমীর হাবীব তাদের দোষী সাব্যস্ত করে এ রায় দেন।

নাস্তিকদের সন্ত্রাসী ঘোষণা করল সঊদী আরব

সঊদী আরব এক নতুন আইনে নাস্তিকদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়েছে। সম্প্রতি জারি করা ডিক্রিসমূহের একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনভাবে নাস্তিক্যবাদী চিন্তা প্রকাশ করলে কিংবা ইসলাম ধর্মের মৌলিক কোন বিধান নিয়ে প্রশ্ন তুললে সেটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসাবে বিবেচিত হবে।

নতুন রাজকীয় ফরমানগুলি জারি করা হয়েছে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায়। এর মাধ্যমে সঊদী বাদশাহ সব ধরনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিবাদ বন্ধ করতে চাইছেন।

মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে জানানো হয়, নতুন সিরিজ আইনে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সঊদী নাগরিকদের (যারা রাজতন্ত্র উচ্ছেদের প্রশিক্ষণ নিয়েছে) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিশদ বিধান রাখা হয়েছে। বাদশাহ আবদুল্লাহর জারি করা ৪৪ নম্বর ডিক্রিতে সঊদী আরবের বাইরে কোন শত্রুতায় অংশগ্রহণ করলে তিন থেকে ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে মুসলিম গণহত্যা

খ্রিষ্টান অধ্যুষিত মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে দীর্ঘদিন ধরেই খ্রিষ্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে। তবে সম্প্রতি উগ্রপন্থী খ্রিষ্টান মিলিশিয়াদের নৃশংসতায় ঐ দেশটিতে শত শত মুসলমান নিহত হয়েছেন। প্রাণের ভয়ে কয়েক লাখ মুসলমান প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন। উগ্রপন্থী খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের ঘরবাড়ি ও অসংখ্য মসজিদ মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। মুসলমানদের বিতাড়িত করে তারা মসজিদগুলোকে পানশালায় রূপান্তরিত করেছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের সাড়ে নয় লাখেরও বেশি মুসলমান শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে এবং দেশটির হাযার হাযার মুসলমান নিহত হয়েছে। গত বছরের মার্চ মাসে মুসলিম সেলেকা বিদ্রোহী সংগঠন খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটির ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। আর সে সময় থেকেই উগ্রপন্থী খ্রিষ্টান মিলিশিয়ারা মুসলমানদের ওপর তাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সেলেকাদের বিদ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে বহু সাধারণ মুসলমানকে আজ নির্মমভাবে জীবন দিতে হচ্ছে। তবে দেশটিতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ফ্রান্স ও আফ্রিকান ইউনিয়ন হাযার হাযার শান্তিরক্ষী মোতায়েন করেছে। কিন্তু তা তেমন কোন কাজে আসছে না।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পথ দেখাবে জুতা

বাসার পথ দেখাবে জুতা। পথে বেরিয়ে বাসা হারিয়ে ফেলেছেন অথবা নতুন বাসা খুঁজে পাচ্ছেন না? আপনাকে নিশ্চিন্ত করতে গবেষকেরা নিয়ে এসেছেন ছোট্ট একটি যন্ত্র। এটি জুতায় লাগানো থাকলে সহজেই গন্তব্য খুঁজে পাওয়া যাবে। ব্লুটুথ প্রযুক্তি এবং মুঠোফোনের মানচিত্র ব্যবস্থার সংযোগে যন্ত্রটি ঠিকানা নির্দেশ করতে পারবে। এজন্য 'সত্নভ' নামের বিশেষ প্রযুক্তির জুতা পায়ে দিতে হবে। হাঁটার সময় যন্ত্রটি এক ধরনের কম্পন তৈরী করবে, যাতে সহজেই বুঝা যাবে কোন পথে চলতে হবে, কোন দিকে বাঁক নিতে হবে ইত্যাদি। ভারতীয় দুই প্রযুক্তিবিদ অনিরুদ্ধ শর্মা ও ক্রিসপিয়ান লরেন্স যৌথভাবে প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছেন। এ ধরনের জুতার দাম পড়বে ১০০ ব্রিটিশ পাউন্ড।

মাটির রস পরিমাপক যন্ত্র উদ্ভাবন

মাটির রস পরিমাপক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের এক বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। এই প্রযুক্তি ব্যবহারে মাঠ পর্যায়ে চাষীদের চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত সেচ খরচ সাশ্রয় হবে। যা জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে সাংবাদিক ও কৃষি সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে মাটির রস পরিমাপক প্রযুক্তির কর্মকৌশল ও কার্যকারিতা বিষয়ে উপস্থাপনা তুলে ধরেন উদ্ভাবক ফারুক বিন হোসেন ইয়ামীন।

এই প্রযুক্তিতে মাটির নমুনা সংগ্রাহক নল, শতকরা হারে মাটির রস পরিমাপক নিক্তির মাধ্যমে মাটির রস পরীক্ষা করা যাবে। এই যন্ত্র তৈরিতে কয়েক ফুট জিআই পাইপ, স্কেল, বাটখারা ও হাতে বানানো একটি নিক্তির প্রয়োজন পড়বে। যাতে খরচ পড়বে মাত্র আড়াইশ টাকা। উপস্থাপনার পর ঐ বিজ্ঞানী মাঠে গিয়ে তার উদ্ভাবিত যন্ত্রের কর্মকৌশল ও কার্যকারিতা হাতে-কলমে দেখান। এসময় তিনি বলেন, 'কৃষক পর্যায়ে ফসলের প্রয়োজনীয়তা না বুঝেই ফসলী মাঠে সেচ দেওয়া হয়। যাতে পানির অপচয় হয় বেশী। তাই জমিতে সেচের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের জন্য ফসলের বয়স ও বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী গাছের কার্যকরী মূলাঞ্চলে মাটিতে রসের পরিমাণ জানা যরূরী।' তিনি আরো বলেন, 'এই যন্ত্রের মাধ্যমে রস পরিমাপ করে সেচকর্মসূচী প্রণয়ন করলে সেচ জনিত খরচ প্রায় ৪০ ভাগ কমানো সম্ভব।'

বৃহস্পতির চাঁদে যাবে নাসার রোবট

বৃহস্পতির চাঁদ হিসাবে পরিচিত ইউরোপা উপগ্রহে একটি রোবট পাঠানোর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (নাসা)। এ অভিযান শুরুর লক্ষ্যে ২০১৫ সালের বাজেটে দেড় কোটি মার্কিন ডলার বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে নাসা। অভিযান প্রসঙ্গে নাসার অর্থবিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা এলিজাবেথ রবিনসন বলেন, অভিযানটি ২০২০-এর দশকের মধ্যভাগে শুরু হবে। বৃহস্পতির চারপাশে উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তা এবং পৃথিবী থেকে বিরাট দূরত্বের কারণে ঐ অভিযান হবে অনেক কঠিন। নাসার মহাকাশযান গ্যালিলিও ১৯৮৯ সালে বৃহস্পতির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সেখানে পৌঁছতে ছয় বছর সময় নেয়।

[হে মানুষ! মহাকাশ ছেড়ে পৃথিবীকে শান্তির গ্রহে পরিণত করো। তাহ'লেই তোমরা ইহকালে ও পরকালে সফলকাম হবে (স.স.)]

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন : জয়পুরহাট

কালাই ১৮ই মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে যেলার কালাই থানা সদরের মঈনুদ্দীন হাইস্কুল ময়দানে যেলা সম্মেলন'১৪ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম, দিনাজপুর-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহ প্রমুখ। বিকাল তিনটা থেকে একই ময়দানে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, রাজশাহী থেকে জয়পুরহাট আসার পথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ক্ষেতলাল থানা সদরের 'সানভিউ প্রি ক্যাডেট একাডেমী'র শিক্ষক জনাব তারেক আল-মামূন-এর বাসায় যাত্রাবিরতি করেন। অতঃপর সেখানে নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব রওনকুল ইসলাম চৌধুরী টিপু ও নব-প্রতিষ্ঠিত বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আনীসুর রহমান সরদার সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও নতুন আহলেহাদীছগণ তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি কালাই আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স জামে মসজিদে মাগরিবের ছালাত আদায় করেন। ছালাত শেষে তিনি সমবেত মুছল্লী ও সুধীদের সাথে দীর্ঘ সময় মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত কালাই আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। যাদের কারণে এটা ব্যাহত হচ্ছে তিনি তাদেরকে আহলেহাদীছ-এর আদর্শমূলে ফিরে এসে এ কমপ্লেক্স সুন্দরভাবে আবাদের আহ্বান জানান। এ সময়ে কমপ্লেক্স মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ সলীমুল্লাহ ও কমপ্লেক্স মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মুযযাম্মিল উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে আমীরে জামা'আত কালাই কমপ্লেক্সের অন্যতম জমিদাতা জনাব শহীদুল ইসলাম তালুকদারের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর মঈনুদ্দীন হাইস্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল মান্নান-এর বাসায় গমন করেন। সেখানে যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-র দায়িত্বশীলদের নিয়ে বৈঠক করেন। তিনি তাদের সাথে যেলার সাংগঠনিক কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং যেলার সর্বত্র ব্যাপকভাবে দাওয়াতী কাজ ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। সম্মেলন শেষে রাতেই আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে রাজশাহীতে ফিরে আসেন।

যেলা সম্মেলন : নওগাঁ

মান্দা ২১শে মার্চ শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে যেলার মান্দা থানাধীন জামদই গতিউল্লাহ আলিম মাদরাসা ময়দানে নওগাঁ যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম। সম্মেলনে নারী-পুরুষের বিপুল উপস্থিতি সম্মেলনকে প্রাণবন্ত করে তোলে। মহিলাদের জন্য পৃথক প্যাণ্ডেলের ব্যবস্থা ছিল। সম্মেলন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা মসজিদে যেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে সাংগঠনিক সভায় মিলিত হন। তিনি দায়িত্বশীলদেরকে যেলায় সাংগঠনিক কাজ জোরদার করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে পার্শ্ববর্তী চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসাইন সহ অন্যান্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, বিরোধীদের চক্রান্তে পুলিশ প্রশাসন হঠাৎ বেলা ১১-টায় এসে সম্মেলন বন্ধ বলে জানিয়ে দেয়। পরে ৪-টার দিকে এসে অনুমতি দেয়। চিহ্নিত এইসব বিরোধীরা দেশের প্রায় সর্বত্র সরকারী দলের প্রভাবশালী ব্যক্তি অথবা প্রশাসনকে প্রভাবিত করে আমীরে জামা'আতের কণ্ঠ স্তব্ধ করার চক্রান্ত করে থাকে এবং সেটা প্রায়ই তারা সম্মেলনের দিনই করে থাকে।

সপ্তাহব্যাপী পূর্ববঙ্গ সফরে আমীরে জামা'আত

গত ২২শে মার্চ শনিবার হ'তে ২৮শে মার্চ শুক্রবার পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী দাওয়াতী সফরে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি দাওয়াতী কাফেলা দেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ যেলার বিভিন্ন স্থানে সফর করেন। এ সময়ে সুধী সমাবেশ, ইসলামী সম্মেলন, প্রশ্নোত্তর মজলিস, বৈঠকী আলোচনা, মত বিনিময় সভা ছাড়াও 'আন্দোলন'-এর পরিচিতি, দাওয়াত, লিফলেট, মাসিক আত-তাহরীক, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) সহ বিভিন্ন বই-পুস্তক ও প্রচারপত্র ব্যাপকহারে বিতরণ করা হয়।

রাজশাহী হ'তে তিনটি মাইক্রো যোগে ২২শে মার্চ শনিবার বেলা পৌনে তিনটায় যাত্রা শুরু হয়। এসময়ে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন, সহ-

সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, মহানগনরীর নওদাপাড়া বাজার শাখার অর্থ সম্পাদক সালমান ফারেসী ও 'আন্দোলন'-এর প্রাথমিক সদস্য আবুবকর; জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান; বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক রফীকুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ছহীমুদ্দীন, যেলার শাহজাহানপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ রামাযান আলী, জয়ভোগা শাখা সভাপতি আলহাজ্জ মানছূর রহমান, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুর রাযযাক; মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তরীকুযযামান, যেলার গাংণী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান মোল্লা, গাংণী উপযেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি গোলাম আওরঙ্গযেব ও 'আন্দোলন'-এর প্রাথমিক সদস্য মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন; আমীরে জামা'আতের কনিষ্ঠ পুত্র ও আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী নওদাপাড়ার দশম শ্রেণীর ছাত্র হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল্লাহ মারযূক্ব আল-সাঈদ। অতঃপর ঢাকা থেকে সঙ্গী হন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সহ-সভাপতি মুশাররফ হোসাইন, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, বেরাইদ এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ বখতিয়ার, অর্থ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম ও প্রাথমিক সদস্য হিরণ মিয়াঁ। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

২৩শে মার্চ রবিবার :

রাজশাহী থেকে ২২শে মার্চ শনিবার বেলা পৌনে তিনটায় রওয়ানা হয়ে পরদিন বেলা সাড়ে ১২-টায় উক্ত দাওয়াতী কাফেলা দেশের পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্ত শহর কক্সবাজারে পৌঁছে। সেখানে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান কক্সবাজার কোর্টের আইনজীবি জনাব এডভোকেট শফীউল ইসলাম, এডভোকেট সেলিম জাহাঙ্গীর ও ব্যবসায়ী মোমতাযুদ্দীন। অতঃপর তারা 'সী বীচে'র অনতিদূরে পূর্ব থেকে বুকিংকৃত 'হোটেল সাইমন ব্লু পার্লে' পৌঁছেন এবং ছালাত ও খাওয়া-দাওয়া শেষে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এদিকে ঢাকা থেকে 'ইউনাইটেড এয়ারওয়েজের' ফ্লাইট যোগে বেলা ২টা ৩০ মিনিটে আমীরে জামা'আত কক্সবাজার বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এডভোকেট শফীউল ইসলাম, আবূদাঊদ চৌধুরী, মুহাম্মাদ সাবের হোসাইন, আমীনুল ইসলাম, আরীফুল ইসলাম, মোমতাযুদ্দীন, ডঃ সাখাওয়াত হোসায়েন প্রমুখ। হোটেলে পৌঁছে তিনি জনাব মোমতাযুদ্দীনের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন।

সী বীচ পরিদর্শন : বিকাল ৫-টায় আমীরে জামা'আত মহান আল্লাহ তা'আলার অপূর্ব সৃষ্টি দেখার জন্য সাথীদের নিয়ে সমুদ্র সৈকতে যান এবং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার মহিমা ঘোষণা করেন। সেখানে ব্যবসায়িক কারণে কক্সবাজারে আগত সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াদূদ-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর সৈকতেই তাঁরা একত্রে মাগরিবের ছালাত আদায় করেন। সৈকতের ছাতা ও চৌকির ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী যুবকটি সামনে ছাতার পর্দা ও আগে-পিছে চৌকি দিয়ে সুন্দরভাবে ছালাতের ব্যবস্থা করে দেয়। এটাই নাকি তার দেখা মতে সী বীচে প্রথম মাগরিবের জামা'আত। আমীরে জামা'আত তাকে নিয়মিত ছালাত আদায়ের নছীহত করেন।

সুধী সমাবেশ : যেলা আইনজীবী ভবনের দোতলার সভাকক্ষে বাদ মাগরিব সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সী বীচ থেকে ফিরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উক্ত সুধী সমাবেশে যোগদান করেন এবং সমবেত আইনজীবী ও সুধীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

স্থানীয় সিনিয়র এডভোকেট জনাব মুশতাক আহমাদ -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ছাত্র হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ মারযূক্ব। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন জনাব এডভোকেট শফিউল ইসলাম। বাদ মাগরিব হ'তে রাত ১১-টা পর্যন্ত একটানা অনুষ্ঠান চলে। সুধীদের ব্যাপক উপস্থিতি ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলে। অনুষ্ঠানস্থলে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। অনেকে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শ্রবণ করেন। এ সময়ে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে 'আন্দোলন'-এর দাওয়াত সম্পর্কিত প্রচারপত্র, লিফলেট ও মাসিক আত-তাহরীক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে শ্রোতাদের লিখিত প্রশ্নের জবাব দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। উল্লেখ্য যে, কক্সবাজারে এটিই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ব্যানারে অনুষ্ঠিত প্রথম দাওয়াতী অনুষ্ঠান। সুধী সমাবেশ শেষে তিনি কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ সহ এডভোকেট শফীউল ইসলামের বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর রাত ১২-টায় হোটেলে প্রত্যাবর্তন করেন।

২৪শে মার্চ সোমবার :

সেন্টমার্টিন্স সফর : বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের দ্বীপ 'সেন্টমার্টিন্স'। সাগর বক্ষে এক অনন্য সৃষ্টি। প্রবাল দিয়ে ঘেরা সবুজ শ্যামলে ভরা এ দ্বীপটি সত্যিই দৃষ্টিনন্দন। চারিদিকে অথৈ পানিরাশির মাঝখানে মহান আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টির নিদর্শন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১ কিলোমিটার প্রস্থের ছোট্ট এ দ্বীপটি। এর প্রাচীন নাম 'জিনজিরা দ্বীপ'। একে 'নারিকেল জিনজিরা'ও বলা হয়। এখানে সর্বাধিক নারিকেল হয় বলে হয়তবা এ নামকরণ হ'তে পারে। টেকনাফ থানার অন্তর্গত এ দ্বীপের লোকসংখ্যা মাত্র ৮ হাযার। এর মধ্যে ভোটার সংখ্যা ৩ হাযার। এখানে ২ টি প্রাইমারী স্কুল, ১ টি হাইস্কুল, ৩ টি হেফয খানা ও ১টি কওমী মাদরাসা ও ১৩ টি মসজিদ আছে। এখানে ধান, মরিচ, পেঁয়াজ, তরমুজ ইত্যাদির চাষ হয়। তবে এ দ্বীপের অধিবাসীদের অধিকাংশই পেশায় জেলে। তাদের উপার্জনের প্রধান উৎস হ'ল মৎস্য শিকার। জলোচ্ছ্বাসের সংকেত পেলে দ্বীপবাসীকে অনেক সময় সবকিছু ফেলে পানি পথে ২৮ কিলোমিটার দূরে টেকনাফ চলে যেতে হয়।

২৪শে মার্চ ভোর সাড়ে ৬-টায় কক্সবাজার থেকে রওয়ানা হন এডভোকেট শফিউল ইসলাম সহ আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে তৈরী মেরিন ড্রাইভ সড়ক পথ ধরে। ডানে সাগর ও বামে পাহাড় এ দু'য়ের মাঝখানে পিচঢালা পথ ধরে মনোরম সব দৃশ্য মাড়িয়ে আমীরে জামা'আতের প্রাইভেটকার ও সাথীদের মাইক্রোগুলো একের পর এক চলতে থাকে কক্সবাজার থেকে ৭৭ কি.মি. দূরে বাংলাদেশের পূর্বসীমান্তের

উপযেলা শহর 'টেকনাফে'র উদ্দেশ্যে। মেরিন ড্রাইভ সড়ক শেষে সরকারী সড়কে পৌঁছে একটি স্থানের বিস্ময়কর দৃশ্য সকলের মধ্যে প্রশ্নের সৃষ্টি করে। সেটা এই যে, পিচঢালা পথের মাঝে বড় বড় গাছের ও বৈদ্যুতিক খুঁটির অবস্থান। ঐগুলিকে বাঁচিয়ে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে অতি সাবধানে গাড়ীগুলিকে অতিক্রম করতে হয়। সম্ভবতঃ সরকারের এক বিভাগের সাথে অন্য বিভাগের সমন্বয় না হওয়ার ফল এটা। দেশের অন্য কোথাও এমন রাস্তা আছে কি-না সন্দেহ। অতঃপর টেকনাফ পৌঁছে সেখান থেকে সকাল ১০-টায় 'কেয়ারী সিন্দাবাদ' জাহায যোগে বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্ত বরাবর 'নাফ' নদীর বুক চিরে তারা এগিয়ে চলেন বঙ্গোপসাগরের দিকে। প্রায় আড়াই ঘন্টা চলার পর বেলা সাড়ে ১২-টায় সেন্টমার্টিন্স পৌঁছলে সেখানে স্থানীয় জনাব আব্দুর রহীম কাফেলাকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদে যোহর ও আছর ছালাত জমা ও কছর করে আদায় করেন ও পার্শ্ববর্তী হাসান রেস্তোঁরায় সকলে দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন। অতঃপর কিছু সময় সেন্টমার্টিন্স ঘুরে দেখে পুনরায় ফিরতি জাহাযে ৩-১০ মিনিটে যাত্রা করে বিকাল ৫-২০ মিনিটে টেকনাফ পৌঁছেন।

সেন্টমার্টিন্স দ্বীপের বহু দোকানে এবং স্থানীয় ও পর্যটকদের মধ্যে এ সময়ে 'আন্দোলন'-এর পরিচিতি, দাওয়াত, বিভিন্ন লিফলেট ও মাসিক আত-তাহরীক বিতরণ করা হয়। রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম ও অর্থ সম্পাদক আশরাফুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে সেন্টমার্টিন্সবাসীর নিকটে এই দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া হয়। এ সময় সেক্রেটারী জেনারেল তাঁর পূর্ব পরিচিত স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁকে সংগঠনের দাওয়াত দেন। চলার পথে জাহাযের মাইকে গান শুরু হলে আমীরে জামা'আত দু'জন কর্মীকে সারেং-এর কাছে পাঠিয়ে নিষেধ করেন। গান বন্ধ করলে পরে আমীরে জামা'আত নিজে গিয়ে তাঁকে নছীহত করেন এবং মাঝে-মধ্যে পাঁচ মিনিট করে সূরা ইয়াসীন অনুবাদ সহ ক্যাসেট শুনাতে পরামর্শ দেন। এসময় তাকে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) হাদিয়া দেওয়া হয়। টেকনাফে নামার সময় প্রবীণ সারেং আমীরে জামা'আতের নিকট পুনরায় দো'আ চান।

টেকনাফ থেকে ফেরার পথে আমীরে জামা'আত উখিয়া থানাধীন মুহুরীপাড়া জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত যাত্রা বিরতি দিয়ে মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করেন। অতঃপর কক্সবাজার কোর্টের এডভোকেট জনাব সেলিম জাহাঙ্গীরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে উখিয়া থানা সদরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা বিরতি করেন। তিনি এডভোকেট সেলিম জাহাঙ্গীরের ভাগিনা একরাম মার্কেটের মালিক জনাব একরাম ছাহেবের চেম্বারে কিছু সময় বসেন ও তাদের পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। আমীরে জামা'আত এসময়ে জনাব একরাম ছাহেবকে আত-তাহরীক ও ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই উপহার দেন এবং উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ১৯৭৮ সালের ১২-২৪ মে ১২ দিন নির্যাতিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ত্রাণ দেওয়ার জন্য উখিয়ায় অবস্থান করেছিলাম এবং 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীদের নিয়ে প্রচুর ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে নিজ হাতে তাদের সেবা করেছিলাম ও ঘরবাড়ি তৈরী করে দিয়েছিলাম। আমাদের সেবায় মুগ্ধ হয়ে বিদায় বেলায় দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেট আবেগভরা কণ্ঠে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, শুধুমাত্র পুলিশ দিয়ে অসহায় শরণার্থী ও তাদের নারীদের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব ছিল না। আপনাদের মত দ্বীনদার নিবেদিত প্রাণ ও নিঃস্বার্থ কর্মী বাহিনী সমাজের জন্য সর্বদা প্রয়োজন। আমীরে জামা'আত বলেন, সেদিনের উখিয়া আর আজকের উখিয়ার মধ্যে দিন ও রাতের পার্থক্য। তিনি বলেন, মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু চরিত্র ও আমল-আক্বীদার পরিবর্তন সে তুলনায় একেবারেই ক্ষীণ। তিনি উখিয়ার সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে রাত সাড়ে ১০-টায় কক্সবাজারে ফিরে আসেন। সেন্টমার্টিন্স সফরে কক্সবাজারের স্থানীয়দের মধ্যে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ছিলেন, এডভোকেট শফীউল ইসলাম, আবূদাঊদ চৌধুরী, আমীনুল ইসলাম, আরীফুল ইসলাম, মোমতাযুদ্দীন ও দেলোয়ার হোসাইন প্রমুখ।

যেলা কমিটি গঠন : সেন্টমার্টিন্স থেকে ফিরে রাত ১২-টায় 'হোটেল সাইমন ব্লু পার্লে' কক্সবাজারের নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে তাদের নিকট 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি এবং জামা'আতী যিন্দেগীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। উপস্থিত সকলের আগ্রহে ও সম্মতিতে জনাব এডভোকেট শফীউল ইসলামকে সভাপতি ও আবূদাঊদ চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে আমীরে জামা'আতের উপস্থিতিতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কক্সবাজার যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

২৫শে মার্চ মঙ্গলবার :

বান্দরবান সফর : কক্সবাজারে দু'দিনের ব্যস্ততম সময় কাটিয়ে ২৫শে মার্চ ভোর ৬-টা ২০ মিনিটে আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে পার্বত্য যেলা বান্দরবানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং সকাল সাড়ে ৯-টায় বান্দরবান শহরে পৌঁছেন। অতঃপর পাহাড়ী উঁচু-নীচু পথে চলতে অক্ষম হাইএইচ মাইক্রোগুলো সেখানে রেখে শক্তিশালী ফোর হুইলার হুডখোলা দু'টি পিকআপ স্থানীয় ভাষায় 'চাঁদের গাড়ী' ভাড়া করে সকাল ১০-টায় বান্দরবান শহর থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরবর্তী পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত 'নীলগিরি পর্যটন কেন্দ্র' দেখার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ড্রাইভার দু'জনের একজন পাহাড়ী অমুসলিম এবং অন্যজন বাঙ্গালী মুসলমান। নাম হাসান। দাখিল পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। আমীরে জামা'আত তার পাশের সীটে বসার পর সে বলল, আমার কি সৌভাগ্য যে, আপনাকে সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। বিস্মিত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি আমাকে চিনলে কিভাবে? জবাবে সে বলে, আপনাকে চিনে না এমন মানুষ বাংলাদেশে আছে নাকি? পথিমধ্যে চিম্বুক পাহাড়ে সকলে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি করেন। অতঃপর বেলা ১২-টায় নীলগিরি পৌঁছেন। নীলগিরির উচ্চতা হ'ল ২৪০০ ফুট, চিম্বুক পাহাড়ের উচ্চতা ১৮০০ ফুট এবং নীলাচলের উচ্চতা ১৬০০ ফুট। নীলগিরি থেকে বান্দরবান পাহাড়ী যেলার প্রকৃত রূপ অবলোকন করা যায়। বর্ষাকালে আকাশ স্বচ্ছ থাকায় এখান থেকে কক্সবাজার ও সমুদ্র দেখা যায়। উঁচু-নীচু পাহাড় আর সবুজে ঘেরা যেলাটির দৃশ্য নয়নাভিরাম। বিশালাকার মাটির পাহাড়গুলি যেন পাথরের চাইতেও শক্ত। হাযার হাযার বছর ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে একইভাবে। মহান আল্লাহ্র এ এক অপূর্ব সৃষ্টি। এখানকার জীবন যাত্রা খুব কঠিন। লোকসংখ্যা খুব কম। অনেক দূরে দূরে কিছু পাহাড়ী উপজাতির বসবাস। খাদ্য ও পানির সংকট। নীলগিরিতে উঠার সময় টিকেট কাউন্টারে আমীরে জামা'আতের পরিচয় জানতে পেরে তাঁর সম্মানে দায়িত্বশীল সৈনিকটি দু'জনের টিকেট ফ্রি দেন এবং তাঁকে সহ পিকআপটি একেবারে চূড়ায় উঠতে অনুমতি দেন। অন্যদিকে চূড়ায় সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত দূরবীন কেন্দ্রের সৈনিকটি আমীরে জামা'আতের

পরিচয় পেয়ে তাঁকে সসম্মানে ডেকে নিয়ে দূরবীন কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দেন। আমীরে জামা'আত সেখানে সূরা আম্বিয়া ৩১ আয়াতটি বাংলা অনুবাদসহ লেখা দেখে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন এবং সাবেক কেন্দ্রপ্রধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

নীলগিরি পরিদর্শন শেষে সেখান থেকে ১-১০ মিনিটে তিনি সফর সঙ্গীদের নিয়ে পুনরায় বান্দরবানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ৬৯নং পাহাড়ী সড়ক, যা ভূমি হ'তে ২৭০০ ফুট উঁচু সেখানে কিছু সময় থামেন। অতঃপর পথিমধ্যে শৈল প্রপাতে কিছু সময় বিরতি দিয়ে ঝর্ণাধারা দেখে বিকাল সাড়ে ৪-টায় বান্দরবান পৌঁছেন। ফেরার পথে চিম্বুক পাহাড়ে অবস্থিত মসজিদে যোহর-আছর ছালাত জমা ও কছর করে আদায় করেন এবং সেখানে আর্মিদের ক্যান্টিনে দুপুরের 'তেহারী' খাবার গ্রহণ করেন। বান্দরবান পৌঁছে পিকআপের ড্রাইভার তাদের প্যাকেজ চুক্তি অনুযায়ী শহরে অবস্থিত বৌদ্ধদের ঐতিহ্যবাহী 'স্বর্ণমন্দিরে' নিয়ে যায়। কিন্তু আমীরে জামা'আত ও সফরসঙ্গীগণ স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ থেকে বিরত থাকেন এবং দ্রুত সেখান থেকে ফিরে আসেন। উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আতকে বহনকারী পিকআপের ড্রাইভার হাসান তার নিজের পক্ষ থেকে আমীরে জামা'আতকে দু'টি পাহাড়ী বেল খরিদ করে হাদিয়া দেয় এবং দো'আ চায়। আমীরে জামা'আত তার জন্য দো'আ করেন। এ সময়ে তাকে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ও আত-তাহরীক উপহার দিয়ে তার নিকট আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া হয়।

এভাবে দিনব্যাপী বান্দরবান সফর শেষ করে বিকাল ৫-টায় তারা চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে কিছু সময় বিরতি দিয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর পটিয়া পৌরসভায় পৌঁছে ছালাতের জন্য সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক সংলগ্ন একটি মসজিদে সবাই মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করেন এবং আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত দরস পেশ করেন। অতঃপর গাড়ীতে ওঠার সময় স্থানীয় জনৈক মুদি দোকানদার আমীরে জামা'আতকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি আল্লামা ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব নন?' তার এই প্রশ্ন শুনে সকলে হতবাক। আপনি কিভাবে চিনলেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আপনার অনেক নাম শুনেছি, পত্র-পত্রিকায় আপনার ছবি দেখেছি ও আপনার জন্য দো'আ করেছি। তিনি আমীরে জামা'আতের নিকট দো'আ চান। অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে রাত সাড়ে ৯-টায় তাঁরা চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সী-বীচে পৌঁছেন। এ সময় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ শামীম আহসান ও অন্যান্যগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর আমীরে জামা'আত হালিশহরে তাঁর নিকটাত্মীয়ের বাসায় গমন করেন এবং কাফেলার অন্যান্য সদস্যগণ দারুচিনি রেষ্টুরেন্টে রাতের খাবার গ্রহণ করে স্থানীয় কাঠঘর নাযিরপাড়া রাজা মিয়াঁ জামে মসজিদে রাত্রি যাপন করেন। উল্লেখ্য যে, অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখান থেকে ঢাকার সাথীরা রাতের কোচে ফিরে যান।

২৬শে মার্চ বুধবার :

সুধী সমাবেশ: অদ্য সকাল ৯-টায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কাঠঘর নাযিরপাড়া রাজা মিয়াঁ জামে মসজিদে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলার বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক নতুন আহলেহাদীছ ভাই সুধী সমাবেশে যোগদান করেন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে সকাল থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রাণবন্ত আলোচনা রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। এসময়ে নতুন ভাইদের আহলেহাদীছ হওয়ার প্রেক্ষাপট ও বাধা-বিপত্তির করুণ কাহিনী শুনা হয় এবং তাদেরকে ধৈর্যধারণ করার ও হীনবল না হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষদিকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। উল্লেখ্য যে, এদিন চট্টগ্রাম যেলা সম্মেলনের তারিখ ধার্য ছিল। কিন্তু বিরোধীদের চক্রান্তে প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় যেলা সম্মেলন স্থগিত করা হয়।

মৌলভীবাজার সফর : চট্টগ্রাম থেকে বিকাল ৪-টায় আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে মৌলভীবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঘুরে কর্ণফুলী নদীর তীর ধরে বিকাল ৫-টায় চট্টগ্রাম শহর ত্যাগ করেন। অতঃপর ভোররাত সোয়া ৪-টায় মৌলভীবাজারে পৌঁছেন। সেখানে রাত জেগে অপেক্ষমাণ ডা. ছাদেকুন নূর ও 'যুবসংঘে'র কর্মী মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। আমীরে জামা'আতকে ডা. ছাদেকুন নূর নিজ বাসায় নিয়ে যান এবং সফরসঙ্গীদের শহরের সিলেট রোডে 'হোটেল দিন শোভা' ও 'হোটেল পাপড়িকা'য় বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন।

২৭শে মার্চ বৃহস্পতিবার :

শহরের 'হোটেল গোল্ডেন ইন'-য়ে সকালের নাশতা সেরে একটি মাইক্রো ও একটি বাস যোগে সকাল ৮-টার দিকে মাধবকুণ্ড পানিপ্রপাত দেখার উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কুলাউড়া থানা সদরে বেলা ১১-টা থেকে অনুষ্ঠিতব্য পূর্বঘোষিত সুধী সমাবেশে বক্তব্য প্রদানের জন্য ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল নেমে যান।

সুধী সমাবেশ : স্থানীয় কয়েকজন নতুন আহলেহাদীছ ভাইয়ের উদ্যোগে কুলাউড়া থানা সদরের হাসপাতাল রোডে অবস্থিত 'ছামী ইয়ামী চাইনিজ-বাংলা রেষ্টুরেন্টে' পূর্বঘোষণা অনুযায়ী বেলা ১১-টায় শুরু হয় সুধী সমাবেশ। সিলেট যেলা 'আন্দোলন' সাবেক সভাপতি আব্দুছ ছবুর চৌধুরীর পরিচালনায় উক্ত সমাবেশে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল যোহর পর্যন্ত বক্তব্য রাখেন। বাদ যোহর আমীরে জামা'আতের বক্তব্যের ঘোষণা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে স্থানীয় 'তালামীয' নামক একটি যুব সংগঠনের কয়েকজন যুবক রেষ্টুরেন্টের বাইরে জড়ো হয় এবং একপর্যায়ে লাঠি হাতে মিছিল শুরু করে। এ সময়ে মৌলভীবাজার সরকারী কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র 'যুবসংঘে'র কর্মী আব্দুল ক্বাইয়ুম ক্বায়েসের উপর তারা শারীরিকভাবে আক্রমণ করে। পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে চলে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে থানার ওসি সহ এক প্লাটুন পুলিশ হাযির হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অতঃপর পুলিশ অনুষ্ঠান স্থগিত করে দেয় এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রাইভেট কারে উঠে নিরাপদে চলে যেতে সহায়তা করে। এদিকে পরিস্থিতি আমীরে জামা'আতকে অবহিত করা হয় এবং তাঁকে কুলাউড়া না থেমে চলে যেতে বলা হয়। উল্লেখ্য যে, কুলাউড়াতে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী আবূ মুহাম্মাদ সোহায়েল ও তার সাথী কয়েকজন নতুন আহলেহাদীছ। অতঃপর মৌলভীবাজার পৌঁছে 'এডুকেশন সেন্টার মৌলভীবাজার' (ইসিএম) সংলগ্ন জামে মসজিদে যোহর ও আছর ছালাত আদায় করে তাঁরা কুলাউড়া থেকে নিয়ে আসা প্যাকেট লাঞ্চ গ্রহণ করেন। আমীরে জামা'আত ডাঃ ছাদেকুন নূরের বাসায় দুপুরের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর একদিনের ঘটনাবহুল সফর শেষে মৌলভীবাজার থেকে হবিগঞ্জের লাখাইয়ে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে তারা বিকাল সাড়ে ৪-টায়

রওয়ানা হন। এ সময় ডাঃ ছাদেকুন নূর, বেলাল ও সিলেটের আব্দুছ ছবূর সহ অন্যেরা দু'টি গাড়ী নিয়ে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী হন।

লাখাই ইসলামী সম্মেলন : মৌলভীবাজার হ'তে বিকালে রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ মাওলানা মীযানুর রহমান সিলেটীর স্মৃতিধন্য হবিগঞ্জ যেলার লাখাই পৌঁছেন। কিন্তু বিরোধীচক্রের অপপ্রচার ও প্রশাসনকে বিভ্রান্ত করার ফলে প্রশাসনিক বাধার কারণে সম্মেলনের প্রধান অতিথি মুহতারাম আমীরে জামা'আত মঞ্চে আসেননি ও বক্তব্য রাখেননি। স্থানীয় মাওলানা মুছলেহুদ্দীন বিন হরমুজ আলীর সভাপতিত্বে ঐতিহ্যবাহী বটতলা খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম ও ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ।

এ সময়ে আমীরে জামা'আত সম্মেলন স্থল সংলগ্ন জনাব মাহফূয মিয়াঁর (৮৩) বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করেন এবং সম্মেলনের শেষ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ এবং এলাকার নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে মিলিত হন। তিনি সকলকে দ্বীনে হক্বের দাওয়াত প্রদান করেন। এ সময়ে পর্দার অন্তরালে সমবেত মহিলাদের উদ্দেশ্যেও তিনি নছীহত মূলক বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, সম্মেলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন স্থানীয় ১নং লাখাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম।

মৌলভী বাজার ও হবীগঞ্জ যেলা কমিটি গঠন : এ সময়ে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সম্মেলন সংলগ্ন লাখাই দারুল হুদা ইসলামিয়া মাদরাসায় বসে মৌলভী বাজার থেকে আগত ও হবীগঞ্জের স্থানীয় ভাইদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে ডা. ছাদিকুন নূরকে আহ্বায়ক ও আবু মুহাম্মাদ মুমিনকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে মৌলভী বাজার যেলা আহ্বায়ক কমিটি এবং মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীনকে সভাপতি ও মাওলানা জাফর আহমাদকে সহ-সভাপতি করে হবীগঞ্জ যেলা কমিটি গঠন করেন।

রাজশাহী প্রত্যাবর্তন : লাখাই সম্মেলন শেষে রাত ১২-টায় আমীরে জামা'আত রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং পরদিন ২৮শে মার্চ শুক্রবার সকাল ১০-টায় ছহী-সালামতে দারুল ইমারত নওদাপাড়ায় ফিরে আসেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার উদ্বোধন

চাঁদপুর ১১ই মার্চ রোজ মঙ্গলবার : অদ্য বিকাল ৩.০০ টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁদপুর সদর উপযেলার উদ্যোগে ৭০৭ হাজী মুহসিন রোড নতুন বাজার, যাকির মনযিলে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ও নরসিংদী যেলার উপদেষ্টা অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জামায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। এই আন্দোলন সমাজ সংস্কারের আন্দোলন, আত্মশুদ্ধির আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হ'ল 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'। যার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সাহিত্য রচনা করা এবং তার আলোকে বই-পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার করা। অতএব সমাজ সংশোধনের জন্য 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত বই-পুস্তকের কোন বিকল্প নেই।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক হাসান মুহাম্মাদ সোহেল, ইমরান হোসাইন, হোসাইন মুহাম্মাদ রাসেল, মতলব-উত্তর উপযেলাস্থ সুজাতপুর কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ শরীফ, লক্ষ্মীপুর যেলার ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আলিমুল হক, মুহাম্মাদ মাহদী হাসান, বাখরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম জনাব আব্দুস সোবহান, ফরিদগঞ্জ উপযেলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব বেলালুদ্দীন, মুহাম্মাদ শওকত, মতলব উপযেলার সাইফুল্লাহ কবীর, হাজীগঞ্জ উপযেলার কাঠালিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, এ সময়ে মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ শরীফকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসায়েনকে সাধারণ সম্পাদক করে 'আন্দোলন'-এর চাঁদপুর শহর শাখা গঠন করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার সাবেক উপদেষ্টা ও সাবেক মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক জনাব আফতাবুদ্দীন চেয়ারম্যান (৮৭) গত ৬ই এপ্রিল রবিবার ভোর ৫টায় নবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র, ১ কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। একই দিন বিকাল ৫-টায় স্থানীয় খালঘাট সেন্ট্রাল ঈদগাহ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং পার্শ্ববর্তী খালঘাট গোরস্থানে দাফন করা হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নির্দেশক্রমে তাঁর পক্ষে জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। এতদ্ব্যতীত জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল লতীফ, সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসাইন সহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ, যেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিভিন্ন মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্র, রাজনীতিক সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী। মরহূম আফতাব চেয়ারম্যান ছিলেন আমীরে জামা'আতের বহু পুরানো ভক্ত এবং তাঁর কারাবন্দী থাকাকালে তিনি ছিলেন সর্বদা একজন প্রতিবাদী কণ্ঠ।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১) : মক্কাবাসীকে ওমরাহ পালনের জন্য 'তানঈম' যেতে হবে কি?

-ইউসুফ
হোটেল হিলটন, মক্কা, সঊদী আরব।

উত্তর : ওমরাহ্র ইহরাম বাঁধার জন্য মক্কাবাসী হারাম এলাকার বাইরে যাবেন ও সেখান থেকে ওমরাহ্র ইহরাম বেঁধে আসবেন। এজন্য সবচেয়ে নিকটবর্তী হ'ল ৬ কিঃমিঃ উত্তরে 'তান'ঈম' এলাকা। বিদায় হজ্জের সময় ওমরাহ্র ইহরাম বাঁধার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে তার ভাই আব্দুর রহমানের সাথে এখানে পাঠিয়েছিলেন *(বুখারী হা/১৫/১৬; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৫৫৬, ২৬৬৭)*। এটাই হ'ল জমহূর বিদ্বানগণের মত। এমনকি মুহেব্বুদ্দীন ত্বাবারী বলেন, ওমরাহ্র জন্য মক্কাকে মীক্বাত গণ্য করেছেন, এমন কোন বিদ্বান সম্পর্কে আমি জানিনা' *(সুবুলুস সালাম)*।

মীক্বাত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত বিস্তারিত হাদীছটির শেষ দিকে বলা হয়েছে حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّـــةَ 'এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে' *(বুখারী হা/১৫২৪; মুসলিম হা/১১৮১)*। এক্ষণে উক্ত দুই হাদীছের মধ্যে বিদ্বানগণ যেভাবে সমন্বয় করেছেন তা এই যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছটি 'আম, যা কেবল হজ্জ ও হজ্জে ক্বিরানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছটি 'খাছ'। যা কেবল ওমরাহ্র জন্য প্রযোজ্য হবে। অতএব সর্বজনগৃহীত নীতি অনুযায়ী এখানে 'খাছ' অগ্রগণ্য হবে এবং ওমরাহ্র ক্ষেত্রে আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছের উপর আমল হবে। আর সেটাই সর্বদা হয়ে আসছে। অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ পৃথকভাবে ওমরাহ্র জন্য হারাম এলাকার বাইরে যাবেন ও সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে আসবেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/১৪৩-৪৭)*।

উছায়মীন বলেন, যদি কেউ বলেন যে, আয়েশা (রাঃ) মক্কার বাসিন্দা ছিলেন না। সেজন্য তাঁকে মক্কার বাইরে গিয়ে ওমরাহ্র ইহরাম বেঁধে আসতে বলা হয়েছিল। আমরা বলব, বহিরাগতদের জন্য মক্কা থেকে ওমরাহ্র ইহরাম বাঁধায় কোন বাধা নেই। কেননা তাদের জন্য মক্কা থেকে (৮ তারিখে) হজ্জের ইহরাম বাঁধায় কোন বাধা নেই। এক্ষণে যদি মক্কা ওমরাহ্র ইহরামের জন্য মীক্বাত হ'ত, তাহ'লে সেটা মক্কাবাসী ও বহিরাগত সকলের জন্যই হ'ত। বিষয়টি খুবই পরিষ্কার। দ্বিতীয়তঃ ওমরাহ হ'ল যিয়ারত। যা অবশ্যই বাইরে থেকে আসার মাধ্যমে সম্পন্ন হ'তে পারে। যদি কেউ বলেন, এর ফলে মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধার নেকীতে ঘাটতি পড়ে যাবে। আমরা বলব, ঘাটতি হবে না। কেননা যে ব্যক্তি মক্কা থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধেন, তিনি বায়তুল্লাহ্র ত্বাওয়াফ করতে পারেন না, হারামের বাইরে গিয়ে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান শেষে ফিরে না আসা পর্যন্ত। অতএব যারা বলেন মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে ওমরাহ্র জন্য ইহরাম বাঁধবেন, তাঁদের কথা দলীল, অভিধান ও মর্ম সব দিক দিয়েই দুর্বল' *(ওছায়মীন, শারহুল মুমতে' 'আলা যাদিল মুসতানক্বে' ৭/৫২)*।

আমরা মনে করি আয়েশা (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গৃহীত আমলই এখানে অগ্রগণ্য। কেননা তিনি সর্বদা সহজটাকেই অগ্রাধিকার দিতেন। এতদসত্ত্বেও সে যুগে অনেক কষ্ট করেই গভীর রাতে দুর্গম পথে আয়েশা (রাঃ)-কে বাইরে গিয়ে ওমরাহ্র ইহরাম বেঁধে আসতে হয়েছিল। মক্কা থেকে জায়েয হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ স্ত্রীকে এভাবে কষ্ট দিতেন না। ছাহেবে সুবুলের ধারণা অনুযায়ী আয়েশাকে খুশী করার জন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, যুক্তিটি দুর্বল। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। *(আলোচনা দ্রষ্টব্য : ফাৎহুল বারী হা/১৫২৪; সুবুলুস সালাম হা/৬৭৫-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (২/২৪২) : স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের গোপন স্থানে দৃষ্টিপাত করতে পারে কি?

*-লিখন আবেদীন**
মিশিগান, আমেরিকা।

উত্তর : পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার গোপনস্থান ঢেকে রাখ। তবে তোমার স্ত্রী ও তোমার দাসী এর অন্তর্ভুক্ত নয় *(ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৪; মিশকাত হা/৩১১৭)*। উল্লেখ্য আয়েশা (রাঃ) থেকে 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোপন স্থান কখনো দেখিনি' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৬৬২, সনদ যঈফ)*। এছাড়া সহবাসের সময় গোপনস্থান দেখলে ব্যক্তি অন্ধ হয়ে যায়' মর্মের বর্ণনাটি মওযূ বা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯৫)*।

** [লাবীব বা লোকমান এরূপ কোন ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : বার বার বলা সত্ত্বেও পিতা যাকাত আদায় করে না। এক্ষণে সন্তানের জন্য তার অর্থ গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-শওকত, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সন্তান যতদিন উপার্জনক্ষম না হয়, ততদিন পিতার অর্থ গ্রহণ করবে। কারণ সাধ্যের বাইরে আল্লাহ মানুষের উপর কোন কাজ চাপিয়ে দেন না *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। তবে কর্মক্ষম হলে তাকে নিজে হালাল রূযীর চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, হে মানুষ পৃথিবীর মধ্যে যা হালাল ও পবিত্র, তা থেকে ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ১৬৮)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : বিভিন্ন ইসলামী সম্মেলনে মহিলাদের প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তব্য শুনার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে পুরুষদের দেখা মহিলাদের জন্য জায়েয হবে কি?

-গুলশান আরা

কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : হ্যাঁ জায়েয। ঈদায়নের ছালাতের খুৎবার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের কাতারে চলে যেতেন ও তাদেরকে উপদেশ দিতেন ও ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিতেন। তারা তাদের কানের দুল ও গলার হার খুলে বেলালের হাতে তুলে দিতেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৯)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আমার ঘরের দরজা হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধ ও কানের মধ্য দিয়ে মসজিদের ভিতরে খেলোয়াড়দের দেখতাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৪)*। উল্লেখ্য একদা মায়মূনা এবং উম্মে সালামা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) থেকে পর্দা করতে বলেছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৫২৬; মিশকাত হা/৩১১৬)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : জনৈক বক্তা বলেন, সাতদিন দুধপান করলে শিশু দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে। এর সত্যতা আছে কি?

-রাজু আহমাদ, সিলেট।

উত্তর : সাত দিনের কোন সত্যতা নেই। বরং কোন শিশুকে পাঁচবার দুধ পান করালে শিশু দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, প্রথমে দশ বার দুধ পান করার কথা কুরআনে বলা হয়। তার পর পাঁচ বারের কথা অবতীর্ণ হলে দশবারের বিধান রহিত হয়ে যায়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইন্তেকাল করেন। কিন্তু কুরআনের উক্ত অংশ পঠিত হতে থাকে *(মুসলিম হা/১৪৫২, মিশকাত হা/৩১৬৭)*।

** [রাশেদ, রফীক, রেযাউল্লাহ বা অনুরূপ কোন ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : বিয়ের পূর্বে অবৈধ সম্পর্কের কারণে গর্ভে আসা সন্তান পরবর্তীতে সন্তান জন্মের পূর্বেই তাদের বিবাহ হয়ে থাকলে সন্তান কি উক্ত পিতার দিকে সম্পর্কিত হবে?

-জাসেম, দোহার, ঢাকা।

উত্তর : সন্তান উক্ত পিতার দিকে সম্পর্কিত হবে না এবং সে পিতার সম্পদের ওয়ারিছ হবে না; বরং তার মায়ের দিকে সম্পর্কিত হবে এবং সে কেবল মায়ের সম্পদের ওয়ারিছ হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লি'আনের ফায়ছালায় সন্তানকে তার মায়ের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন *(বুখারী হা/৬৭৪৮)*।

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : আমার দোকানে কম্পিউটার, টিভি, মোবাইল, ডিভিডি প্লেয়ার ইত্যাদি বিক্রয় হয়ে থাকে। এসব পণ্যের ব্যবহারকারীদের অবৈধ ব্যবহারের ফলে বিক্রেতা হিসাবে আমি গোনাহগার হব কি?

-মা'ছূম, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

উত্তর : বিক্রেতা সরাসরি গোনাহগার হবে না বটে, কিন্তু এতে পাপের সহযোগিতা হবে। অতএব এরূপ ব্যবসা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। কারণ এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাপের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা নেকী এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করো না *(মায়েদাহ ২)*। তবে শুধুমাত্র শরী'আত সম্মত ক্ষেত্রে বিক্রি করতে সক্ষম হলে তা জায়েয হবে।

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিচারে সন্তুষ্ট না হয়ে ওমর (রাঃ)-এর নিকট বিচার চাইলে তিনি তাকে হত্যা করেন। এ ঘটনা কি সত্য?

-আবুল কালাম, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তর : উক্ত আছারটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার সবগুলিই দুর্বল *(দুর্রে মানছূর, ইবনু কাছীর, সূরা নিসা ৬৫ আয়াতের আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৯/২৪৯) : শরী'আতে প্রাণীর ছবি ঘরে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এক্ষণে যেহেতু গাছ-পালারও প্রাণ রয়েছে, সেহেতু গাছ-পালা ঘরে রাখা যাবে কি?

-ফাহাদ, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : গাছ-পালা বা তার ছবি ঘরে রাখা যাবে। গাছ-পালা মানুষ বা পশু-পাখির অনুরূপ প্রাণ ও বোধশক্তি সম্পন্ন নয়। জনৈক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, আমি ছবি-মূর্তি অংকন করি। এটা আমার জীবিকা নির্বাহের পথ। তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, তুমি গাছ-পালার ছবি অঙ্কন করতে পার এবং যে বস্তুর প্রাণ নেই, তার ছবি অঙ্কন করতে পার *(বুখারী হা/২২২৫; মিশকাত হা/৪৫০৭)*।

প্রশ্ন (১০/২৫০) : ভাইয়ের সামর্থ্য না থাকায় তার বিবাহের খরচ আমার নিজস্ব আয় থেকে করতে চাচ্ছি। কিন্তু আমার স্বামী তাতে বাধা দিচ্ছেন। এখন আমার করণীয় কি?

-ফরীদা, কুমিল্লা।

উত্তর : স্ত্রীর নিজস্ব আয় থেকে যেকোন নেকীর কাজে তার ব্যয় করার স্বাধীনতা রয়েছে। উম্মুল মুমিনীন সওদা ও যয়নব (রাঃ) নিজ হাতে কাজ করতেন ও ছাদাক্বা করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৭৫, 'যাকাত' অধ্যায়)*। ছাহাবী ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী স্বীয় উপার্জন থেকে তার স্বামীকে ছাদাক্বা দিয়েছেন রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুমে *(বুখারী হা/১৪৬২)*। আত্মীয়-স্বজনকে সহযোগিতা করা অত্যন্ত নেকীর কাজ *(বুখারী হা/১৪৬৬, মুসলিম হা/১০০০)*। এতে ছাদাক্বার নেকী ও আত্মীয়তা রক্ষার দ্বিগুণ নেকী লাভ হয় *(তিরমিযী প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৯৩৯)*। তবে স্বামীর অসন্তুষ্টিতে ও তার অনুমতি ব্যতীত মাল ব্যয় করতে স্ত্রীকে নিষেধ করা হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৩৫৪৬, নাসাঈ হা/৩২৩১, ত্বাবারাণী; ছহীহাহ হা/৭৭৫)*। অতএব ঈমানদার স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে সম্মতি ও সহানুভূতির মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ করবে এবং কেউ কারু প্রতি যুলুম করবে না।

প্রশ্ন (১১/২৫১) : গাড়ীর সীটে বসে ছালাত আদায়ে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আলী, ফরীদাবাদ, ঢাকা।

উত্তর : এতে কোন বাধা নেই। ইবনে ওমর (রাঃ) একদা রাসূল (ছাঃ)-কে নৌকাতে ছালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেন, ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকলে তুমি নৌকায় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর *(হাকেম হা/১০১৯, দারাকুৎনী, ছহীহুল জামে' হা/৩৭৭৭)*। আব্দুল্লাহ ইবনে

আবী উৎবা (রাঃ) বলেন, আমি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, আবু সাঈদ খুদরী এবং আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে এক নৌকায় ছিলাম। তাঁরা জামা'আতবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলেন ও তাঁদের একজন ইমামতি করলেন। তারা নদীর কিনারে ছালাত আদায় করতে সক্ষম ছিলেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৮ 'নৌকা, রেলগাড়ী ও বিমানে ছালাত অধ্যায়' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, পরিবহনে নফল ছালাতে কিবলা শর্ত নয়। তবে ফরয ছালাতে কিবলা নির্ধারণের ব্যাপারে বিদ্বানগণ মত প্রকাশ করেছেন। যদি সেখানে কোন ওযর না থাকে। কেননা রাসূল (ছাঃ) সফরকালে ফরয ছালাত বাহন থেকে নেমে কিবলামুখী হয়ে আদায় করতেন *(বুখারী হা/১০৯৭-৯৯)*। আল্লাহ বলেন, তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই রয়েছে আল্লাহ্র চেহারা *(বাক্বারাহ ২/১১৫)* এবং রাসূল (ছাঃ) সর্বদা দু'টি বিষয়ের মধ্যে সহজটি বেছে নিতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১৭)*। অতএব পরিবহন নিজের ইচ্ছা মতে চালানো সম্ভব হ'লে গাড়ি থেকে নেমে কিবলামুখী হয়ে ছালাত আদায় করবে। সম্ভব না হলে পরিবহনে বসে সময়মত জমা ও ক্বছরসহ ছালাত আদায় করবে। ওয়াক্তের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছলে পুনরায় উক্ত ছালাত আদায় করতেও কোন বাধা নেই। তখন সেটি তার জন্য নফল হবে।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : ইমাম গাযালী (রহঃ) ও তাঁর লেখনী সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আসাদুল ইসলাম
কাঁঠাল বাগান, ঢাকা।

উত্তর : ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী তূসী (৪৫০-৫০৫ হিঃ) প্রণীত গ্রন্থসমূহে বিশেষ করে তাঁর 'এহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন' 'কিমিয়ায়ে সা'আদাত' প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক শিক্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ সমূহ রয়েছে। কিন্তু সেগুলি এবং তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদা এবং অসংখ্য জাল ও যঈফ হাদীছে পরিপূর্ণ। সেকারণ কাযী আয়ায, মুহাম্মাদ ফিহরী আন্দালুসী, ত্বারতূসী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী মাযেরী, শামসুদ্দীন যাহাবী *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৯/৩২৭-৪০)*, ইবনুল জাওযী *(তালবীসু ইবলীস ১৪৯ পৃঃ)*, ইবনু কাছীর *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১২/১৭৪)*, শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৭১, ১০/৫৫)* প্রমুখ বিদ্বানগণ তাঁর প্রণীত কিতাব সমূহ পড়ার ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, তীক্ষ্ণ প্রতিভাধর ইমাম গাযালীর সংক্ষিপ্ত জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন (১) তিনি জীবনের শুরুতে 'ফালসাফা' তথা দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অনুরক্ত হন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে আসেন এবং এর তীব্র বিরোধিতা করেন। অতঃপর (২) তিনি ইলমুল কালাম তথা তর্কশাস্ত্রের দিকে মনোযোগী হন এবং এর উছূল তথা মূলনীতি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন। এসময় তিনি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ও 'হুজ্জাতুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত হন। এরপর (৩) তিনি ইলমুল কালাম থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাতেনী মাযহাব গ্রহণ করেন। অতঃপর (৪) তিনি বাতেনী মাযহাব ছেড়ে তাছাউওফের দিকে ঝুঁকে পড়েন। সব মাযহাবেই তিনি দক্ষতা অর্জন করেন এবং সব মাযহাবের বিরুদ্ধেই তিনি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। অবশেষে তিনি তিনি হাদীছের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং আহলেহাদীছ হন এবং এর উপরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন, 'তিনি শেষ জীবনে আহলেহাদীছের তরীকায় ফিরে আসেন এবং ইলজামুল 'আওয়াম আন ইলমিল কালাম' বইটি রচনা করেন' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৭২)*। এর মাধ্যমে তিনি মুসলিম জাতিকে কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। কিন্তু তাঁর ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহ তাঁর পূর্বেকার লেখনীর মধ্যেই থেকে যায়। যার মাধ্যমে বহু মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন।

অতএব যারা ইসলামের সঠিক আক্বীদা ও হাদীছ শাস্ত্র সম্পর্কে সমধিক অবগত নন, তাদের জন্য গাযালীর গ্রন্থ সমূহ পাঠ করা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক। যদিও সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন সাপেক্ষে তাঁর মূল্যবান উপদেশ সমূহ গ্রহণ করায় কোন আপত্তি নেই।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : অনেক জীবিত বা মৃত ব্যক্তির নামের শেষে (রহঃ) যোগ করা হয়। এর জন্য বিশেষ কোন যোগ্যতা রয়েছে কি?

-ওমর ফারূক
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : যে কোন নেককার মৃত মুসলিম ব্যক্তির নামের শেষে 'রহেমাহুল্লাহ' (আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন) এবং জীবিত ব্যক্তির নামের পরে 'হাফিযাহুল্লাহ' (আল্লাহ তাকে হেফাযত করুন) যোগ করতে কোন বাধা নেই। এটি বান্দার জন্য অপর বান্দার দো'আ। রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাক্যটি ব্যবহার করেছেন *(বুখারী হা/১৭২৭, ৩৬৭৭, ৬৩৩৫)*। তবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দ্বীনের খিদমতে জীবন উৎসর্গকারী বিগত বিদ্বানগণের নামের শেষে 'রাহেমাহুল্লাহ' বাক্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অতএব যেকোন মুসলিম মৃত ব্যক্তিকে তাদের সমান গণ্য করাটা অমর্যাদাকর বৈ কি!

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : ইহূদী-খ্রিষ্টান ও হিন্দু-বৌদ্ধ সহ বর্তমান বিশ্বের সমস্ত মানুষকে উম্মতে মুহাম্মাদী বলে আখ্যায়িত করা যাবে কি?

-ফীরোয শাহ, লালবাগ, রংপুর।

উত্তর : ইসলাম কবুল করুক বা না করুক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পর থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষ তাঁর উম্মত। যারা তাঁর দাওয়াত কবুল করে, তারা মুসলিম (أمة الإجابة)। আর যারা ইসলাম কবুল করেনি, তারাও তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত (أمة الدعوة)। যাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া মুসলিম উম্মাহ্র প্রধান দায়িত্ব *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তো তোমাকে

বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি' *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*। তিনি আরো বলেন, 'আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(সাবা ৩৪/২৮)*।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : কেউ কেউ বলে থাকেন, যারা ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না তাদের জন্য তাক্বলীদ করা বৈধ? এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানতে চাই।

হোসাইন শাকিল, মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তর : আলেম হৌক বা জাহিল হৌক, কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির তাক্বলীদ করা, অর্থাৎ শারঈ বিষয়ে বিনা দলীলে তার থেকে সকল মাসআলা গ্রহণ করা জায়েয নয়। কেননা 'তাক্বলীদ' হল নবী ব্যতীত অন্যের কোন শারঈ বক্তব্যকে বিনা দলীলে কবুল করার নাম। পক্ষান্তরে ছহীহ দলীল অনুযায়ী নবীর অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা'। একটি হ'ল দলীল ছাড়াই অন্যের রায়ের অনুসরণ, অন্যটি হ'ল দলীলের অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ। অন্য কথায় 'তাক্বলীদ' হ'ল রায়ের অনুসরণ, 'ইত্তেবা' হ'ল রেওয়ায়াতের অনুসরণ। ইসলামে তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এবং ইত্তেবা প্রশংসিত। কোন মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই মানব রচিত কোন মতবাদই, চাই তা ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যাই হোক না কেন, প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সেই মতবাদে পৃথিবীতে শান্তিও আসতে পারে না। আর এ জন্যই নবী ব্যতীত অন্যের তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এবং নবীর ইত্তেবা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য। অতএব যার যে বিষয়ে জানা নেই, তিনি সে বিষয়ে অন্যকে ছহীহ হাদীছের দলীলসহ জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে একাধিক আলেমকে জিজ্ঞেস করবেন।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : স্বামী-স্ত্রী কতদিন যাবৎ পরস্পর থেকে দূরে থাকতে পারবে? প্রবাসী অনেককে বছরের পর বছর দূরে থাকতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি?

-আব্দুল জাব্বার
দশমাইল, কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তর : পাপ থেকে হেফাযত এবং পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে থাকার শর্তে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পারস্পরিক সম্মতিতে দীর্ঘ সময় দূরে থাকায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। তবে পাপের সাথে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকলে অল্প দিনের জন্য হলেও দূরে থাকা বৈধ নয়। ওমর (রাঃ) নিজ কন্যা হাফছাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে সে সময়ে মুজাহিদদের জন্য সর্বোচ্চ ছয় মাস বাইরে থাকার ব্যাপারে সময় নির্ধারণ করেছিলেন *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১২৫৯৪)*।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : পাঞ্জাবী হিন্দুদের পোষাক, শার্ট-প্যান্ট-কোট-টাই ইহূদী-খৃষ্টানদের, জুব্বা বা তোপ সঊদীদের জাতীয় পোষাক। এক্ষণে সুন্নাতী পোষাক বলে নির্দিষ্ট কোন পোষাক আছে কি?

-আব্দুল্লাহেল কাফী
ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : সতর ও লেবাস সম্পর্কে চারটি শারঈ মূলনীতি অনুসরণীয় : (১) পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য হবে দেহকে ভালভাবে আবৃত করা। যাতে দেহের গোপনীয় স্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'কিছাছ' অধ্যায়-১৬, অনুচ্ছেদ-২)*। (২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হওয়া। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে *(আ'রাফ ৭/২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়-২৫, 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ-২০; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৫০ 'পোষাক' অধ্যায়-২২; আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৩৭)*। (৩) অমুসলিমদের সদৃশ না হওয়া *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়-২২)*। (৪) অপচয় ও অহংকার প্রকাশ না পাওয়া। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪, ৪৩২১; নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৩৮১)*। উক্ত মূলনীতি সমূহের আলোকে মুসলমানদের পোষাক নির্ধারণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, অমুসলিমদের বিপরীতে বিভিন্ন দেশে যেগুলি ইসলামী পোষাক হিসাবে চালু আছে, সেগুলি সেভাবেই গণ্য হবে।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : উলুল আমর কাকে বলে? ইসলামী খেলাফত যদি কায়েম না থাকে, তবে শরী'আতে উলুল আমর- এর নির্দেশ মেনে চলার বিধান কি ততদিন পর্যন্ত স্থগিত থাকবে? এছাড়া আমীরের আনুগত্য, জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন ইত্যাদি বিষয়গুলির ব্যাপারে বিধান কি হবে?

-রেযওয়ানুল ইসলাম
তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তর : 'উলুল আমর' অর্থ শাসন ও কর্তৃত্বের অধিকারী। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'উলুল আমর' যেকোন শাসক ও আলেম হতে পারেন; যখন তাঁরা আল্লাহকে মানার নির্দেশ দেন এবং তাঁর অবাধ্যতায় নিষেধ করেন' *(তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নিসা ৫৯ আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

আল্লামা নাসাফী (রহঃ) বলেন, 'উলুল আমর' হলেন রাষ্ট্রনায়ক কিংবা আলেমগণ। কিন্তু তাঁরা যদি সত্যের বিরোধিতা করেন তাহলে তাঁদের কথা মানা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ 'সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই' *(তাফসীরে নাসাফী, ১/১৮০ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৬৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৫২০)*।

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ) বলেন, তাক্বলীদ পন্থীরা বলে যে, 'উলুল আমর' হলেন আলেমগণ। অথচ মুফাসসিরগণ বলেছেন, 'উলুল আমর' প্রথমতঃ শাসকগণ অতঃপর আলেমগণ। এঁদের কারো কথা গ্রহণ করা যাবে না যতক্ষণ না তাঁরা আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী চলার নির্দেশ দেন। যদি এটা মেনে নেওয়া হয় যে, কিছু আলেম এমনও আছেন, যারা লোকদেরকে তাঁদের কথা বিনা দলীলে মেনে নিতে বলেন, তাহলে তাঁরা লোকদেরকে আল্লাহ্র

অবাধ্যতার দিকে পথ দেখাবেন। এমতাবস্থায় তাদের কথা গ্রহণ করা যাবে না' *(তাফসীরে রূহুল বায়ান, ১/২৬৩-২৬৪ পৃঃ)*।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক সৃষ্টির মাঝেই সমাজবদ্ধ জীবনের সহজাত প্রবণতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর পবিত্র কুরআনে তিনি মুসলিম উম্মাহকে হাবলুল্লাহ্র মূলে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ থাকা ফরয করা হ'ল এবং বিচ্ছিন্ন থাকা নিষিদ্ধ করা হ'ল। কেননা শয়তান একক ব্যক্তির সাঙ্গে থাকে এবং সে দু'জন থেকে দূরে থাকে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা'আতবদ্ধ জীবনকে অপরিহার্য করে নেয়' *(তিরমিযী হা/২১৬৫)*। তিনি বলেন, 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে' *(তিরমিযী হা/২১৬৬; মিশকাত হা/১৭৩)*।

ইসলামী নেতৃত্ব গড়ে উঠবে কেবল বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের ভিত্তিতে। যেখানে যোগ্য ব্যক্তিদের পরামর্শের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন হবে, যেভাবে খুলাফায়ে রাশেদীন নির্বাচিত হয়েছিলেন *(মুসলিম হা/৪৮১৮)*। এভাবে যুগ যুগ ধরে আমীরের আনুগত্য অব্যাহত রয়েছে। ইসলামী খেলাফত না থাকলেও কোন যুগে আমীরের আনুগত্য স্থগিত হয়নি এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা স্থগিত হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত আমীর কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর নিজে অটল থাকবেন এবং তাঁর কর্মীদের সেভাবে নির্দেশ দিবেন।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : বীর্য কি পবিত্র? ধোয়ার পরও কিছু অংশ লেগে থাকলে উক্ত কাপড়ে ছালাত হবে কি?

মাসঊদ, মান্দাই, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : বীর্য পবিত্র। জ্যেষ্ঠ তাবেঈ হুমাম বিন হারেছ একদিন আয়েশা (রাঃ)-এর মেহমান হন। এমতাবস্থায় সকালে তিনি কাপড় ধুতে থাকলে আয়েশা (রাঃ)-এর দাসী সেটা দেখেন এবং তাঁকে সেটা অবহিত করেন। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, সে বীর্য দেখলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে ফেলবে। আর না দেখা গেলে স্থানটিতে কেবল পানি ছিটিয়ে দিবে। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য ঘষা দিয়ে তুলে ফেলেছি এবং তিনি সেই কাপড়েই ছালাত আদায় করেছেন' *(আবুদাঊদ হা/৩৭১, মুসলিম হা/২৮৮, 'বীর্য সম্পর্কীয় বিধান' অনুচ্ছেদ)*। তাছাড়া স্বপ্নদোষে নাপাক অবস্থায় পানি না পেলে কেবল তায়াম্মুমের মাধ্যমে ছালাত আদায় করা জায়েয *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৭-২৮)*। অতএব বীর্য পবিত্র। তবে ময়লা ছাফ করার স্বার্থে তা পরিষ্কার করা আবশ্যক *(লাজনা দায়েমা ৫/৩৮১)*।

প্রশ্ন (২০/২৬০) : 'দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ' কথাটি কি হাদীছ? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল্লাহ
পাঁচরুখি মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬)*। একটি দেশে মুমিন-কাফির সবধরনের মানুষ বসবাস করে। আর নিজের দেশকে সবাই ভালবাসে। তাই বলে কি তাতে কোন কাফির মুমিন হ'তে পারবে? এগুলি আদৌ কোন হাদীছ নয়; বরং বানোয়াট বক্তব্য। যা হাদীছের নামে সমাজে চালু করা হয়েছে।

প্রশ্ন (২১/২৬১) : দুপুরে বিশ্রাম নেওয়ার ব্যাপারে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি?

আরীফুল ইসলাম
ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : দুপুরে বিশ্রাম নেওয়া উত্তম। বিভিন্ন হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক এর প্রমাণ পাওয়া যায় *(বুখারী হা/২৯১০, ৯৪১, আবুদাঊদ হা/২৪৯০)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা দুপুরে বিশ্রাম নাও। কেননা শয়তান দুপুরে বিশ্রাম নেয় না' *(ছহীহাহ হা/১৬৪৭; ছহীহুল জামে' হা/৪৪৩১)*।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : হজ্জ ব্রত পালনকালে অজ্ঞতাবশে বিভিন্ন নামে একাধিক ওমরা করেছি। এক্ষণে উক্ত হজ্জ কি বাতিল বলে গণ্য হবে?

-ইমরুল হোসাইন
কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : হজ্জ ও ওমরাহ দু'টি পৃথক ইবাদত। হজ্জের সফরে একাধিক ওমরাহ করে থাকলে উক্ত ওমরাহ কবুল হবে না। কিন্তু এর কারণে তার হজ্জ কবুল হবে না এমনটি নয়। তাছাড়া তিনি এটি অজ্ঞতা বশে করেছেন। উল্লেখ্য যে, বিদ'আতীর কোন নেক আমল কবুল হবে না' মর্মে বর্ণিত হাদীছ সমূহের ব্যাপারে বিদ্বানগণ চার প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। (১) এমন বিদ'আত যা মুসলমানকে কাফের বানিয়ে দেয়। তার সমস্ত আমলই নিস্ফল হবে। (২) বিদ'আতীর ঐ আমলটিই কেবল নিস্ফল হবে, যেটি সে করেছে। (৩) বিদ'আতী তার নেক আমলের প্রতিদান পাবে না। ফলে সেটি যেন কবুল হয়নি। (৪) হাদীছগুলি বিদ'আতের বিরুদ্ধে ধমকি স্বরূপ। যেন কেউ বিদ'আত না করে' *(শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম ১/১০৮-১১২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরা না পড়লে উক্ত ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

নূরুল ইসলাম সরকার
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তর : কেবল সূরা ফাতিহাতেই ছালাত শুদ্ধ হবে। তবে প্রত্যেক ছালাতের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পাঠ করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা। রাসূল (ছাঃ) কখনো তা পরিত্যাগ করেননি। অতএব ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ তা ত্যাগ করবে না। তবে ভুলবশতঃ প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহার পরে অন্য সূরা না পড়লেও ছালাত হয়ে যাবে এবং এর জন্য কোন সহো সিজদা দিতে হবে না *(বুখারী হা/৭৭২)*।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : স্থিতিশীল বাজারে কোন পণ্যের ঘাটতির কারণে কোন বিক্রেতা দ্বিগুণ দামে পণ্য বিক্রয় করলে তা বৈধ হবে কি?

বেলাল হোসাইন
ফতেহপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : পণ্যের ঘাটতির সুযোগে অধিক মুনাফার লোভে কৃত্রিমভাবে মূল্য বৃদ্ধি করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)*। তবে যদি পণ্যের ঘাটতির কারণে সাধারণভাবে বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়, সে অবস্থায় মূল্য যত বেশীই হোক না কেন বাজার দরে বিক্রয় করা শরী'আতসম্মত। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, লোকেরা বলল যে, হে আল্লাহর রসূল! দাম বেড়ে গেছে। অতএব আপনি মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন রসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহই মূল্য নির্ধারণকারী, তিনি সংকোচনকারী, তিনি অধিক দানকারী এবং তিনিই রিযিক দানকারী। আর আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হতে চাই যে, তোমাদের কেউ যেন আমার কাছে রক্ত কিংবা সম্পদের যুলুমের দাবীদার না থাকে' *(তিরমিযী হা/১৩১৪; ইবনু মাজাহ হা/২২০০; আবুদাঊদ হা/৩৪৫১)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : পিতা সন্তানকে দেখাশুনা করেনি বা ভরণ-পোষণ দেয়নি। এক্ষণে পিতার প্রতি উক্ত সন্তানের কোন দায়-দায়িত্ব আছে কি?

রামাযান আলী, খুলনা।

উত্তর : পিতা সন্তানের কোন দেখাশুনা বা ভরণ-পোষণ না দিলে তার জবাবদিহিতা আল্লাহর দরবারে তিনিই করবেন। এ কারণে সন্তান তার দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকবে না। পিতা পাপ করলে এর জন্য সন্তান দায়ী নয়; আবার সন্তান পাপ করলে তার জন্য পিতা দায়ী নন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা নিজেদের ধ্বংসের জন্যই পথভ্রষ্ট হবে। আর কেউ অন্য কারু (পাপের) বোঝা বহন করবে না' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১৫)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেন, পিতা হ'লেন সন্তানের জন্য জান্নাতের মধ্যম দরজা স্বরূপ। যে চায় সে উক্ত দরজার হেফাযত করবে। আর যে চায় তা বিনষ্ট করবে' *(তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৩)*। অতএব পিতা-মাতা সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন না করলেও সন্তান তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে এবং তার দেখাশুনা করবে।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : 'অন্ধ ব্যক্তি স্বীয় অন্ধত্বের উপর ছবর করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ ফুয়াদ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্যটি সঠিক। অন্ধ ব্যক্তি যদি পরহেযগার হয় এবং অন্ধত্বকে আল্লাহর দেওয়া মনে করে ধৈর্য করলে আল্লাহ তাকে ছবরের বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন। আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যখন আমার কোন বান্দার দু'টি প্রিয় বস্তুকে বিপদগ্রস্ত করি, আর সে তাতে ছবর করে, আমি তাকে এর বিনিময়ে জান্নাত দান করব। প্রিয় বস্তুদ্বয় হ'ল তার চক্ষুদ্বয়' *(বুখারী হা/৫৬৫৩, মিশকাত হা/১৫৪৯)*।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : জানাযার ছালাতে একদিকে বা উভয় দিকে সালাম ফিরানোর ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-যহূরুল ইসলাম, বগুড়া।

উত্তর : অন্যান্য ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতেও উভয় দিকে সালাম ফিরাতে হয়। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, লোকেরা তিনটি কাজ ছেড়ে দিয়েছে, যেগুলো রাসূল (ছাঃ) করতেন। তার একটি হ'ল, জানাযার ছালাতের সালাম অন্যান্য ছালাতের ন্যায় হওয়া *(বায়হাক্বী কুবরা হা/৭২৩৯, সনদ হাসান, আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ৮৪)*। তবে শুধু ডান দিকেও সালাম ফিরানো যায় *(দারাকুৎনী হা/১৮৩৯ ও ১৮৬৪; সনদ হাসান, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ৮৫)*।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : আমাদের গ্রামে অনেকেই শুক্রবারে ছিয়াম রাখেন। এ ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশনা কি?

-আকরাম আলী
কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তর : নির্দিষ্টভাবে কেবল জুম'আর দিন ছিয়াম পালন করা যাবে না। তার আগে বা পরে একদিন যোগ করে ছিয়াম রাখতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কেবল জুম'আর দিন নির্দিষ্ট করে ছিয়াম পালন না করে তার একদিন আগে বা পরে ছিয়াম রাখা ব্যতীত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৫১ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। তবে ঐ দিন ক্বাযা বা অন্য কোন ছিয়াম রাখলে সেটি স্বতন্ত্র *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫২)*।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জন্য দো'আ, দান-ছাদাক্বা বা তার পক্ষ থেকে ওমরা ইত্যাদি করা যাবে কি?

-কামাল মিয়াঁ
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : করা যাবে। আত্মহত্যা করা জঘন্য অপরাধ হ'লেও এর কারণে সে কাফের হয়ে যায় না, বরং মুসলমানই থাকে। আর যেকোন মুসলমানের জন্য দান-খয়রাত ও দো'আ করা যায়। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন তুফায়েল বিন আমরের সঙ্গে অন্য আরেকজন লোকও হিজরত করে। মদীনার আবহাওয়া অনুকূলে না হওয়ায় অসহ্য হয়ে লোকটি স্বীয় হাতের আঙ্গুলসমূহের গিরা কেটে ফেলে। ফলে অধিক রক্ত ক্ষরণে সে মৃত্যুবরণ করে। তারপর তুফায়েল বিন আমর একদিন স্বপ্নযোগে লোকটিকে খুব ভাল অবস্থায় দেখেন। কিন্তু তার হাত দু'খানা ছিল আবৃত। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাত দু'টি আবৃত কেন? জবাবে সে বলল, মদীনায় হিজরত করার কারণে মহান আল্লাহ হাত দু'টি ছাড়া আমার সবকিছুই ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর তুফায়েল স্বপ্নের ঘটনা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে বললে তিনি আল্লাহর

নিকট দো'আ করেন। ফলে তার হাত দু'টিও ভাল হয়ে যায় *(মুসলিম হা/১১৬; 'আত্মহত্যাকারী কাফের না হওয়া' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩৪৫৬)*। উল্লেখ্য, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে 'কেউ আত্মহত্যা করলে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে' *(মুসলিম হা/১০৯)*। ছহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে خَالِدًا مُخَلَّدًا এর মর্ম হ'ল সুদীর্ঘকাল ও অধিককাল, চিরস্থায়ী নয় *(মুসলিম শরহ নববী ২/১২৫, হা/১১৩-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। অর্থাৎ দীর্ঘকাল সে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে এবং পরে জান্নাতে যাবে। আর চিরস্থায়ী শাস্তি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে আত্মহত্যাকে হালাল বলে বিশ্বাস করে। এরূপ বিশ্বাস করার কারণে সে কাফের হয়ে যাবে। আর কাফের নিঃসন্দেহে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অতএব উভয় হাদীছের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : চাকুরীর জন্য বছরের অধিকাংশ সময় জাহাযে অবস্থান করতে হয়। এভাবে সারা বছর ক্বছর ছালাত আদায় করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-আব্দুল হাকীম
গোমস্তাপুর, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আযারবাইজান সফরে গেলে পুরো বরফের মৌসুম সেখানে আটকে যান ও ছয় মাস যাবৎ ক্বছর করেন *(বায়হাক্বী ৩/১৫২ পৃঃ; ইরওয়া হা/৫৭৭ সনদ ছহীহ)*। অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রাঃ) শাম বা সিরিয়া সফরে গিয়ে দু'বছর সেখানে থাকেন ও ক্বছর করেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪ পৃঃ; মিরক্বাত ৩/২১১ পৃঃ)*। সুতরাং স্থায়ী মুসাফির যেমন জাহায, বিমান, ট্রেন, বাস ইত্যাদির চালক ও কর্মচারীগণ সফর অবস্থায় সর্বদা ছালাতে ক্বছর করতে পারেন *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩১/২৭১) : মসজিদ উন্নয়নের জন্য প্রদত্ত জমিতে ঈদগাহ ও মাদরাসার মাঠ তৈরী করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-আব্দুল লতীফ
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদের প্রয়োজন না থাকলে মসজিদ কমিটির সম্মতিতে উক্ত জমিতে ঈদগাহ অথবা মাদরাসার মাঠ করাতে শরী'আতে কোন বাধা নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ 'ওয়াকফ' অধ্যায় ৩/৩১২)*।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : ছালাতের প্রতি রাক'আতেই কি সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলতে হবে না কেবল ১ম রাক'আতে বললেই চলবে?

-আলী, ফরীদাবাদ, ঢাকা।

উত্তর : ছালাতের ১ম রাক'আতের শুরুতে 'আঊযুবিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' অতঃপর প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরার পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) যেকোন সূরা তেলাওয়াতের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন *(মুসলিম হা/৪০০)*। এছাড়া বিসমিল্লাহ সূরা সমূহের মাঝে পার্থক্য নির্দেশকারী একটি আয়াত *(আবুদাঊদ হা/৭৮৮, মিশকাত হা/২২১৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : পারস্পরিক সাক্ষাতে কি কি করণীয় ও কি কি বর্জনীয়?

আবুবকর, চাঁচড়া, যশোর।

উত্তর : পারস্পরিক সাক্ষাতে সালাম করা সুন্নাত *(আবুদাঊদ হা/৫২০০, মিশকাত হা/৪৬৫০)*। আর সালামের পর মুছাফাহা করতে হবে। একদা আনাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ যখন তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে কি তার জন্য মাথা ঝুঁকাবে? তিনি বললেন, না। আনাস (রাঃ) বললেন, তবে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে বা কোলাকুলি করবে বা চুমু খাবে? তিনি বললেন, না। বরং তার সাথে মুছাফাহা করবে *(তিরমিযী হা/২৭২৮, ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২, মিশকাত হা/৪৬৮০; ছহীহাহ হা/১৬০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন কোন মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে অতঃপর তার হাত ধরে করমর্দন করে, তখন উভয়ের গুনাহ সমূহ (ছগীরা) আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে এমনভাবে ঝরে পড়ে যায়, যেমন শীতকালে গাছের পাতা সমূহ ঝরে যায়। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ সাক্ষাত হ'লে পরস্পরে মুছাফাহা করতেন এবং সফর থেকে ফিরে আসলে কোলাকুলি করতেন *(ত্বাবারানী আওসাত্ব হা/৯৭, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৪৭)*।

স্মর্তব্য যে, দুইজনের চার হাত মিলানো ও বুকে হাত লাগানোর প্রচলিত প্রথা সুন্নাত বিরোধী আমল *(ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২; তিরমিযী হা/২৭২৮; মিশকাত হা/৪৬৮০)*। এছাড়া হাতে বা কপালে চুমু খাওয়া, পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ 'যঈফ' *(তিরমিযী হা/২৭৩৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৭০৪-০৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯৭৫-৭৬, আলবানী সনদ যঈফ)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : জনৈক আলেম বলেন, আহলেহাদীছ হতে হলে এক লক্ষ হাদীছের হাফেয হতে হবে। এ কথার সত্যতা আছে কি?

সুবেদার আব্দুস সাত্তার
নবীনগর, সাভার।

উত্তর : কথাটি ভিত্তিহীন। আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য হাদীছ মুখস্ত করা শর্ত নয়, বরং সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যথাযথ অনুসরণ করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : জানাযা শেষ হওয়ার পর মাইয়েতের জন্য মসজিদে সম্মিলিতভাবে হাত না তুলে দো'আ করায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-আতাউর রহমান, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর : মাইয়েতের জন্য জানাযার ছালাত ব্যতীত অন্য কোন সম্মিলিত দো'আর অনুষ্ঠান নেই। অতএব জানাযার পরে পুনরায় মসজিদে বা বাইরে তার জন্য সম্মিলিতভাবে দো'আ করা বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ) কোন মাইয়েতকে কবরস্থ করার পর ছাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ কর। কেননা সত্বর সে জিজ্ঞাসিত হবে' *(আবুদাঊদ হা/৩২২১, মিশকাত হা/১৩৩)*। অতএব দাফন কার্য শেষে প্রত্যেকে বলবে, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَثَبِّتْهُ 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং তাকে (জবাব দানে) দৃঢ় রাখ'। তবে মসজিদের ইমাম ছাহেব মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে মুছল্লীদের নিকটে মাইয়েতের জন্য দো'আ চাইতে পারেন *(বুখারী হা/১৩২৭)*। যা প্রত্যেকে পৃথক ভাবে করবেন।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : ময়দানের জিহাদ ছোট ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ বড়। উক্ত বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?

-আব্দুল হামীদ, লালমণিরহাট।

উত্তর : এমর্মে বর্ণিত হাদীছটি মুনকার ও যঈফ। বর্ণনাটি হ'ল- রাসূল (ছাঃ) একদা একটি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ছাহাবায়ে কেরামকে বললেন, আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে আসলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল বড় জিহাদ কি? তিনি বললেন, স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা *(বায়হাক্বী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৪৬০)*। নিঃসন্দেহে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ অতীব কষ্টসাধ্য এবং সদা-সর্বদা মুমিনকে এ জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সর্বোত্তম জিহাদ হ'ল স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা *(ছহীহুল জামে' হা/১০৯৯)*। তিনি বলেন, উত্তম জিহাদ হ'ল, যে আল্লাহর জন্য স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে *(ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/১৪৯১)*। তবে তা কখনোই কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের সাথে তুলনীয় নয়। কেননা ময়দানের মুজাহিদ নিহত হ'লে আল্লাহ্র নিকটে 'শহীদ' হিসাবে গণ্য হন। কিন্তু প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদকারী ব্যক্তি মারা গেলে শহীদ হিসাবে গণ্য হন না।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : স্ত্রী আদালতের মাধ্যমে স্বামীকে তালাক দিয়েছে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে ছাড়তে রাযী নয়। এক্ষণে উক্ত স্ত্রীর জন্য করণীয় কি?

-কেরামত আলী, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : স্ত্রী স্বামীকে 'খোলা' করে থাকলে স্বামীকে তাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কুমতলব থাকলে কোনরূপ মালের বিনিময় ছাড়াই আদালত উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। ছাবিত বিন ক্বায়েস-এর স্ত্রীকে 'খোলা'-র মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ছিলেন। খোলা-র ইদ্দত মাত্র এক ঋতু *(বুখারী হা/৫২৭৩; নাসাঈ হা/৩৫১০; মিশকাত হা/৩২৭৪; দ্রঃ 'তালাক ও তাহলীল' বই পৃঃ ১৫)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : মাওলানা আকরম খাঁ ও সৈয়দ আহমাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সীনা চাক বা বক্ষবিদারণ বিষয়টিকে অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর সত্যতা আছে কি?

-আব্দুর রহমান, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : এটি তাঁদের যুক্তি মাত্র। যেখানে বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, সেখানে যুক্তির কোন স্থান নেই। রাসূল (ছাঃ)-এর বক্ষবিদারণের ঘটনা দু'বার ঘটেছিল। (১) দুধ মা হালীমার নিকটে ৪ বা ৫ বছর বয়সে *(মুসলিম হা/১৬২, আনাস (রাঃ) হ'তে; মিশকাত হা/৫৮৫২)*। (২) হিজরতের পূর্বে মেরাজে গমনকালে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৪)*। এছাড়া আনাস (রাঃ) নিজে তাঁর বুকে সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৫২)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : পাকা চুল-দাড়ি উঠিয়ে ফেলায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুল লতীফ, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তর : পাকা চুল ও দাড়ি উঠানো যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা পাকা চুল তুলে ফেলো না। কেননা পাকা চুল হ'ল মুসলমানের জ্যোতি। কোন মুসলমানের একটি চুল পেকে গেলে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লিখেন, একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি পাপ মোচন করেন' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫৮ 'সনদ হাসান')*। অন্য বর্ণনায় আছে, 'পাকা চুল মুসলমানদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন নূর হবে' *(তিরমিযী হা/১৬৩৫, মিশকাত হা/৪৪৫৯ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এগুলি উপড়ানোর কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : ব্যাংকের সূদ গ্রহণ না করলে কর্তৃপক্ষ তা ভোগ করে। এক্ষণে সূদ নিজে গ্রহণ না করে গরীব-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করলে শরী'আতে এটা জায়েয হবে কি?

-সেন্টু ইসলাম
দাড়েরপাড়া, কুষ্টিয়া।

উত্তর : এগুলি জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় ও গরীব মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করা যায়। যদিও এতে পরকালে কোন নেকী পাওয়ার আশা করা যাবে না। কেননা আল্লাহ পাক হারাম মালের ছাদাক্বা কবুল করেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১; আহমাদ, মিশকাত হা/২৭৭১)*। *(বিশ্রঃ ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ফৎওয়া নং- ২০১৩৫)*।

দৃষ্টি আকর্ষণ

যারা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর প্রচার ও প্রসার কামনা করেন, তারা 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে মুক্তহস্তে অর্থ প্রেরণ করুন। যেখান থেকে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে।

সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
যোগাযোগ : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭; ০১৭১৫-০০২৩৮০।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত ডিভিডি

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৯১৫-০১২৩০৭